চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 248 Monday, 7 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৪৮ সংখ্যা ✱ ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০, সোমবার, ৭ আগস্ট , ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

হাওড়ার বালটিকুরিতে মিনিবাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি। আটক বাস, চালক পলাতক। ...বিস্তারিত পাতা ৩

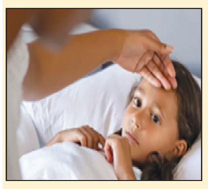

মুর্শিদাবাদে নৃশংস ঘটনা । রবিবার যুবতীর মাথা কাটা অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার হল মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিছুর গ্রামের পুকুর থেকে। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বর্ষা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ডেঙ্গুর রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। সতর্ক থাকলে ডেঙ্গু জ্বর আপনি-আপনিই কমে যায়। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ডিফেন্সের বোঝাপড়ার অভাবেই কার্যত ডুবলো ইস্টবেঙ্গল ফুটবল দল এগিয়ে থেকেও তাই পয়েন্ট হারালো। ...বিস্তারিত পাতা ৮

না নিজেরা করবে, না অন্যদের করতে দেবে', বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষ মোদির

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হল দেশ। 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-র অধীনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-র আওতায় দেশজুড়ে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উপলক্ষ ছিল অমৃত ভারত' প্রকল্পের অধীনে পূর্ব রেলের ৫০৮টি রেল স্টেশনের মানোন্নয়ন কর্মসূচির শিলান্যাস অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অর্থা আদ্যোপান্ত সরকারি অনুষ্ঠান। সেই সরকারি অনুষ্ঠান থেকেও বিরোধীদের নিশানা সাধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রেলের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একযোগে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি দাবি করে বললেন,কেন্দ্র সরকার ভোটব্যাংকের ঊর্ধ্বে উঠে উন্নয়নে প্রত্যয়ী। সেখানে বিরোধীরা নেতিবাচক রাজনীতি করছেন। না নিজেরা করবে, না অন্যদের করতে দেবে। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে চলছে বিরোধীরা। বিরোধীদের উদ্দেশে মোদি বলেন, ৭০ বছরে নিজেরা ওয়ার মেমোরিয়াল করেনি। কিন্তু ওয়ার মেমোরিয়াল তৈরি হওয়ার পর সমালোচনা করেছে। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনেরও

বিরোধিতা করেছে। সর্দার প্যাটেলের মূর্তিরও সমালোচনা করেছে বিরোধীরা।

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী দাবি করে বলেন, আজ গোটা বিশ্বের নজর ভারতের দিকে। গোটা বিশ্বে ভারতের সম্মান বেড়েছে, বিশ্ববাসী ভারতকে সম্মানের চোখে দেখছে। এর দুটি কারণ। এক, ভারতবাসী প্রায় ৩০ বছর বাদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার এনেছে। দুই, সেই নিরঙ্কুশ সরকার ধারাবাহিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, যা কঠিন চ্যালেঞ্জের স্থায়ী সমাধানের পথে পদক্ষেপ। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রী নিজের সরকারের প্রশংসা তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে কৌশলে তিনি বার্তাও দিয়ে দিয়েছেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার যে হারে উন্নয়ন করতে পারে কোনও জোট সরকার বা মিলিজুলি সরকার' তা করতে পারে না। সেই হারে উন্নয়ন হতে পারে না। বস্তুত এদিন সরকারি অনুষ্ঠান থেকে পুরোপুরি রাজনৈতিক বক্তৃতা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। বললেন, আজ দেশজুড়ে রব উঠছে দুর্নীতি ইন্ডিয়া ছাড়ো, পরিবারবাদ ইন্ডিয়া ছাড়ো।' এদিন মোদি যে ৫০৮টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণ প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন, তার মধ্যে বাংলারই ৩৭টি স্টেশন রয়েছে। তালিকায় রয়েছে শিয়ালদহ, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর-সহ বেশ কিছু হাই প্রোফাইল স্টেশন। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই স্টেশনগুলিতে প্রকল্পের শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-র অঙ্গ হিসেবে ৫০৮টি রেল স্টেশনকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে। এই প্রকল্পে ২৪ হাজার ৪৭০ কোটি টাকার বেশি খরচ হবে। এই প্রকল্পে রয়েছে ২৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের ৫৫টি করে স্টেশন, বিহারে ৪৯, মহারাষ্ট্রে ৪৪, পশ্চিমবঙ্গে ৩৭, মধ্যপ্রদেশে ৩৪, অসমে ৩২ ও ওড়িশায় ২৫, পঞ্জাবে ২২, গুজরাট ও তেলেঙ্গানায় ২১, ঝাড়খন্ডে ২০, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ১৮টি করে রেল স্টেশন রয়েছে। এছাড়াও হরিয়ানায় ১৫ ও কর্ণাটকে ১৩টি রেল স্টেশন রয়েছে। ওই স্টেশনগুলিতে স্থানীয় সংস্কৃতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই পুনর্বিকাশ করা হবে। যাত্রীদের মিলবে অত্যাধুনিক সুবিধা। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, অমৃতকালের শুরুতে, ভারত উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। নতুন শক্তি, নতুন অনুপ্রেরণা এবং নতুন সংকল্প রয়েছে এবং এই চেতনায় ভারতীয় রেলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের প্রায় ১৩০০টি প্রধান রেলওয়ে স্টেশন এখন অমৃত ভারত রেলওয়ে স্টেশন হিসাবে বিকশিত হবে। সেগুলিকে আবার আধুনিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলা হবে।

আগের তুলনায় একটু ভালো আছেন বুদ্ধবাবু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ আগের তুলনায় আরও একটু ভালো আছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ৭৯ বছর বয়সী বুদ্ধদেবের শরীরে সংক্রমণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রবিবার সকালে উডল্যান্ডস হাসপাতালের পক্ষ থেকে মেডিকেল বুলেটিনে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেটরি সাপোর্টে রয়েছেন। তিনি সজাগ আছেন এবং চিকিসকদের কথাবার্তায় সাড়া দিচ্ছেন। যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁদেরও সা।া দিচ্ছেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির বাইপ্যাপ সাপোর্ট'ও ক্রমশ মানিয়ে নিচ্ছেন বুদ্ধদেব, যা স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ বলে মনে করছেন চিকিসকেরা। শনিবার বেশ কিছু সময়ের জন্য তাঁকে বাড়ির বাইপ্যাপ সাপোর্টে'ই রাখা হয়েছিল। রাতে অবশ্য হাসপাতালের বাইপ্যাপ সাপোর্টে' রাখা হয়। স্যালাইনের নল খোলা হলেও এখনও রাইল''স টিউবের মাধ্যমেই খাওয়াদাওয়া করানো হচ্ছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে। সার্বিকভাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব এখন ভালোই আছেন।

মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে নাশকতার হুমকি

মুম্বই, ৬ আগস্ট ঃ মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে হবে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, লোকাল ট্রেনে একের পর এক বিস্ফোরণ হবে বলে হুমকি এসেছে কণ্ট্রোল রুমে। বান্দ্রা থেকে থানে, ঘাটকোপার থেকে ভাসি-সব জায়গায় লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হবে। মুম্বই পুলিশের কণ্ট্রোল রুমে এমনই হুমকি ফোন এসেছে। মুম্বইয়ের ভিলে পার্লে এলাকা থেকে করা হয়েছিল এই হুমকি ফোন। এই হুমকি দেওয়ার পর মোবাইল ফোনের সুইচ বন্ধ করে দেয় সেই কলার। রবিবার সকালে মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ কন্ট্রোল রুমে এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি হুমকি ফোন এসেছে। সে পুলিশকে বলেছে, মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটবে। ফোন কলার দাবি করেছে, সে ভিলে পার্লে এলাকা থেকে কথা বলছে এবং তারপরে নিজের ফোন বন্ধ করে দেয়। পুলিশ তদন্ত করছে। এই ফোন আসার পরই তৎপর হয়ে ওঠে মুম্বই পুলিশ। অল্প সময়ের মধ্যে জুহু থেকে ওই সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে জুহু পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মদ্যপ অবস্থায় এই কান্ড ঘটায় সে।

এবার 'পিস ট্রেন' চালু করতে চান রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ ভোটের আগে রাজভবনে পিস রুম' চালু করেছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। এবার অমৃত ভারত' প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে পিস ট্রেন' চালুর আরজি জানালেন রাজ্যপাল । রবিবার অমৃত ভারত' প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এবার রেলমন্ত্রীর কাছে পিস ট্রেন' চালুর আরজি জানালেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। ফের হিংসা নিয়েও সরব হলেন তিনি। রাজ্যপালের এই আচরণের তীব্র সমালোচনায় সরব রাজ্যের ঘাসফুল শিবির। প্রসঙ্গত, আজ 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-র অধীনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-র আওতায় দেশজুড়ে ৫০৮টি রেল স্টেশনের পুনর্বিকাশের শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ভাঙড়ের তিনটি থানা ভেঙে হচ্ছে ন'টি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ ভাঙড় ও কলকাতা লেদার কমপ্লেক্সের তিনটি থানা ভেঙে নতুন ন'টি থানা তৈরি করতে চলেছে লালবাজার। এই ন'টি থানা নিয়ে যে নতুন ডিভিশন চালু হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তার ম্যাপও কলকাতা পুলিশ প্রকাশ করেছে। নতুন ডিভিশনটির প্রস্তাবিত নাম ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন ডিভিশন। কিছুদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় এলাকা কলকাতা পুলিশের আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। লালবাজারের এক কর্তা জানিয়েছেন, নতুন ওই অঞ্চলে দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। ১, আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে থাকে। ২ , কোনও বেআইনি অস্ত্র ও বোমা মজুত করে রাখা বরদাস্ত করা হবে না। এর আগে কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স থানা কলকাতা পুলিশের আওতায় আসে। ওই থানার আওতায় ছিল ২৩টি মৌজা। এ ছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাশীপুর থানা এলাকার ৪৫টি ও ভাঙড় থানা এলাকার ৭৬টি মৌজা রয়েছে। এবার কলকাতা পুলিশের আওতায় এল ওই ১৪৪টি মৌজা। ওই মৌজাগুলিকে ভেঙেই তৈরি হচ্ছে ন'টি থানা।

দালাল-চিটিংবাজ ঢুকে পড়ছে, দলটাকে বাঁচান! ফেসবুকে মদন মিত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ ফেসবুকে লাইভে আবার বিস্ফোরক মদন মিত্র। কামারহাটির বিধায়ক দলের কাছে আরজি জানিয়ে বলেন, দলটাকে বাঁচান। দল বাঁচলে তবেই আমরা বাঁচব। রাতের অন্ধকারে দলেরই একাংশ দলকে ছোবল মারছে। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের পুরনো সৈনিকের এহেন বিস্ফোরক মন্তব্য ঘিরে জল্পনা বাড়িয়ে তুলল। সম্প্রতি একাধির ঘটনায় বিস্ফোরক মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছে কামারহাটির দামাল' ছেলেকে। এবার দলেরই একাংশের বিরুদ্ধে সরব হলেন তিনি। মদন মিত্রের কথায়, এক শ্রেণির দালাল, চিটিংবাজরা দলে ঢুকে পড়েছে। দলের একাংশই রাতের অন্ধকারে দলকে ছোবল মারছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছোবল মারছে। একাংশ সিপিএম, বিজেপিকে তোল্লাই দিচ্ছে। এরপরই তাঁর আরজি, দলটাকে বাঁচান। দল বাঁচলে তবেই আমরা বাঁচব। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে ফ্ল্যাট দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগ ওড়াতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন অভিনেত্রী-সাংসদ নুসরত জাহান। কিন্তু সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেননি তিনি। বরং মেজাজ হারিয়ে' মাত্র ৭ মিনিটে সাংবাদিক বৈঠক সেরে উঠে যান। বিষয়টিকে ভালভাবে দেখছেন না কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। তাঁর মতে, শেষ প্রশ্ন অবধি জবাব দিয়ে ওঠা উচিত ছিল সাংসদের। কামারহাটির বিধায়ক জানিয়েছেন, আমার মনে হয়, কোনও অভিযোগ উঠলে সামনে দাঁড়িয়ে তার মুখোমুখি হতে হয়। প্রশ্ন এড়ালে মানুষের মনে আরও সন্দেহ বাড়ে বলে মত মদন মিত্রর। এ বিষয়ে দলের কারুরই কোনও মন্তব্য পাওয়া যায় নি। তবে বিরোধি শিবিরের তরফে বলা হচ্ছে উনি ঠিকই বলেছেন।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ, বৃষ্টি মাথায় ব্লকে-ব্লকে বিক্ষোভ তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদ। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে রাজ্যের ব্লকে-ব্লকে বিক্ষোভ সমাবেশ তৃণমূলের। হাজির রাজ্যের মন্ত্রীরাও। আর প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়াল তৃণমূল নেতৃত্ব। দিল্লি থেকে হকের টাকা ছিনিয়ে আনার ডাক দিলেন ঘাসফুল শিবিরের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। পালটা কটাক্ষ বিজেপির। একুশের মঞ্চে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপি নেতাদের ঘেরাও অভিযান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী ৫ আগস্ট কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যত বিজেপি নেতাকর্মী আছেন, তাঁদের বাড়ির বাইরে ঘেরাও অভিযান করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত, ছোট, বড়, মেজো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হোক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, ওই বিজেপি নেতার বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা যেন বাড়ি থেকে বেরতে না পারে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ৩৪১ ব্লকের সব বুথে এই কর্মসূচি চেয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। যদিও পরে সেই কর্মসূচি কিছুটা শুধরে দেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জানান, অভিষেক যে কর্মসূচির কথা বলেছে, সেটা আমি বলব শুধু ব্লক স্তরেই করো। বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব রেখে করো। যাতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে আমাদের হ্যারাস করা হয়েছে। মমতার কথায়, ওটা প্রতীকী ঘেরাও হোক।' জল গড়ায় আদালতে। দিন বদলে কর্মসূচি পালন হয় ৬ আগস্ট, রবিবার। এদিন বৃষ্টি মাথায় নিয়েই ব্লকে ব্লকে অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। বালুরঘাটে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বাড়ির কাছে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তাঁরা। আবার শিলিগুড়ি শহরের কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন গৌতম দেব। কর্মসূচি পালিত হয় কলকাতা শহরের একাধিক প্রান্তে। চেতলা, খিদিরপুরে হাজির ছিলেন মন্ত্রী ফিরহাজ হাকিম। বাগবাজারে শশী পাঁজা। উলটোডাঙায় কুণাল ঘোষ। বরাহনগরে তাপস রায়-সহ একাধিক মন্ত্রী-বিধায়ক-দলীয় পদাধিকারীরা। কুণাল ঘোষের হুঁশিয়ারি, দিল্লি থেকে হকের টাকা ছিনিয়ে আনতে হবে। যদিও তৃণমূলের এই কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর খোঁচা, আজ চোরেরা ধরনায় বসেছে। নরেন্দ্র মোদি কাউকে বঞ্চনা করেন না। বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের দাবি, বকেয়া চেয়ে ব্লকে-ব্লকে ধরনা দিয়ে কী হবে? বঞ্চনা হয়েছে মনে করলে সোজা দিল্লি চলে যেতে পারে।

পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে সন্ত্রাসে'র অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি অধীরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের আগেও পুলিশ ও তৃণমূলের সন্ত্রাস চলছে বলে অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী। চিঠিতে অধীর চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন লিখেছেন, এক দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরেও এই রাজ্যে আপনার দল যেভাবে নির্বাচনে জেতার পথ অবলম্বন করছে, তা কি কোনও সভ্য সমাজের পক্ষে উপযুক্ত? এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যেভাবে প্রাণ ও সম্পত্তিহানির ভয় দেখিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও তৃণমূল নেতাদের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করে, খুনের মিথ্যা মামলা'য় জড়িয়ে তৃণমূলে যোগদানে বাধ্য করার অপচেষ্টা চলছে, সে বিষয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। জানা গিয়েছে, চিঠিতে তিনি লিখেছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়নের সময় থেকে ভোটের সময় এবং ভোটের পরে বাংলায় সন্ত্রাস ও রক্তক্ষয়ের ঘটনা সকলের জানা। কিন্তু নির্বাচনের পর ফলাফল ঘোষণার পরে যখন বোর্ড গঠনের সময় আসছে তখনও একই ধরনের সন্ত্রাসের আবহ তৈরি হয়েছে এই রাজ্যে। সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। চিঠিতে অধীরবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, এক দশক ধরে মুখ্যমন্ত্রী থাকার পরেও এই রাজ্যে আপনার দল যেভাবে নির্বাচনে জেতার পথ অবলম্বন করছে, তা কি কোনো সভ্য সমাজের পক্ষে উপযুক্ত? এখন জেলায় জেলায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অধীরবাবুর অভিযোগ, জয়ী কংগ্রেস প্রার্থীদের জোর করে, ভয় দেখিয়ে তৃণমূলে যোগদানে চাপ দেওয়া হচ্ছে। অর্থা যেখানে কংগ্রেসের বোর্ড গঠনের সম্ভাবনা রয়েছে, তাও নির্মূল করার প্রক্রিয়া চলছে।

বছর না ঘুরতেই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বাবার পর এবার মায়ের দেহ আগলে মেয়ে!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ কয়েক বছর আগে গৃহকর্তার দেহ আগলে বসেছিলেন স্ত্রী ও মেয়ে। এবার সেই পরিবারে আবার এক ঘটনার পুনরাবৃত্তির খবর শোনা গেল। এবার মায়ের মৃতদেহ আগলে রাখল মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের কলেজপাড়ায়।

উল্লেখ্য, গত বছর ১৯ আগস্ট জলপাইগুড়ির কলেজ পাড়ার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অজিত কর্মকারের মৃতদেহ। স্ত্রী এবং মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়েকে নিয়ে থাকতেন অজিত বাবু। আত্মীয় এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সঙ্গে সেই অর্থে যোগাযোগ ছিল না। আনুমানিক সাতদিন পর গন্ধে

সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। ঠিক এক বছরের মাথায় আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। দুর্গন্ধ মেলায় রবিবার সন্দেহ হয় প্রতিবেশীদের। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাথরুমের ভিতর থেকে উদ্ধার করে অঞ্জলি কর্মকারের পচাগলা দেহ। বাড়িতেই ছিলেন মানসিক ভারসাম্যহীন মেয়ে অনিন্দিতা। মনে করা হচ্ছে, পাঁচদিন আগেই মৃত্যু হয়েছে অঞ্জলিদেবীর। মায়ের মৃত্যু সংবাদ কাউকে জানতে দেয়নি মেয়ে। রবিবার প্রতিবেশীরা খবর দিলে পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য। সূত্রের খবর, মায়ের মৃত্যুতে কোনওরকমের প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করা যায়নি মেয়ে অনিন্দিতার মধ্যে। শেষকৃত্য হয়ে যাওয়ার পর অনিন্দি।কে বাড়ি থেকে উদ্ধার করে নিয়ে মানসিক হাসপাতালে পাঠায় আত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা। কি করে তার মায়ের মৃত্যু হয়েছে তা নিয়ে পুলিস তদন্ত করছে বলে জানা গিয়েছে।

লোকসভার আগে রাজ্য বিজেপিতে বিরাট রদবদল, সরানো হল ১৩ জেলা সভাপতিকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্য বিজেপির সংগঠনে ব।স। রদবদল। সরিয়ে দেওয়া হল ১৩ জন জেলা সভাপতিকে। মোটামুটিভাবে সংগঠনের রাশ নিজের হাতেই রাখলেন সুকান্ত। কাঁথি-তমলুক-আরামবাগ-নদিয়া দক্ষিণে শুভেন্দু ঘনিষ্ঠরা এলেও সিংহভাগ জেলায় নিজের অনুগতদেরই সভাপতির পদে বসালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। বিজেপির তরফে নতুন জেলা সভাপতিদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে আলিপুরদুয়ার, শিলিগুড়ি, বারাসত, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, দক্ষিণ কলকাতা, মথুরাপুর, হাওড়া শহর, তমলুক, কাঁথি, আরামবাগ, বিষ্ণুপুর এবং আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতিদের বদলে দেওয়া হয়েছে। তাপর্যপূর্ণভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে যে এলাকায় খারাপ ফলাফল হয়েছিল, এবং যে যে এলাকায় সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও দলের সংগঠনের অবনতি হয়েছে, সেই এলাকাগুলিতে জেলা সভাপতি বদলেছে গেরুয়া শিবির।

শুভেন্দু অধিকারীর জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি সাংগঠনিক জেলাতেই বদলেছে সভাপতি। দুই জেলাতেই সভাপতির পদে আনা হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠদের। তমলুক জেলা বিজেপির সভাপতি হয়েছেন তাপসী মণ্ডল, কাঁথির জেলা সভাপতি হলেন অরূপ কুমার দাস। বদলেছে পাশের পশ্চিম মেদিনীপুরের ও ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও। ঘাটালের হলেন তন্ময় দাস, মেদিনীপুর জেলা বিজেপির জেলা সভাপতি হলেন তাপস মিশ্র। এমনিতে বিজেপিতে অঘোষিত একটা রীতি মোটামুটি মেনে চলা হত। জনপ্রতিনিধিদের সচরাচর দলের সংগঠনে রাখা হত না। কিন্তু এবারের তালিকায় দেখা যাচ্ছে ৬ জেলায় বিধায়কদের সভাপতি করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাও। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরই দিল্লি থেকে ব্লক ও জেলাস্তরে সংগঠনে রদবদলের

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেইমতো ব্লকস্তরে রদবদল হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেটা নিয়ে বিস্তর ক্ষোভবিক্ষোভও দেখা গিয়েছে। এখন দেখার বিষয় জেলা সভাপতি বদলের পর বিজেপির অন্দরে কি হয়।

মা হলেন অভিনেত্রী ইলিয়ানা, জন্মের পাঁচ দিনের মাথায় প্রকাশ্যে সদ্যোজাতের ছবিও

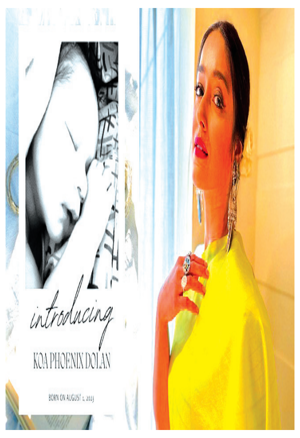

মুম্বই, ৬ আগস্ট ঃ মা হলেন ইলিয়ানা ডি'ক্রুজ। গত ১ আগস্ট পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেত্রী। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে অনুরাগীদের সঙ্গে এই খুশির খবর ভাগ করে নেন তিনি। ছেলের নাম রেখেছেন কোয়া ফিনিক্স ডোলান। ইনস্টাগ্রামে ইলিয়ানা লিখেছেন, কোনও শব্দ দিয়ে আমাদের খুশির বর্ণনা করা যাবে না। পৃথিবীতে স্বাগত পুত্র। গত ১ আগস্ট নায়িকা জন্ম দিয়েছেন পুত্র সন্তানের। জন্মের পাঁচ দিনের মাথায় সদ্যজাতের ছবি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন নতুন মা। একরত্তির সঙ্গে পরিচয় করালেন ভক্তদের। ছেলের কী নাম রেখেছেন তাও জানালেন। বিয়ের আগেই মা হয়েছেন ইলিয়ানা ডিক্রুজ। অন্ত ঃ সত্বা হওয়ার খুশি তিনি নিজেই গর্ব করে জানিয়েছেন সকলকে। গত এপ্রিল মাসে নায়িকা জানিয়েছিলেন তিনি মা হতে চলেছেন। আসন্ন সন্তানের বিষয়ে শুরু থেকেই কোনও রাখঢাক রাখেননি তিনি। বরং গর্ভবস্থার প্রতিটা ধাপে নিজের অনুভূতি শেয়ার করেছেন নিজের ভক্তদের সঙ্গে। উপভোগ করেছেন প্রতিটা মুহূর্ত। যদিও বিয়ে না করে ইলিয়ানার মা হওয়ার বিষয়টা ভালো চোখে দেখেননি অনেকেই। গর্ভাবস্থায় উঠেছিল নানা প্রশ্ন। সমালোচনার মুখে প।তে হয়েছিল তাঁকে। সেই সমস্ত কটাক্ষ, সমালোচনায় কর্ণপাত করেননি তিনি। বরং নিজের গর্ভবস্থা চুটিয়ে উপভোগ করেছেন।

রাজৌরিতে এনকাউন্টারে এক জঙ্গির মৃত্যু, বাকি সন্ত্রাসীদের ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী

জম্মু, ৬ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক সন্ত্রাসবাদী। রাজৌরি জেলার খাওয়াসের গুন্ধার বনাঞ্চলে শনিবারই সুরক্ষা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে এক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। ওই এলাকায় আরও কয়েকজনকে জঙ্গিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। রবিবার ভোর থেকে পুনরায় শুরু হয়েছে অভিযান। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে এই অভিযানে সহায়তা করছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো বাহিনীও। রবিবার দ্বিতীয় দিনে প।ল রাজৌরির এনকাডন্টার।রাজৌরি জেলার খাওয়াসের গুন্ধার বনাঞ্চলে শনিবার সন্ধ্যায় জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পায় সুরক্ষা বাহিনী। এরপর সন্ধ্যা থেকেই ওই এলাকায় চলতে থাকে অভিযান। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় ওই এলাকা। শনিবারই এনকাডন্টারে নিকেশ হয় এক জঙ্গি, আরও এক থেকে দু'জন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে। রবিবার অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে

জয়নগরের পুকুরে মিলল ৪টি ব্যালট বাক্স, উদ্ধার ভোট সংক্রান্ত পেপারও

জয়নগর, ৬ আগস্ট ঃ উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা, নদিয়ার নাকাশিপাড়ার পর এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর। পঞ্চায়েত ভোটের মাসখানেক পরেও চলছে ব্যালট উদ্ধারের ঘটনা। রবিবার জয়নগরের বকুলতলায় একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হল ৪টি ব্যালট বাক্স ও গোছা গোছা ব্যালট পেপার। ভোটের দিন ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের মযদা বটতলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালযের বুথ ভাঙচুর করা হয়। লুঠ হয় ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার। ১০ জুলাই পুনর্নির্বাচন হয় ওই বুথে। গন্ডগোলের জন্য তৃণমূল ও বিরোধীরা একে অপরকে দোষারোপ করে। এরপর রবিবার সকালে ময়দা গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলা গ্রামে একটি পুকুরে জাল ফেলতেই উঠে আসে ৪টি ব্যালট বাক্স ও দু'বাণ্ডিল ব্যালট পেপার। ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় বকুলতলা থানার পুলিশ।

জ্ঞানবাপী মসজিদে তৃতীয় দিনে পড়ল এএসআই-এর সমীক্ষা, নিরাপত্তা আরও জোরদার

বারাণসী, ৬ আগস্ট ঃ বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে রবিবার তৃতীয় দিনে প।ল ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া বা এএসআই)-এর 'সমীক্ষা'-র কাজ। বিগত দু'দিনের মতো রবিবারও জ্ঞানবাপী মসজিদের বাইরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। জ্ঞানবাপী মামলায় হিন্দু পক্ষের আইনজীবী সুভাষ নন্দন চতুর্বেদী বলেছেন, আজ তৃতীয় দিনের সমীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় .শেষ হয়েছে, সমীক্ষার কাজে যন্ত্রপাতিও ব্যবহার করা হবে।হিন্দু পক্ষের অপর আইনজীবী সুধীর ত্রিপাঠী বলেন, রবিবার সমীক্ষার তৃতীয় দিন। গতশনিবার ডিজিপিএস-সহ বেশ কয়েকটি মেশিন ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আজ রাডার ব্যবহার করা হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা সমীক্ষায় সন্তুষ্ট এবং মুসলিম পক্ষ আছে। কোনও অভিযোগ নেই এবং তারাও সহযোগিতা করছে। জ্ঞানবাপী মসজিদ কমপ্লেক্স সমীক্ষা মামলায় হিন্দু পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট বিষ্ণু শঙ্কর জৈন বলেছেন, গতশনিবার, পশ্চিম দেওয়াল নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা হয়েছে। পশ্চিম দেওয়াল থেকে ব্যারিকেডিং পর্যন্ত এলাকার ঘাস সরানো হয়েছে। 'তাহখানা' পরিস্কার করা হয়েছে এবং নিস্কাশন ইনস্টল করা হচ্ছে। আমি কেন্দ্রীয় গম্বুজের নীচে একটি ফাঁপা শব্দ নির্দেশ করেছিলাম, এটি তদন্ত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজের পাশে একটি এলাকা, যা কৃত্রিমভাবে আচ্ছাদিত করা হয়েছে, তাও নির্দেশ করা হয়েছিল। তাই, তদন্ত চলছে।

৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ উঠল নূহ-তে, শুনশান রাস্তায় সবজি ও ওষুধ কিনতে বেরোলেন মানুষজন

নূহ, ৬ আগস্ট ঃ শান্তি এখনও সেভাবে ফেরেনি হরিয়ানার নূহ-তে। জেলাজুড়ে এখনও ভীতি রয়েছে মানুষের মধ্যে, লাগাতার কারফিউর জেরে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে পারছিলেন সাধারণ মানুষ। তাই রবিবার ৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে নূহ-তে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ৩ ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। এই সময়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় মানুষজনকে। নূহ সবজি মান্ডিতে স্বল্প হলেও মানুষের ভি। দেখা গিয়েছে, সবজি ও ওষুধ কিনে পুনরায় বা।তেই ফিরে যান মানুষজন।নুহ-তে সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার প্রেক্ষিতে এমনিতেই বন্ধ করা হয়েছিল ইন্টারনেট পরিষেবা। এবার সেই হন্টারনেট পরিষেবা বন্ধের সময়কাল বাড়ানো হয়েছে। নতুন জারি করা নির্দেশিকাতে এবার ৮ আগত পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি শোভাযাত্রাকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার নূহ, হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়ে অন্যত্র।এদিকে, রবিবার নূহ জেলায় একটি হোটেল তথা রেস্তোরাঁ ভেঙে গুঁ।িয়ে দেয় প্রশাসন। জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, এই হোটেলটি অবৈধভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক হিংসার সময় গুন্ডারা এখান থেকেই পাথর ছুড়েছিল। জেলা শহর পরিকল্পনাবিদ ভিনেশ কুমার বলেছেন, বিল্ডিংটি সম্পূর্ণ অননুমোদিত ছিল এবং এটি সরকার এবং বিভাগ দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। আজ এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এটি একটি হোটেল-কাম-রেস্তোরাঁ এবং সম্পূর্ণ অননুমোদিত। গুণ্ডারা এখন থেকে পাথর ছুঁড়েছিল, তাই এই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আগরতলায় যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের স্পেশাল এনফোর্স টিমের অভিযান

আগরতলা,৬ আগস্ট ঃরাজধানী আগরতলা শহরে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের স্পেশাল এনফোর্স টিম দ্বারা নেওয়া হয়েছে কঠোর পদক্ষেপ। শুক্রবার শহরের জগন্নাথবাড়ি রোড, পুরনো মোটরস্ট্যান্ড এলাকা সহ বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার পাশে অবৈধভাবে পার্কিং করা গাড়িতে জরিমানার স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়। আপাতত প্রথমবার ৫০০ টাকার করে জরিমানা করা হয়েছে গাড়ি ও বাইকের মালিকদের। তারপর তারা যতবারই বেআইনি পার্কিং করবে তার দ্বিগুণ করে জরিমানা হবে।অভিযানে নেতৃত্ব প্রদানকারী ট্রাফিক পুলিশের ডিএসপি প্রণব দাস জানান, এদিন সকাল থেকে পুরনো মোটরস্ট্যান্ড সহ শহরের ব্যস্ততম সড়ক গুলিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে যাত্রীবাহী গাড়ি, বাইক এবং প্রাইভেট গাড়ির মালিকদের বিরুদ্ধে বেআইনি পার্কিংযের জন্য জরিমানা করা হয়েছে। কারণ বিভিন্নভাবে যত্রতত্র পার্কিং না করতে সচেতনমূলক কর্মসূচি করার পরেও তারা পরিবহন বিধি লঙ্ঘন করছেন।এদিন প্রথম পর্যায়ে পাঁচ শতাধিক টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দ্বিতীয়বার একই গাড়িকে যদি জরিমানা করতে হয় তাহলে এর দ্বিগুণ করা হবে। সেই জরিমানা সঠিক সময়ে পরিশোধ করতে হবে গাড়ির মালিকদের। তবে শহরবাসীর দানী এই ধরনের অভিযান শুধু লোক দেখানো না করে নিয়মিত জারি রাখার জন্য।কারণ গাড়ি রাখার জন্য ব্যবস্থা না করে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি একাধিক গাড়ি কিনে রাস্তায় পাশে কভার দিয়ে ঢেকে দিনের পর দিন গাড়ি ফেলে রাখে। এতে করে পথচারীদের সমস্যা হলেও হেলদোল নেই গাড়ির মালিকদের। শহর আগরতলার প্রধান সড়ক সহ অলিগলি সমস্ত রাস্তায় একই অবস্থা। নিয়মিত এভাবে অভিযান চালিয়ে জরিমানা করলে হয়তো হুশ ফিরবে।

কোভিডে আক্রান্ত ৫৪ জন ভারতে সুস্থতা ক্রমেই বাড়ছে, মৃত্যু থেমেই গিয়েছে

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৫৪ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৫৫২। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯১৮।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৫১০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৫ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৩,৮৫৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ৪৩৭ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৫,৫৪০।

দেশের নিও মিডল ক্লাস আওতাভুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন

নয়াদিল্লি,৬আগষ্টঃভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউংট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাডন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টিতে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠেলাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাঁদের অভিনন্দন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই। এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপানাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সাহায্যে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারবো। আপনারা আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তাঁরা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টা চালাই তবে দেশ থেকে দারিদ্র সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে দেশের সকল সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আপনাদের সকলের সেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।বন্ধুগণ,ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশের নিও মিডল ক্লাস আওতাভুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণীর জনগণের নিজেদের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্খা রয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উপাদনের কাজ চলছে। বর্তমানে আমাদের কারখানা ও উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলি রেকর্ড পরিমান উপাদন করছে। আমাদের কারখানাগুলিতে বর্তমানে যখন রেকর্ড পরিমান উপাদন হচ্ছে তখন এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন আমাদের যুবক-যুবতীরা। সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন রেকর্ড নিয়ে বা নতুন সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে রেকর্ড পরিমান মোবাইল ফোন রপ্তানী হচ্ছে। দেশে এ বছরে প্রথম ৬ মাসের মধ্যে যতো সংখ্যক গাড়ি বিক্রি হয়েছে তাও বিশেষভাবে উসাহব্যাঞ্জক। বৈদ্যুতিন সামগ্রীও ভারতে রেকর্ড পরিমান বিক্রি হচ্ছে। এই সবকিছুর থেকে দেশে রোজগার বাড়ছে, বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।বন্ধুগণ,ভারতের মেধার ওপর বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থ ব্যবস্থার দেশে প্রবীন নাগরিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কমে যাচ্ছে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা। কাজ করার মানুষও কমে যাচ্ছে। এইজন্য বর্তমান সময় ভারতের যুবক-যুবতীদের প্রচুর পরিশ্রম করার সময়। নিজেদের দক্ষতা, ক্ষমতা বিকাশ করা প্রয়োজন। আমি দেখেছি যে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেধা, চিকিৎসক, নার্স এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে নির্মাণকর্মীদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভারতের মেধার কদর সকল দেশে সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে। এইজন্য বিগত ৯ বছরে সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় আনুমানিক দেড় কোটির বেশি যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০টি দক্ষ ভারত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করছে। এই কেন্দ্রগুলিতে বিশ্বের সুযোগ গ্রহনের জন্য আমাদের যুবক-যুবতীদের প্রস্তুত করা হবে। সমগ্র দেশে বর্তমানে নতুন মেডিকেল কলেজ, নতুন আইটিআই, নতুন আইআইটি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কাজ চলছে। ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের দেশে ৩৮০টির কাছাকাছি মেডিকেল কলেজ ছিল। বিগত ৯ বছরে এই সংখ্যা বেড়ে ৭০০ ছাড়িয়েছে। এভাবেই নার্সিং কলেজের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। বিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্য যে দক্ষতা ভারতের যুবক-যুবতীদের রয়েছে তা বিকশিত করার জন্য নানান সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।বন্ধুগণ,আপনারা সকলে অত্যন্ত সদর্থক পরিবেশে সরকারি চাকরিতে যাচ্ছেন। আপনাদের ওপর এখন দেশের এই সদর্থক চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের সকলের নিজেদের আশা-আকাঙ্খাও পূরণ করার চেষ্টাও চালাতে হবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহনের পরেও আপনারা শেখার এবং আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। আপনাদের সাহায্য করার জন্য সরকার অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম iGOT Karmayogটি তৈরি করেছে। আমি আপনাদের সকলকে অধিক থেকে অধিকতর এই প্ল্যাটফর্মের সুযোগ গ্রহনের আহ্বান জানাই। আরও একবার আমি আপনাদের ও আপনাদের পরিবার পরিজনকে এই নতুন দায়িত্ব গ্রহনের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। নতুন এই দায়িত্ব একটি প্রারম্ভ বিন্দু মাত্র। আপনারাও জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছান। যেখানেই আপনারা কাজ করার সুযোগ পাবেন সেখানেই আপনাদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিক তাঁদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাক, তৈরি হোক নতুন নতুন শক্তি, এই কামনা করি। আপনারাও আপনাদের সব স্বপ্ন পূরণ করুন, সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা রইল। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

দরিদ্র মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই সরকারের অগ্রাধিকারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,৬আগস্ট ঃ দরিদ্র মানুষদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই সরকারের অগ্রাধিকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, সারা দেশে দরিদ্র ভাই ও বোনদের উন্নত স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করাই তার সরকারের অগ্রাধিকার।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার একটি টুইটের জবাবে প্রধানমন্ত্রী মোদী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। মান্ডভিয়া জানান, কোটি কোটি মানুষ স্বাস্থ্যের ডিজিটাল সুবিধাগুলি থেকে সম্পূর্ণ সুবিধা পাচ্ছেন। একটি টুইটে মনসুখ মান্ডভিয়া জানিয়েছেন, অসংক্রামক রোগের জন্য জাতীয় কর্মসূচির অধীনে এনসিডি পোর্টালের মাধ্যমে পাঁচ কোটিরও বেশি আয়ুস্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট (এবিএইচএ) তৈরি করা হয়েছে।

সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, এযাব পূজার্চনা ৪-লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর

শ্রীনগর, ৬ আগস্ট ঃ সুষ্ঠু ও মসৃণভাবেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। রবিবার ভোরে পবিত্র অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। এই দলে রয়েছেন ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রী। ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রীর ব্যাচ রবিবার ভোরে জম্মু থেকে পবিত্র অমরনাথ গুহার অভিমুখে বালতাল এবং পেহেলগাঁও বেস ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। এই ১,৬২৬ জন তীর্থযাত্রীর মধ্যে ১,৩০৩ জন হলেন পুরুষ, ২৫২ জন মহিলা, ৭টি শিশু, ৫১ জন সাধু ও ১৩ জন সাধ্বী।গত ১ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা, এযাব ৪ লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী অমরনাথ গুহা দর্শন ও পূজার্চনা করেছেন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তাও জোরদার করা হয়েছে। দু ঃখের বিষয় হল, অমরনাথ যাওয়ার পথে এখনও পর্যন্ত ৩৬ জন পুণ্যার্থী মারা গিয়েছেন।

মেঘালয়ের সোনাপুরে আবারও ধস, আবদ্ধ অসংখ্য পণ্য ও যাত্রীবাহী যানবাহন

সোনাপুর (মেঘালয়), ৬ আগস্ট ঃ আবারও মেঘালয়ের পূর্ব জয়ন্তিয়াপাহাড় জেলার সোনাপুরের বুক চিরে ধাবিত গুয়াহাটি-বরাক উপত্যকা ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে লাগোয়া পাহাড় থেকে ধসের স্রোত বইছে। ফলে ধস বিধ্বস্ত সড়কের দু-পাশে আটকে রয়েছে বরাক উপত্যকার তিন জেলা কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এবং ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরগামী অসংখ্য পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি।মেঘালয়ে অবিরাম বৃষ্টিপাতের দরুন গতকাল শুক্রবার রাতে সোনাপুর টানেলের সম্মুখবর্তী জাতীয় সড়কের ওপর পাহাড় থেকে আবারও জল-মিশ্রিত কাদামাটি ও বড় বড় পাথরের ধস পড়ায় হাজার হাজার ভারী পণ্যবাহী লরি এবং যাত্রীবাহী ছোট ও বড় গাড়ি রাস্তার দু পাশে আটকে পড়েছে। বেশ কয়েকটি পণ্যবাহী লরি কাদার স্রোতে বিপদসংকুল অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।তবে নতুন করে সংঘটিত বিপর্যয়ে প্রাণহানীর কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এদিকে ইস্ট জয়ন্তিয়াপাহাড়ের জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার ওই সড়কে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সবধরনের যানবাহনকে সাময়িকভাবে যাতায়াত করতে বারণ করেছেন। অতি প্রয়োজনে বিকল্প পথে যাতায়াত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।এদিকে ধসের পাথর-মাটি সরাতে অক্লান্ত লড়াই করছেন বিআরও-এর জওয়ান এবং মেঘালয়ের পূর্ত দফতরের কর্মীরা। তাঁরা কয়েকটি এসকেভেটরের সাহায্যে পণ্যবাহী ট্রাক সহ অন্য যানবাহনকে কাদার স্তূপ থেকে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পূর্ব চিনের শানডংযে.৫.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প, আহত কমপক্ষে ২১ জন

বেজিং, ৬ আগস্ট ঃজোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব চিনের শানডং প্রদেশ। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার ভোররাত ২.৩৩ মিনিট নাগাদ শানডং প্রদেশের দেঝো শহরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই ভূমিকম্পে কমপক্ষে ২১ জন আহত হয়েছেন। চিনের স্টেট কাউন্সিলের ভূমিকম্প ত্রাণ সদর দফতরের কার্যালয় এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রক ভূমিকম্পের পর লেভেল-৪ জরুরী প্রতিক্রিয়া সক্রিয় .করে।ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থলে ৭৪টি ভবন ভেঙে পড়েছে। তবে, পরিবহন, যোগাযোগ এবং বিদ্যু সরবরাহ স্বাভাবিকই ছিল। এই অঞ্চলে তেল এবং গ্যাস পাইপলাইনে কোনও রকম লিকের ঘটনা ঘটেনি। ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণ কাজে নির্দেশনার জন্য শানডং প্রদেশে একটি জরুরি ও উদ্ধারকারী দল পাঠানো হয়েছে।

হিমাচলের লাহৌল ও স্পিতিতে গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৩ জনের, আহত আরও দু'জন

শিমলা, ৬ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের লাহৌল ও স্পিতি জেলায় গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দু'জন। রবিবার ভোরে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, রবিবার ভোরে লাহৌল ও স্পিতি জেলার লিংটি কাজা গ্রামে একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার নিচে উল্টে যায়। এই গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। আহত হয়েছেন আরও দু'জন।মৃতদের নাম-তাশি চেরিং (৫৭), ধরম সিং (৪৫) এবং লক্ষ্মণ গারথি। পুলিশ জানিয়েছে, সকলেই নেপালের বাসিন্দা। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে হতাহতদের পরিজনকে খবর দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৭আগষ্টঃসোমবার, ২১শ্রাবণ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৭আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২১ শ্রাবণ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২১ শ্রাবণ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২১ শ্রাবণমাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৫.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯১শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার-সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত৬টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৯মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবে।

বৃষভ রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। খরচ বাড়বে কিন্তু আয়ের উত্থান আপনার বিলগুলির তত্ত্বাবধান করবে। সংসারে শান্তি হবেই।

মিথুন রাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। যে ব্যবসায়ীরা কাজের জন্য বাসা থেকে হবে।

কর্কট রাশিঃবাড়িতে অতিথি আসতে পারে আজ থেকে।

সিংহ রাশিঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। সংসারে শান্তি হবে

কন্যা রাশিঃআপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সম্মুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। শুভদিন

তুলা রাশিঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে ।

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার জন্য কোনটি শ্রেষ্ট তা কেবল আপনিই জানেন- কাজেই শক্ত হোন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফলাফলের সাথে বাঁচার জন্য তৈরী হোন।

ধনু রাশিঃআপনার ঐক্যনাশক আবেগ এবং ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আপনার গোঁড়া চিন্তাপুরোনো ধারণা আপনার প্রগতিকে ব্যাহত করে- উন্নয়নকে দমন করে এবং সামনে এগোনোর পথে বাধার সৃষ্টি করে। আপনার

মকর রাশিঃউচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন এবং আপনি শরীরচর্চায় লেগে থাকুন।

কুম্ভ রাশিঃঅত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উৎসাদানহবে

মীন রাশিঃআপনার ব্যক্তিত্ব উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করুন। আজ আপনার পক্ষে অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার মুখোমুখি হওয়া সম্ভব, তবে আপনার বোধগম্যতা

কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে হাওড়ায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধর্না তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে হাওড়ায় মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধর্না তৃণমূলের। রবিবার বেলা ১২টা থেকে শুরু হয় ওই ধর্না। এর নেতৃত্বে রয়েছেন মন্ত্রী অরূপ রায়। বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে মধ্য হাওড়া তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এদিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত হাওড়া ময়দান মেট্রো চ্যানেলের সামনে ধর্নামঞ্চ তৈরি করে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে তৃণমূল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়, তৃণমূল নেতা মদন মোহন ব্যানার্জি, শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এদিন অরূপ রায় বলেন, বাংলা থেকে ট্যাক্সের যে টাকা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে যায় তার ৪০ শতাংশ রাজ্যের। ১০০ দিনের টাকা কেন্দ্র থেকে দেওয়া হচ্ছে না। আবাস যোজনার টাকা মানুষ পাচ্ছেন না। প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকা কেন্দ্র আটকে রেখে দিয়েছে। সারা দেশ জুড়ে অত্যাচার চলছে। মহিলারদের উপর পৈশাচিক নির্যাতন চলছে। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সারা রাজ্য জুড়ে ধিক্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এদিন সকাল থেকেই এই বর্ষার মধ্যেই চলছে ধর্না কর্মসূচি।

হাওড়ায় এসে বেলুড় মঠেও ঘুরে গেলেন দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

দুরন্ত বার্তা, বেলুর, ৬ আগস্ট ঃ ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ হাওড়ায় তাঁর এক কর্মসূচিতে এসে বেলুড় মঠেও ঘুরে গেলেন। রবিবার সন্ধ্যায় বেলুড় মঠে আসেন তিনি। ঘুরে দেখেন মঠ। মহারাজদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এর আগে এদিন বিকেলে তিনি হাওড়ায় সংস্কৃত সাহিত্য সমাজের এক জাতীয় আলোচনা চক্রের উদ্বোধন করেন। রবিবার বিকেলে হাওড়ার রামগোপাল মঞ্চে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

উত্তর কলকাতার মানিকতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচি

সমীর দাস কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো আজ উত্তর কলকাতার মানিকতলা বিধানসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা স্বপন দাস এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে মোদি সরকারের বঞ্চনা, রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের অর্থ আটকে রাখার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে! তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতি ও মনিপুরের গণধর্ষণ, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির একাধিক বিষয়ের উপর দুপুর বারোটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে উক্ত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা মানিকতলা বিধানসভার কনভেনার শ্রেয়া পান্ডে! তার কথায় ১২টা থেকে চারটে পর্যন্ত গণ অবস্থান করছি। সব ব্লকে এই গণ অবস্থান চলছে। কারণ, অনেকবার বলার পরেও অনেক চিঠি দিয়েও, সাংসদরা একাধিকবার মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার পরেও বঞ্চনা শেষ হচ্ছে না। ১০০ দিনের টাকা ভারতের সকল নাগরিকের অধিকার। জব কার্ড থাকলে মানুষ তা পান। বাংলা ১০০ দিনের কাজে ১ নম্বর হয়েছে, মোদি দেখলেন। টাকা বন্ধ করে দেওয়া হল। গরিব মানুষ নিজের বাড়িটাকে পাকা করতে পারবেন আবাস যোজনায়। বাড়ি ভাঙল ভিত গড়ল। বাংলার অনুদান থেকে টাকা পেলেন। কিন্তু ঢালাইয়ের সময় কেন্দ্র টাকা আটকে দিল। মাথার ছাদ হল না। বর্ষার দিনে ছাউনি দিয়ে কোনও রকমে দিন কাটাচ্ছেন। এগুলোকে আমরা বলছি বঞ্চনা। নরেন্দ্র মোদি বঞ্চনা করছেন। কেন? আপনাদের লক্ষ্য ছিল ২০০। হল না, সেই শুরু হয়ে গেল বঞ্চনা!'

জনবিরোধী ইস্যুকে সামনে রেখে জয়নগরে তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ আগস্ট ঃ জয়নগর ১ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার দক্ষিন বারাশত অটো স্ট্যান্ডে বেশ কিছু ইস্যুকে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হলো। এদিন ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা,আওয়াস প্লাস প্রকল্পের ঘরের প্রাপ্য টাকা আটকে রাখা, ইডি সিবিআইকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারকরনের বিরুদ্ধে ,কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে এবং অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিসহ মণিপুরে বিজেপির সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে সামিল হন বহু তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিনের এই অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল ছাএ পরিষদের সভাপতি অরুণ নস্কর, তাপস বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

৩ দূস্কৃতিকে পাঠানো হলো আদালতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৬ আগস্ট ঃ বকুলতলা থানার পুলিশের তপরতায় জীবনমন্ডলের হাট থেকে অস্ত্র সহ ধৃত তিন দুস্কৃতীকে রবিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিমের হাতে শনিবার রাতে তিন দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করা হয় জীবন মন্ডলের হাট থেকে। উদ্ধার হয় অস্ত্র। ধৃত তিন জন হল - সাবিরুল মোল্লা (২১),বাড়ি কুলতলি থানার মেরীগঞ্জ ৭ নং এলাকায়, শাহাদাত মন্ডল (২২), বাড়ি কুলতলি থানার গাজিরচক এলাকায় ও নাজির উদ্দিন শেখ (২৩),বাড়ি কুলতলি থানার মেরিগঞ্জ ৭ নং এলাকায়।

কাকদ্বীপে গ্রামের পুকুরে দেখা মিলল কুমিরের, তীব্র আতঙ্ক এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৬ আগস্ট ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার লোকালয়ের পুকুরে দেখা মিলল কুমিরের। শনিবার রাতে কাকদ্বীপের ফটিকপুর এলাকায় রাস্তার উপর একটি কুমরটিতে শুয়ে দেখতে দেখেন এলাকার বেশ কিছু বাসিঃদা। এরপর রবিবার ফের এলাকার একটি পুকুরে কুমিরটির দেখা মেলে। ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক । খবর পেয়ে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ ও বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসে । সকাল থেকেই কুমুরটিকে বাগে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানা গেছে, শনিবার রাতে রাস্তার উপর কুমরটিতে শুয়ে দেখতে দেখেন এলাকার বেশ কিছু বাসিঃ দা। দৃশ্য দেখে চোখ কপালে উঠে যায় তাঁদের। যদিও মানুষ দেখেই সেটি পালায়। এদিকে এরইমধ্যে এদিন সকালে ফের এলাকার একটি পুকুরে কুমিরটির দেখা মেলে। এ খবর ছড়িয়ে পড়েই ওই পুকুরের পাড়ে ভিড় বাড়ান এলাকার প্রচুর মানুষ। যদিও সকলের চোখেমুখেই ভয়। খবর যায় বন দফতরে। খবর যায় পুলিশের কাছেও। ঘটনাস্থলে আসে কাকদ্বীপ থানার পুলিশ। আসেন বনকর্মীরা। তড়িঘড়ি তাঁরা গোটা পুকুরটিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলান। সকাল থেকেই কুমুরটিকে বাগে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে এখনও সেটিকে ধরা যায়নি বলেই

জানা যাচ্ছে। ঘটনায় এলাকার এক মহিলা বলেন, আমার ছেলে তা স খেলে বাড়ি আসছিল তখন রাতে রাস্তায় কুমিরটাকে প্রথম দেখতে পায়। ও কুমীরটিকে দেখা মাত্রই পাড়ার সকলকে ডাকে। তারপর কুমীরটিকে দেখা যায় পুকুরে ভেসে চলে যাচ্ছে। সকালেও কয়েকজন দেখেছে বলে খবর। তারপর থেকে কুমীরটিকে ধরা চেষ্টা চলছে। তবে এখনও ধরা যায়নি।

স্থানীয় বাসিঃদাদের অনুমান, নিম্নচাপের কারণে বিগত কয়েকদিন থেকে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে রাজ্যের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। প্রবল বৃষ্টি ও পূর্ণিমার কোটালের জেরে সপ্তমুখী নদী ও নদী সংলগ্ন খালের জলস্তরও অনেকটা বেড়ে যায়। জল বেড়ে যাওয়ার কারণেই নদীপথ হয়ে পুকুরে ঢুকে পড়েছে কুমরটি।

হাওড়ার বালটিকুরিতে মিনিবাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি, আটক বাস, চালক পলাতক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ হাওড়ার বালটিকুরিতে মিনিবাসের ধাক্কায় গুরুতর জখম এক ব্যক্তি। আটক বাস, চালক পলাতক। শনিবার রাতে ওই ব্যক্তি যখন হাওড়া আমতা রোড ধরে সাইকেল চালিয়ে ডোমজুড়ের দিকে যাচ্ছিলেন সেই সময় পিছন থেকে সল্টলেক-জাপানিগেট রুটের একটি মিনিবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই ছিটকে পড়েন ওই সাইকেল আরোহী। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুর্ঘটনার পর এলাকার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন। বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দাসনগর থানার পুলিশ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বাসটিকে আটক করলেও চালক পলাতক। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান বাসটি ওভারটেক করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে প্রাক্তন কাউন্সিলর ত্রিলোকেশ

মন্ডল বলেন, আমি পুলিশকে কঠোর হতে বলেছি। দাসনগর ব্রিজ পেরোনোর পর থেকে দোতলার মো। পর্যন্ত এদের রেষারেষি সারাদিন চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা শান্তনু পাঁজা বলেন, রাতে অফিসে হিসেব হচ্ছিল। তখন হঠাৎ জোরে আওয়াজ শুনতে পাই। বাইরে বেরিয়ে দেখতে পাই বাসটা দাঁ।য়ে আছে। একজন সাইকেল আরোহী পড়ে আছে। জানতে পারি দুটি বাসের মধ্যে রেষারেষিতে দুর্ঘটনা ঘটেছে। এখানে পুলিশের কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। অত্যন্ত বাজে অবস্থা। এই পার থেকে অন্য পারে যেতে আধ ঘন্টা সময় লাগে। এরা বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালায়। আমরা চাইছি মোড়ে মোড়ে পুলিশ পোস্টিং থাকুক। অনেক দুর্ঘটনা ঘটছে। এই ব্যাপারটা প্রশাসনকে দেখতে হবে।

উন্নয়নের তালিকায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ৫৬টি স্টেশনও অন্তর্ভুক্ত

মালিগাঁও, ০৬ আগস্ট ঃ রেল পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে আজ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরে ঃদ্র মোদি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে দেশজুড়ে ৫০৮টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ কাজের জন্য ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে কেঃদ্রীয় রেলওয়ে, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের ফলে ট্রেন ও স্টেশন চত্বরগুলির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উন্নতি ঘটেছে। বিশ্বের যে কোনও রেলওয়ের সাথে ভারতীয় রেলওয়ে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা তুলনীয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজের

কেঃদ্রীয় রেলওয়ে ও বস্ত্র বিভাগের রাজ্যমন্ত্রী শ্রীমতি দর্শনা জারদোশ এবং রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও শ্রী অনিল কুমার লাহোটি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে অসমের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী গুলাব চাঁদ কাটারিয়া, অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, সাংসদ (রাজ্যসভা) শ্রী পবিত্র মার্ঘেরিটা, সাংসদ (লোকসভা) শ্রীমতি কুইন ওজা এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সহ হেডকোয়ার্টার ও ডিভিশনগুলির অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকরা নারেঙ্গি রেলওয়ে স্টেশন থেকে কেঃদ্রীয় অনুষ্ঠানের সাথে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হয়েছিলেন। নাগাল্যান্ডের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী লা. গনেশন ও ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা যথাক্রমে ডিমাপুর ও উদয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের পাশাপাশি স্থানীয় বিধায়ক, সমাজের বিখ্যাত ব্যক্তি, প্রবীন যোদ্ধা ও স্কুল পড়ুয়ারা এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে বিভিন্ন স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে অসমের মাননীয় রাজ্যপাল বলেন যে এটি হলো উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেল সংযোগের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণযুগ এবং অসমের জনগণের পক্ষ থেকে অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অসমের মানুষের জন্য এটি একটি গর্বের বিষয় যে অসমের ৩২টি স্টেশন অমৃত রেলওয়ে স্টেশনের অধীনে আধুনিক হয়ে উঠবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেল সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বাজেটে ১০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দা করার জন্য তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও রেলমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ে ট্র্যাকের দ্বৈতকরণ, বৈদ্যুতিকীকরণ, গজ পরিবর্তনের মতো বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক কাজের মাধ্যমে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এক অসাধারণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, যা মূল ভূখণ্ডের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলিকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। ২৪,৪৭০ কোটি টাকারও অধিক ব্যয়ে এই ৫০৮টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ করা হবে। ২৭টি রাজ্য ও কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলগুলিতে এই স্টেশনগুলি বিস্তৃত রয়েছে। যার মধ্যে উত্তর প্রদেশ ও রাজস্থানে ৫৫টি করে, বিহারে ৪৯টি, মহারাষ্ট্রে ৪৪টি, পশ্চিমবঙ্গে ৩৭টি, মধ্যপ্রদেশে ৩৪টি, অসমে ৩২টি, ওড়িশায় ২৫টি, পাঞ্জাবে ২২টি, গুজরাট ও তেলেঙ্গানায় ২১টি করে, ঝাড়খণ্ডে ২০টি, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ১৮টি করে, হরিয়ানায় ১৫টি, কর্ণাটকে ১৩টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট ৯১টি স্টেশনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আজ ৫৬টি স্টেশনের পুনর্বিকাশের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ৫৬টি স্টেশনের মধ্যে অসমে ৩২টি, ত্রিপুরায় ০৩টি, পশ্চিমবঙ্গে ১৬টি, বিহারে ০৩টি এবং নাগাল্যান্ড ও মেঘালয়ে একটি করে স্টেশন অন্তর্ভুক্ত আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে অনেকগুলি স্টেশনের আধুনিকীকরণের ফলে দেশে উন্নয়নের এক নতুন পরিবেশের সৃষ্টি করবে কারণ এগুলি দর্শনার্থীদের মধ্যে প্রথমেই একটি ভালো প্রভাব তৈরি করবে। উন্নত স্টেশনগুলি শুধু পর্যটন বৃদ্ধি করবে না, তার পাশাপাশি নিকটবর্তী অঞ্চলগুলিতে অর্থনৈতিক কার্যকলাপেরও বৃদ্ধি ঘটাবে। তিনি বলেন ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট' স্কিমটি কারিগরদের সাহায্য করবে এবং জেলার ব্র্যান্ডিঙে সাহায্য করবে। উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন যে লাইনের দ্বৈতকরণ, গজ পরিবর্তন, বৈদ্যুতিকীকরণ ও নতুন স্টেশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। শীঘ্রই উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবগুলি রাজ্য রাজধানী রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হবে। তিনি আরও বলেন, উত্তর পূর্বাঞ্চলে নতুন লাইন চালু করার কাজ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর স্টেশন সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন যে, এর স্থানীয় উপজাতি ও প্রাচীন সংস্কৃতি প্রদর্শনের ফলে এটি এক নতুন রূপ লাভ করবে। তিনি আরও বলেন যে ১০০ বছরের ব্যবধানে নাগাল্যান্ড দ্বিতীয় রেলওয়ে স্টেশন হিসেবে শখুভি লাভ করেছে। ভারতীয় রেলওয়ের স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম চালু করা হয়েছে। পুনঃর্বিকাশের জন্য এই স্কিমের অধীনে এখনও পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের ১৩০৯টি স্টেশন চিহ্নিত করা হয়েছে। এই স্কিমের অধীনে দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতিতে ক্রমাগতভাবে স্টেশনগুলির উন্নয়নের বিবেচনা করা হয়েছে।

হাওড়া জগৎবল্লভপুরে সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ আগস্ট ঃ হাওড়া জগবল্লভপুরে সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হলেন বেশ কয়েকজন। জানা গেছে, স্থানীয় শিবতলার একটি পোশাকের কারখানায় এবং কারখানা মালিকের বা।তিতে হামলা চালায় একদল মানুষ। এর পাল্টা হামলার অভিযোগ উঠেছে কারখানা কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের বিরুদ্ধেও। কারখানার মালিকের গা।ি রাখাকে কেঃদ্র করে ঘটনার সূত্রপাত বলে জানা গেছে। জিন্স তৈরির কারখানা নিয়ে অনেকদিন থেকে স্থানীয়দের সঙ্গে বিবাদ চলছিল। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বাইরে থেকে আসা কারখানার কর্মীরা গ্রামের মহিলাদের কটূক্তি করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গেলেই হামলা চালানো হয় বলে তাঁদের অভিযোগ। ভাঙচুরের ছবি সিসিটিভি বঃিদ হয়। বাঁশ দিয়ে সিসিটিভি ভাঙার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। শনিবার রাতেই ঘটনাস্থলে আসে জগবল্লভপুর থানার পুলিশ। তারপর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অবস্থান বিক্ষোভ। রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর নির্দেশে হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এবং চন্ডীতলা এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে হরিপাল ডাকবাংলোয় ও চন্ডীতলার মশাটে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস যোজনার টাকা ইচ্ছাকৃত বন্ধের বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের প্রতি বঞ্চনার বিরুদ্ধে, মনিপুর সহ দেশের বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে নারীদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজ অবস্থান-বিক্ষোভে তৃণমূল নেতৃত্ব শামিল হন। হরিপাল ডাকবাংলোর অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না এবং হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না। তারা কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। চন্ডীতলার মশাটে কেন্দ্রীয় সরকারের এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও নির্বাচিত প্রতিনিধি সন সানকি সহ তৃণমূলের নেতৃবৃন্দ।

অমৃত ভারত প্রকল্পে তারকেশ্বর স্টেশনকে নবরূপে সাজাতে ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, হুগলি, ৬ আগস্ট ঃ আজ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের ৫০৮ টি স্টেশন কে অমৃত ভারত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলির আধুনিকরণের জন্য ভার্চুযালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে তারকেশ্বর স্টেশন সংলগ্ন রেলের মাঠে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূচনা করা হয়। জানা গেছে তারকেশ্বর স্টেশনটিকে চব্বিশ কোটি চার লক্ষ টাকা ব্যয় .নবরূপে গড়ে তোলা হবে। স্টেশনটিকে যথেষ্ট প্রশস্ত করার সাথে সাথে আধুনিক পানীয় জলের ব্যবস্থা, পার্কিং জোন ,ফুড প্লাজা আধুনিক শৌচালয় যাত্রী প্রতীক্ষালয়, ফ্রি ওয়াইফাই সহ আধুনিক বিমানবন্দরের আদলে এই স্টেশনটিকে গড়ে তোলা হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে রেলের পদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রেলের এক পদস্থ আধিকারিক জানান এই স্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেগুলি সকলের সঙ্গে আলোচনা করে তার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গোবরডাঙায .সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠানে দীনবন্ধু স্মরণ

পাঁচুগোপাল হাজরা ঃ স্বাধীনতার ৭৫ অমৃত মহোসবের অঙ্গ হিসেবে অনুষ্ঠিত হযে.গেল এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার । ৫ আগস্ট গোবরডাঙ্গা নিবেদিতা শিশু তীর্থে আযোজিত এই সেমিনারের বিষযে.ছিল ভারতের স্বাধীনতা আঃেদালনে দীনবন্ধু অবদান । সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত নিবেদিত এই অনুষ্ঠানের সূচনা পর্বে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীকান্ত কুন্ডু । ভারতের স্বাধীনতা আঃেদালনে দীনবন্ধুর অবদান শীর্ষক আলোচনার অন্যতম আলোচক ছিলেন ডক্টর রাজেঃদ্র মজুমদার । তিনি তার বক্তব্যে দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণ ও স্বাধীনতা আঃেদালনে তার প্রতিবাদী চরিত্রের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন । অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্কার ভারতীর গোপাল কুন্ডু এছাড়াও শাশ্বতী নাথ, সুপ্রীতি নাথ সুতার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সুতপা কর্মকার

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের সময় হাতিয়া স্টেশনে সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন শ্রী সি.পি. রাধাকৃষ্ণান, ঝাড়খণ্ডের মাননীয় রাজ্যপাল।

পুণ্য তিথিতে তারকেশ্বরে মহাদেবের দর্শনে দেখা গেল অভিষেক পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর, ৬ আগস্ট ঃ পুণ্য তিথিতে তারকেশ্বরে মহাদেবের দর্শনে দেখা গেল অভিষেক পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তারকেশ্বর মন্দিরে রবিবার পুজো দিতে যান রুজিরা। জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল সা।ে এগারটা নাগাদ তারকেশ্বর মন্দিরে আসেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সাংসদের স্ত্রী এদিন মন্দিরে আসায় কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ছিল মন্দির চত্বরে। প্রতি ধাপেই কড়া ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এদিন রুজিরার সঙ্গে ছিলেন তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান উত্তম কুন্ডু ও কয়েকজন কাউন্সিলর। মন্দির সূত্রের খবর, আধ ঘণ্টা সময় কাটিয়ে বারোটা নাগাদ মঃিদরে পুজো দিয়ে বেরিয়ে যান অভিষেক পত্নী রুজিরা। পরিবারের তরফে তিনি একাই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। এদিন সঙ্গে তাঁর ছেলে বা মেয়েকে দেখা যায়নি। রুজিরাকে সঙ্গ দিতে স্থানীয় তারকেশ্বর পুরসভার চেয়ারম্যান ও কয়েকজন কাউন্সিলর ছাড়া কিছু কর্মী সমর্থক আসেন সেখানে। দুধপুকুরে হাত পা ধুয়ে মন্দিরের গর্ভ গৃহের বাইরে থেকেই পুজো দেন। পরিবারের মঙ্গল কামনায় তিনি পুজো দিতে এসেছিলেন বলেই জানা গিয়েছে। ঘট হাতে ভক্তিভরে শিবের মাথায় জল ঢেলে পুজো দেন রুজিরা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের চিকিসার জন্য তাঁর সঙ্গে বিদেশে গিয়েছিলেন রুজিরা। ফিরে এসেই তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে দর্শনে আসেন বলে জানা গেছে। শ্রাবণ মাসে তারকেশ্বর মন্দিরে লাখো পুণ্যার্থীর ভিড় জমে। শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস ধরা হয় আর সোমবার হল শিবের জন্মবার।তাই শ্রাবণ মাসের রবি ও সোমবার ভিড় উপচে পড়ে তারকেশ্বরে। তারকেশ্বর বৈদ্যবাটি রোডে পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকায় চাঁপাডাঙ্গা হয়ে তারকেশ্বর মন্দিরে আসেন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আসার খবর আগে থেকেই ছিল বলে মন্দিরে ছিল কড়া সতর্কতা।

বেলুড়ের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬, তোলা হলো আদালতে

দুরন্ত বার্তা, বেলুর, ৬ আগস্ট ঃ এলাকা দখল ঘিরে গোষ্ঠীদ্বঃেদ্ব শনিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছা।ায় হাওড়ার বেলুড়ে। বেলুড়ের অম্বিকা জুটমিলের কাছে লালাবাবু সায়র রোডে ওই ঘটনায় এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের রবিবার তোলা হয় হাওড়া আদালতে। একদিনের জেল হেফাজতের পর সোমবার এদের ফের স্পেশাল কোর্টে তোলা হবে বলে জানা গেছে। শনিবারের ঘটনায় হামলার অভিযোগ ওঠে ওয়ার্ড সভাপতির বাড়িতে। দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তোলে। লাঠিসোটা ইট নিযে.পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ ওঠে ওই ঘটনায়। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

উত্তরপাড়ায় মাঠ বাঁচাতে পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ আগস্ট ঃ ১২৪ কাঠা সাত ছটাক ঘড়িবারি মাঠের জমিতে ১৭ কাঠা জমিতে পৌরসভার মিউটেশন দেওয়ার

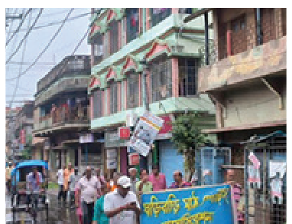

প্রতিবাদে ও ওখানে বেআইনি জবরদখলের প্রতিবাদে রবিবার এক পথসভার আযোজিত হয। উত্তর পাড়া সি এ মাঠের সামনে থেকে পদযাত্রা শুরু হযে.ঘড়িবাড়ি মাঠের সামনে সমাপ্ত হয় সেখানে বিভিন্ন বক্তারা বক্তব্যের মাধ্যমে জানান যে একদিকে রাস্তায় আন্দোলন চলবে এবং অন্যদিকে আইনি লড়াই চলবে। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার স্বার্থে কোনভাবেই এই মাঠকে নষ্ট করা যাবে না। এই পদযাত্রার আয়োজন করে ঘড়ি বাড়ি স্পোর্টস অ্যাসোসিযেশন, উপস্থিত ছিলেন সর্বানন্দ ব্যানার্জি সমীর ব্যানার্জি প্রাক্তন বিধাযক শ্রুতিনাথ পোহরাজ ইঃদ্রজি দেব প্রণব চক্রবর্তী রাজেন রায়চৌধুরী পুরো মাতা সুস্মিতা সরকার শশাঙ্ক কর সহ সমাজের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন গণসংগঠনের ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

মেট্রো স্টাফ একজন অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করল

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ ০৫.০৮.২০২৩ তারিখে প্রায় ১০.২৫ ঘটিকায়, একজন অন-ডিউটি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ৩৭ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রীকে অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাকে স্টেশন মাস্টারের অফিসে এনে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার বোনের সাথে যোগাযোগ করে এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার বোন স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে তাকে হেফাজতে নিয়ে যায়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার বোনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তিনি এবং তার বোন মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৪৮ সংখ্যা, সোমবার, ২৪ শ্রাবণ, ১৪৩০

তৃণমূলকে নিয়ে প্রশ্ন বাম দলে

সম্পাদকীয়

জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিয়ে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটিতে আলোচনা শুরু হয়েছে। সিপিএম দল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কতখানি রাজনৈতিক সুবিধালাভ করতে পারবে তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা হতে শুরু করে দিয়েছে। সিপিএম দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এখন এই নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে বাংলা থেকে সিপিএম দলের প্রতিনিধিরা দিল্লিতে গিয়ে বলেছেন যে পশ্চিমমঙ্গে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাদের সঙ্গে বাম দলের বিশেষ করে সিপিএম দলের হাত মিলিয়ে চলতে গেলে জনগণের কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে। দিল্লিতে দোস্তি রাজ্যে কুস্তি এই রকম ধারনের কথা উঠতে শুরু করে দিয়েছে ভোটারদের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাসিন্দারা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাটাকে বেশি পচ্ছন্দ করছে না। সবাই বলতে শুরু করে দিয়েছে এতদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করার ফল কি তাহলে এটাই দাঁড়ালো যে রাজনৈতিক স্বার্থকে সিদ্ধি করতে গেলে শত্রুর সঙ্গেও হাত মিলিয়ে চলতে হবে। সিপিএম দলের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে জাতীয় রাজনৈতিক স্তরে বিজেপি দলকে একেবারে দুর্বল করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে হচ্ছে। বিজেপি দল যাতে ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লাভ না করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই জোট করা হয়েছে। রাজ্যের ক্ষেত্রে সিপিএম দল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবে। কিন্তু সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কোনও রকমভাবে জোট করা হবে না। এদিকে অধিকাংশ নেতারাই বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে বিশ্বাস করা যায় না। বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস কোনও রকমভাবে লড়াই করবে না। প্রতিবাদ না করে চুপ করে পাশ কাটাতে শুরু করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে জোর গলায় কোনও প্রতিবাদ করতে বা মিছিল করতে দেখা যায়নি তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের। তৃণমূল কংগ্রেস বাম জোটে থাকার ফলে বিজেপি দল এখন বাড়তি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা বলতে শুরু করেছে বাম শক্তি তাহলে দূর্নীতিগ্রস্ত একটি দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলল যারা বেকার ছেলেদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছে। সরকারি চাকরি বিক্রি হয়েছে। সিপিএম দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তারা বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে এবং কেরলে কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করবে না। বিরোধিতা করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলাটা দলের কঠিন সিদ্ধান্ত বলে বাম নেতারা মনে করতে শুরু করে দিয়েছেন। সিপিএম দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিট ব্যুরোর সদস্যরা এ ব্যাপারে আলোচনা করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক কতখানি লাভ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে তা নিয়ে নিভৃত আলোচনা শুরু হয়েছে। সিপিএম দলের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এ ব্যাপারে তাঁর দলীয় বক্তব্য রাখেননি। তিনি সবার সঙ্গে কথা বলছেন এবং মত গ্রহণ করছেন। সিপিএম দলের নেতা এবং রাজ্য সিপিএম দলের সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন বিজেপি দলের বিরুদ্ধে যারাই লড়াই করতে চায় তাদেরকে পাশে নিয়ে আসতে চায় সিপিএম দল। বিরোধী দলের নতুন করে বসছে এটা একেবারে নতুন নয়। এর আগেও জ্যোতি বসুর সময়ে কনক্লেভ হয়েছিল অন্য সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে আশির দশকে। জাতপাত এবং ভাষার নামে যত বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাবে ততই লড়াই জোরদার হবে। বিজেপি বিরুদ্ধে যৌথভাবে আন্দোলন করতে হবে। বাম দলের লড়াইকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে হবে।

জি-২০ সম্মেলনেও কি রুশ ইউক্রন যুদ্ধ?

নেটোর নেতারা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন চিন এবং রাশিয়া যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে তাহলে সেখানে আমেরিকার মতো শক্তিধর রাষ্ট্র একেবারে ধূলোর মতো উড়ে যাবে। আমেরিকা তখন শক্তিহীন দেশে পরিণত হবে। নেটোর শক্তি খর্ব হতে থাকবে। এদিকে গোটা ইউরোপ পরিস্কার করে বলে দিয়েছে রাশিয়াকে ইউক্রেনের স্থলভাগ ত্যাগ করতে হবে। ইউক্রেনের স্বাধীনতাকে একেবারে খর্ব করা চলবে না। এদিকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রেখে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন জাতীয় স্বার্থের কথাকে ভেবেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। যুদ্ধ হিংসা বন্ধের আর্জি ভারত থেকে করা হয়েছে উভয় পক্ষকেই। ভৌগলিক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব এবং শান্তি বজায় রাখার পক্ষে রয়েছে ভারত। ইউক্রেন পরিস্থিতির কারণে ভারত আমেরিকার সম্পর্ক নষ্ট হবে না বলে তিনি জানান। রাশিয়ার নাম না করে ভৌগলিক অখণ্ডতার কথা বলে আসছে ভারত। কূটনৈতিক মহল থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে আমেরিকা সরাসরি রুশ বিরোধিতা করার জন্য ভারতের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়ার আনা প্রস্তাবে ভারত নিরব ছিল। নিরাপত্তা পরিষদের মোট বারোটি দেশ ইউক্রেনবাসীর সঙ্কট নিয়ে আনা মস্কোর প্রস্তাবে ভোটদানে সামিল হয়নি। রশিয়ার সঙ্গে থেকেছে বেলারুশ, সিরিয়া এবং উত্তর কোরিয়া। কিন্তু চিন এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। রাশিয়ার প্রস্তাবে বলা হয়ছিল ইউক্রেন বসবাসকারী মানুষেরা যাতে নিরাপদে দেশের বাইরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। মানবিক সাহায্য যেন তারা পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা। এদিকে আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে রাশিয়া যদি এই দিকে লক্ষ্য রাখতো তাহলে তারা আগেই যুদ্ধ থামাতো। কিন্তু তা না করে যুদ্ধবিরতির সময়েও তারা গোলাবর্ষন চালিয়ে গিয়েছে। ইউক্রেন পরিস্থিতি ভারতকে উদ্বেগ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত মনে করে আলোচনার পথ ধরে ইউক্রেন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তার জন্য প্রয়োজন দুই পক্ষকে বৈঠকে বসা। নিঃশর্তভাবে যুদ্ধবিরতি গ্রহণ করলে তবেই যুদ্ধ থামানো যেতে পারে বলে বিশ্বাস করে ভারত। কিন্তু কোনও পক্ষ যাদের অস্ত্র প্রয়োগ থামাতে রাজি নয়। তার ফলে ক্রমশ যুদ্ধে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হতে শুরু করে দিয়েছে। আগামি দিনে নয়াদিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ, খাদ্য, পানীয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হবে।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

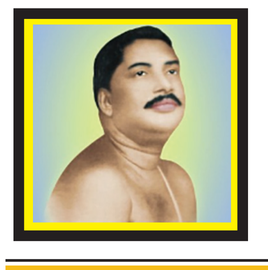

যে শাশুড়ী মা সে কিন্তু তোমার অর্ধেক অঙ্গের মা অর্থাৎ তুমি আর তোমার স্বামী দুজনে মিলে কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আর মা মানেই জগত জননী সর্বেসর্বা। বৌমা আসলে তার আস্তে আস্তে কর্তৃত্ব হারায়, আবার ছেলেকে হারানোর ভয় থাকে।

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন,যিনি মা'কে পেয়েছেন তিনি সর্বশক্তিমান হয়েছেন। তিনি মায়ের শক্তি দিয়ে অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তি। জ্ঞান শক্তি। বুদ্ধি শক্তি। এই সব শক্তির আধার হচ্ছেন মা। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। কাজ করতে হবে। ভক্তিভাবে কাজ করতে হবে। তবেই সাধনা লাভ করা সম্ভব। ভক্তির সঙ্গে কাজ করতে পারলে তবেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব। ঈশ্বরকে লাভ করা সম্ভব কাজের মধ্যে দিয়ে। ভালো কাজ করতে হবে। সত্যের প্রকাশ করতে হবে। জ্ঞান ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধি করতে হবে।

'সিং নেই যার নাম তার সিংহ'-অমর শিল্পী কিশোর কুমার

বিশেষ প্রতিবেদক

সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের ৯৫ তম জন্মদিন। তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের প্রতিবেদন)

সঙ্গীত শিল্পী কিশোর কুমারের প্রয়াণে সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছিলেন কুমার শানু। সেই কারণে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন-'অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার'। এই গানটি বাংলা সঙ্গীত জগতকে মাতিয়ে দিয়েছিল। কিশোর কুমার সঙ্গীত জগতে প্রবেশ করেই প্রাচ্য সঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মিলন ঘটিয়ে একটি অদ্ভূত আধুনিক সঙ্গীতের ঘরানা তৈরি করে ফেলেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত সেই সময়ে যুগের তরুণদের মনে উত্তাল সৃষ্টি করেছিল। সঙ্গীতের যে চিরাচরিত রীতি ছিল তাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিলেন। ভারতীয় আধুনিক সঙ্গীতে একটি নতুন সুর সংযোজন করলেন বলা যেতে পারে। আর সেটা করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন শচীন দেববর্মনের জন্য। কিশোর কুমার প্রথম জীবনে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে জীবন শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তিনি সাফল্য লাভ করতে পারেননি। কিন্তু শচীন কর্তার দৌলতে তিনি সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে গেলেন। শচীন দেববর্মন তাঁর ওপরে বেশি ভরসা করতেন। পরে রাহুল দেববর্মন তাঁকে দিয়ে প্রচুর গান করিয়েছেন। কিশোর কুমারের আসল নাম ছিল আভাস কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ৪ আগস্ট, ১৯২৯ সাল। কিশোর কুমারের জীবনে চার সংখ্যাটা খুবই পচ্ছন্দের ছিল। তিনি ৪ আগস্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চতুর্থ সন্তান৷ ৪টি বিবাহ করেছিলেন। বাংলা চলচ্চিত্রে চারটি সিনেমাতে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বহু ভাষায় সঙ্গীত গেয়েছেন। কোনও একটি ভাষার ওপরে নির্ভর করে তিনি সঙ্গীত গাননি। তিনি গানকে জনপ্রিয় করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। খেতে, বসতে এবং গাড়ির মধ্যে থাকার সময়ে তিনি সঙ্গীতের সুরকে খুঁজে বেড়াতেন। নেশা তাঁর ছিল না। পান, বিড়ি, সিগারেট, এমনকী মদও স্পর্শ করেননি কোনদিন। কিন্তু মদ না খেয়ে মাতালের মতো গান কীভাবে গাইতে পারতেন তা নিয়ে সবাই অবাক হয়ে যেত। ৮ বার ফিল্মফেরায় পুরস্কার লাভ করেন। তব তিনি বেশ কয়েকটি ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। তার মধ্যে রয়েছে চলতি কা নাম গাড়ি' (১৯৫৮), 'বাপ রে বাপ' (১৯৫৫), 'হাঙ্গামা' (১৯৭১), 'পেওয়ার দিবানা' (১৯৭৩), 'বাড়তি কা নাম দাড়ি' (১৯৭৪)। কিশোর কুমারের পিতা ছিলেন কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায়। মাতার নাম গৌরী দেবী। অশোক কুমারের সাফল্যের পথ ধরে কিশোর কুমার এবং অনুপ কুমার নাম করতে শুরু করেন ভারতের সংস্কৃতি জগতে। কিশোর কুমার অভিনয় করতে চাইতেন না। তিনি গানকে বেশি পচ্ছন্দ করতেন। সেই সময়ে মুম্বই সঙ্গীত জগতে বিরাজ করছেন মহম্মদ রফি এবং মুকেশ। তাঁদের গানের কৌশলকে একেবারে ভেঙে দিয়ে একটি নতুন রীতিতে আধুনিক সঙ্গীত পরিবেশন করতে শুরু করলেন কিশোর কুমার। শচীন দেববর্মন কিশোর কুমারের মধ্যে সঙ্গীতের সুর দেখতে পেরেছিলেন। তারপরে রয়েছেন খেমচাঁদ প্রকাশ। তিনি কিশোর কুমারকে দিয়ে গাইয়েছেন। 'গাইড' (১৯৬৫) এবং জুয়েল থিফ (১৯৬৭) সালে তাঁর গান জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফলে তাঁকে আর পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। সব সময়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯৬৮ সালে 'পড়োশান' ছবিতে কিশোর কুমার বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে শক্তি সামন্তের 'আরাধনা' মুক্তি লাভ করে। সেখানে তিনি যে সব গান গেয়েছিলেন আজও তার সুপার হিট বলে পরিচিত। 'মেরা স্বপনে কি রানি' আজ সকলের মুখে

মুখে ঘোরে। ১৯৭৩ সালে 'অভিযান' সিনেমার তাঁর গানগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাংলা চলচ্চিত্রে অমানুষ, আনন্দ আশ্রম, ওগো বধূ সুন্দরি, ছবিতে গেয়েছেন। 'লুকোচুরি' ছবিতে আসাধারণ অভিনয় করার পাশাপাশি তিনি নেপথ্য সঙ্গীতও করেন। সেই সময়ে বাংলার চলচ্চিত্র প্রেমীদের কাছে এই ছবিটি জনপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল। সত্যজিৎ রায় একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে 'চারুলতা' ছবিতে কিশোর কুমারকে দিয়ে অভিনয় করাবেন। কিন্তু কিশোর কুমার কোনও সময় তাঁকে দিতে পারেননি। কিন্তু সেখানে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছিলেন। কিশোর কুমারের কণ্ঠে সেই রবীন্দ্র সঙ্গীত আজও জনপ্রিয়- 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী'। 'অমর সঙ্গী' এবং 'গুরুদক্ষিণা' ছবিতেও তিনি সঙ্গীত করেছিলেন। 'এ আমার গুরুদক্ষিণা' গানটি বাংলার সঙ্গীত জগতে বহুল প্রচাল লাভ করে। কিশোর কুমার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বাপি লাহিড়ী বলেছিলেন যে এই রকম প্রতিভা নিয়ে সঙ্গীত জগতে এসে একেবারে মাতিয়ে তোলার ক্ষমতা রাখতেন একমাত্র কিশোর কুমার। তাঁকে অনুসরণ করে পরবর্তী কালে বহু শিল্প উঠে এসেছেন। কেউ কেউ আবার কিশোর কুমারের গান গেয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। কিশোর কুমার শুধু মাত্র সঙ্গীত ছিলেন তা নয়, তিনি সঙ্গীত শিল্পীও তৈরি করে দিয়ে গিয়েছেন। কুমার শানু বলেছেন, কিশোর কুমারের পথ ধরেই আমার সঙ্গীত জগতে প্রবেশ। সেই কারণে আমার প্রথম দিকের গানগুলির মধ্যে ছিল 'অমর শিল্পী তুমি কিশোর কুমার, তোমাকে জানাই প্রণাম'। এক সময়ে মুম্বই চলচ্চিত্র জগত কিশোর কুমার ছাড়া আর কাউকে বেশি চিনতো না। লতা এবং কিশোর ছাড়া মুম্বই জগত এক সময়ে অন্য কাউকে দিয়ে গান গাওয়ানোর কথা ভাবতে পারতো না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মান্না দে, মুকেশ, মহম্মদ রফি গান গেয়েছেন। কিশোর কুমারের ছেলে অমিত কুমার এখন পিতার গানগুলি গাইছেন। কিশোর কুমার চারবার বিবাহ করেছিলেন প্রথম বিবাহ রুমা গুহঠাকুরতাকে। দ্বিতীয় বিবাহ মধুবালা। তারপরে তৃতীয় বিবাহ যোগিতা বালী এবং শেষ বিবাহ করেন লীনা চন্দ্রাভারকরকে। রুমা গুহঠাকুরতার পুত্রের নামই হচ্ছে অমিত কুমার। কিশোর কুমারের ছোটো ছেলে সুমিত কুমার (লীনা চন্দ্রাভারকর) এখন সঙ্গীত শিল্পী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিশোর কুমারকে অনুসরণ করে বহু শিল্পী সঙ্গীত জগতে সামনে সারিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এঁদের মধ্যে রয়েছেন কুমার শানু, অভিজিৎ, বাবুল সুপ্রিয়, অমিত কুমারসহ আরও অনেকে। তাঁর প্রতিটি গানের মধ্যে দিয়ে জীবন দর্শনের সাক্ষাৎ মেলে। 'জিন্দেগি কা সফর' গানটির মধ্যে জীবন দর্শনের তত্ত্ব আমরা পেয়ে থাকি। কিশোর কুমার মোট সঙ্গীত গেয়েছেন ২,৭০৩ টি। এর মধ্যে তিনি হিন্দি গানই বেশি গেয়েছেন। হিন্দি গানের সংখ্যা ১১৮৮টি। ১৫৬টি বাংলা এবং ৮টি তেলেগু ভাষা। ১৯৭১, ১৯৭২ ওবং ১৯৭৩ পরপর তিন বার (হ্যাটট্রিক) শ্রেষ্ঠ নেপথ্য সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পুরস্কার লাভ করে। তারপরে আবার ১৯৭৫ সালে 'কোরা কাগজ' ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত দেওয়ার ফলে তিনি আবার সেরা শিল্পী হিসাবে পুরস্কৃত হন। প্রায় দুই দশক ধরে তিনি সঙ্গীত জগতে একনায়কতন্ত্র চালিয়ে এসেছেন। তাঁর মতো সেই সময়ে আধুনিক 'র‍্যাক অ্যাণ্ড রোল' সঙ্গীত শিল্পী খুবই কম ছিল। 'রূপ তেরা মস্তনা'গানটি জনপ্রিয়তা লাভ করে। মুম্বই জগতে আজকে বাঙালি শিল্পীরা আধিপত্য বিস্তার করতে পারছে না। তারা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। শচীন দেব বর্মন, রাহুল দেববর্মন, অশোক কুমার, কিশোর কুমার, মান্না দে, ঋষিকেশ মুখার্জি এবং শক্তি সামন্তরা বিদায় গ্রহণ করার পর আর কোনও বাঙালি শিল্পীরা মুম্বই জগতে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। একটি সময়ে বাংলার সিনেমার জনপ্রিয়তা দেখে সেই ছবি হিন্দিতে করা হয়েছে। 'লালপাথর', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'দেবদাস' প্রভৃতি বাংলা জনপ্রিয় চলচ্চিত্র হিন্দিতে সিনেমা করা হয়েছে। তবে সেই সব হিন্দি ছবিগুলি হিন্দি জগতে জনপ্রিয়তা লাভ করলে বাংলাতে তা জনপ্রিয় হয়নি. তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে উত্তম কুমারের অসাধারণ অভিনয় প্রতিভাবে হিন্দি নায়কদের পক্ষে ফুটিয়ে তোলা একেবারে অসম্ভব ছিল। আসলে বাংলায় তখন উত্তর কুমার বিরাজ করছেন। পাশে রয়েছেন সৌমিত্র। বাংলার চলচ্চিত্র জগতের এবং সঙ্গীত জগতের স্বর্ণ যুগ চলছে। মুম্বই ছবি তৈরি করে ব্যবসার দিকে চেয়ে। আর বাংলা ছবি করে দর্শকদের মনের কাছে ছবিকে পৌঁছে দিতে। দুই সিনেমা জগতের মানসিক চিন্তাটা একেবারে আলাদা। সেই কারণে মুম্বই ছবি টাকার কথা ভাবে। আর বাংলার সিনেমা অভিনয় কতখানি উন্নত হল তা নিয়ে গবেষণা করে থাকে। ফলে বহু বাংলা ছবি পরে হিন্দি ছবি নির্মাণে মুম্বইওয়ালাদের হাতে পড়ে তা বাণিজ্যিক সফলতা লাভ করেছিল। বাংলার সঙ্গীত এবং সিনেমা জগত ভাবে শিল্প। আর মুম্বই সিনেমা এবং সঙ্গীত বোঝে ব্যবসা। দুই জগতের চিন্তার বিস্তর ফারাক।

বাংলা সাহিত্যে 'টেনিদা'র সৃষ্টি কর্তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল নাম হচ্ছে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বাংলাদেশের দিনাজপুরের বালিয়াডিঙ্গিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯১৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছিল প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পুলিশ অফিসার। জাঁদরেল পুলিশ অফিসার হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। পিতা বদলি হল দিনাজপুরে। সেখানকার স্কুলে পড়াশুনা শুরু করলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়াতে তাঁর নাম পুলিশ জানতে পারে। ফলে তাঁর তখন এন্ট্রাস পরীক্ষা দেওয়া হয় নি। পরে বরিশালে তিনি এম বি কলেজে ভর্তি হন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন কবি জীবনানন্দ দাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম পাশ করেন। এমএ পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য তিনি ব্রহ্মময়ী গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে তিনি এমফিল করেন। নায়ারণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথমে জলপাইগুড়ি কলেজে (১৯৪২-৪৫), সিটি কলেজ (১৯৪৫-১৯৫৫) এবং পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছিলেন।

কলিতায়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বিশেষ করে বাংলা বিভাগের অধ্যাপকেরা সাদা ধপধপে ধুতি এবং পাঞ্জাবি পড়তো। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খুব অল্প কথা বলতেন। কিন্তু আবার কোনও কোনও সময়ে মন ভালো থাকলে গল্পে মজে উঠতেন। তিনি কোনও সাহিত্যিক আড্ডার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। বেশি সাহিত্য সমাবেশে তাঁকে দেখতে পাওয়া যেত না। অধ্যাপত অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্করী প্রসাদ বসু তাঁর খুব কাছের ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধাপকদের বসার ঘরে তিনি চুপ করে বসে থাকতেন। পাশে কোনও অধ্যাপক তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখতে পেলে বলতেন, এবারে টেনিদাকে নিয়ে কী করবে। রহস্য অভিযানে টেনিদাকে পাঠিয়ে যাও না। শুধু মাত্র টেনিদারে পটলডাঙ্গার মধ্যে আটকে রেখো না। কথাটা তাঁর খুব মনে ধরে ছিল। সেই কারণে টেনিদাকে নিয়ে অভিযান মুলক একটি উপন্যাস রচনা

করেছিলেন। টেনিদা ছবি একমাত্র আঁকতে পারবেন শৈল চক্রবর্তী। এটা তাঁর মনে বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়রে সঙ্গে খুব ভাব ছিল। কলেজ স্কোয়ারে বসে শিবরাম চক্রবর্তী এবং নায়ারণ গঙ্গোপাধ্যায় বহু বার আড্ডা মেরেছেন। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কফি হাউসে যাবে না। কিন্তু জোর করে তাঁকে কফি হাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন নায়ারণ গঙ্গোপাধ্যায়। আসলে রাশভারী লোক হলেও বেশ মজার লোক ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। মজার লোক ছিলেন বলেই তিনি মজার চরিত্র রচনা করে সমগ্র শিশু থেকে শুরু করে বড়দের মনকে জয় করে নিয়েছিলেন শুধু মাত্র টেনিদা চরিত্র নির্মাণ করে। তবে তার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টি অন্যান্য চরিত্রগুলো সায় দিয়েছিল। অনবদ্য রঙ্গ চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন নারায়াণ গঙ্গোপাধ্যায়। হাবলু, ক্যাবলা এবং প্যালা চরিত্রগুলো টেনিদার উপস্থিতিকে উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। থ্রি চিয়ার্স ফর পটলডাঙ্গা হিপ হিপ হুররে! এই পটলডাঙ্গায় বসবাস করতেন রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। আদ্যাপীঠ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অন্নদাশঙ্কর পটলডাঙ্গায় বসবাস করতেন। দেশবন্ধু চিত্তররঞ্জন দাস পটলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেশবন্ধু যে বাড়িটে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তার নম্বর ছিল ৫, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দেশ পত্রিকায় সুনন্দ ছদ্মনামে ব্যবহার করে সুনন্দার জার্নাল নিয়ে একটি কলাম লিখতেন। সেখানে তিনি সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক রচনা লিখতেন। তিনি উপনিষদ নিয়ে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। টেনিদাকে নিয়ে রচিত চারমূর্তি ছিল তাঁর সাড়া জাগানো উপন্যাস। এছাড়া মৎস্য-পুরাণ, চরণামৃত, দশানন চরিত, ছাত্র-চরিতামৃত, কবিতার জন্ম, ভাড়াটে চাই, অর্ভ্যর্থনা, রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বই রচনা করেছেন। শনিবারের চিঠি এবং বিচিত্রা পত্রিকায় তিনি লিখতেন। তাঁর রচিত কবিতাগুচ্ছের এক জায়গায় তিনি বিনীতভাবে নিজেকে প্রকাশ করে লিখেছেন - " আমার কবিতা চাহিছ বন্ধু/ আমি তো লেখক নই/ চিনি মাখা যত লেখকের পাতে/ আমি শুধু টক দই।" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায় থেকে ছাত্র পড়িয়ে তিনি কলেজ স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মহাবোধি সোসাইটির পাশ দিয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের পাশ দিয়ে পটলডাঙ্গায় প্রবেশ করতেন। আবার কোনও কোনও দিন সূর্য সেন স্ট্রিট (পূর্বতন নাম মির্জাপুর স্ট্রিট) দিয়ে ফেভারিট কেবিনের চা খেয়ে সেই রাস্তা ধরে রাজা রামমোহন রায় সরনি (পূর্বতন নাম আমহার্স্ট স্ট্রিট) দিয়ে নিজের বাসভবনে দিয়ে উপস্থিত হতেন। পটলডাঙ্গার পুজোতে অংশ গ্রহণ না করলেও অষ্টমীর দিন পুজোর মণ্ডপে গিয়ে উপস্থিত হয়ে অঞ্জলি দিতেন।

বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত

ভারত বাংলাদেশে পাশাপাশি অবস্থান করতে চায় আন্তর্জাতিক স্তরে। কিন্তু ভারতের মধ্যে ক্রমশ অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে সেখানে সংঘাত দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে ক্রমশ। আওয়ামি লিগের ধর্ম বিষয়ক উপকমিটি এ ব্যাপারে নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। তবে এখনই তারা মুখ খুলছে না। ভারত সরকার এ ব্যাপারে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তার ওপরে নির্ভর করছে তাদের বক্তব্য। বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের সঙ্গে ভারতের বিজেপি দল এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পর্ক খুবই ভালো। বিজেপি দলের নেতারা কখন প্রকাশ্যে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে কোনও রকম বিরূপ মন্তব্য করেননি। এমনকী কোনও মন্ত্রীও কোনও ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষ সূচক মন্তব্য করেনি। জয় শ্রীরাম স্লোগানটা রাজনৈতিক স্লোগান নয়। এটা হচ্ছে সামাজিক স্লোগান। হিন্দু ধর্মের স্লোগান হচ্ছে জয় শ্রীরাম। এই স্লোগান ভারতের যে কোনও নাগরিক বলতে পারেন। রামায়ণ, মহাভারত ভারতের দুটি মহাকাব্য। সেই মহাকাব্য সব ভারতীয়রা পড়তে পারে। তা নিয়ে চর্চা করতে পারেন। লেখক এস ওয়াজেদ আলি রামায়ণ এবং মহাভারত নিয়ে চর্চা করেছেন। কবি নজরুল ইসলামও রামায়ণ মহাভারত পড়েছেন। এই দুই মহাকাব্য ভারতীয়দের সম্পদ বলা যেতে পারে। রামায়ণ বা মহাভারত কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীর নিজস্ব গ্রন্থ নয়। বাংলাদেশ এক সময়ে ভারতের মধ্যে ছিল। তখন সেখানকার নাগরিকেরা রামায়ণ মহাভারত পড়েছে। আজও বাংলাদেশে বহু পরিবারের সদস্যরা রামায়ণ এবং মহাভারত পড়ে। যে কোনও বিদেশিরা ভারতের এই দুই মহাকাব্য নিয়ে চর্চা করতে পারেন। তার জন্য সরকারের বা কোনও ধর্মীয় নেতার অনুমতি লাগে না। বাংলাদেশের কুমিল্লাতে গত বছর দুর্গা পুজোর সময়ে যে ধর্মীয় অশান্তির রেশ ছড়িয়ে পড়েছিল তাকে শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে বাংলাদেশের সরকার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে সরকারি ঘোষণা দিয়েছিলেন এই ধর্মীয় সন্ত্রাসের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে গ্রেফতার করে শাস্তিস্তদেওয়া হবে। দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র যারা অশান্তি বাংলাদেশের কুমিল্লাতে লেগেছিল। যারা অপরাধী তারাা সেখান থেকে পালিয়ে অন্য স্থানে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। তাদেরকে সেখান থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুধু গ্রেফতার করেছে তাই নয়, তাদের বিচার হয়েছে এবং বিচারে কারাদণ্ড ভোগ করেছে। বাংলাদেশের একজন নেতা বলেছেন, ভারতে এনআরসি এবং সিএএ আনার পর বাংলাদেশে এর কিছু প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকার লৌহমুষ্টিতে তার মোকাবিলা করেছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর যে বিশেষ সেল রয়েছে তার একজন আধিকারিক বলেছেন,ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে সফরের সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন স্থানে যে রাজনৈতিক অরাজকতা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে কারাগারে রাখা হয়েছে। ইসলামিক ঐক্য জোটের নেতা বলেছেন, মুক্তি যুদ্ধের সময়ে ভারত পাশে দাঁড়িয়ে ছিল তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ থাকবো।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে অভিযোগে রয়েছে। খ্রিস্টান, বৌদ্ধ এবং হিন্দুদের পরিষদ থেকে শোনা গিয়েছে বিভিন্ন অভিযোগের কথা। এই পরিষদের সভাপতি বলেছেন, বর্তমান সরকারের সময়ে পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নতি হতে শুরু করে দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে যে তা নয়, তবে তার দ্রুত মোকাবিলা করছে পুলিশ এবং প্রশাসন। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বহু বিষয়ে চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া ভারত সফর শুরু করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে এখনই মোদির সঙ্গে হাসিনার সম্পর্ক ভালো। বাংলাদেশ সরকার বিজেপি দলের মুখপাত্রকে সমালোচনা করে বেশি প্রাধান্য দিতে চাইছে না। এই নিয়ে সরকার যদি চর্চা করতে শুরু করে দেয় তাহলে উগ্রপন্থী জামাতে ইসলাম মদত পেতে থাকবে। বাংলাদেশে যত বেশি হিংসার চর্চায় থাকবে ততই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে থাকবে। কিছু কট্টরপন্থীরা হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে মিছিল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাদেরকে প্রশাসন থেকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ধর্মীয় উত্তেজনা বৃদ্ধি করে কোনও লাভ নেই। বাংলাদেশ এখন কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। আর্থিক সংকট থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা পেতে গেলে পার্শ্ববতী দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। এই কথা তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে বারত আমাদের সবচেয়ে সেরা বন্ধু।

হেরিটেজ

ব্ল্যাক প্যাগোডা

১৬৯৯ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি শহরে উন্নতি লাভ করে। কলকাতার প্রশাসনিক কাজ দেখার জন্য কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল। এই কাউন্সিলে একজন প্রেসিডেন্ট এবং চারজন সদস্য ছিল। চতুর্থ সদস্য ছিলেন খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক। কাউন্সিলের কাজে প্রথম নিযুক্ত হয়েছিলেন রেলফ স্যালিডন। ১৭২০ সালে জমিদার পদ সৃষ্টি হলে খাজনা আদায় করার জন্য কাউন্সিলের সদস্য নন এমন একজনকে কাজে নিযুক্ত করা হল। এই বছর ডেপুটি জমিদার বা কালো জমিদার পদ সৃষ্টি করা হয়। এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন একজন ভারতীয়। তার নাম গোবিন্দরাম মিত্র। তাঁকে কালো জমিদার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদৌল্লা কলকাতা দখল করলে তিনি কোথায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। ইংরেজরা কলকাতায় ফিরে আসলে তিনি আবার কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তিনি ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর মূল বাড়ি ছিল বারাকপুরের চন্দনপুকুর গ্রামে। কলকাতার চিৎপুরে সুউচ্চ মন্দির স্থাপন করেছিলেন গোবিন্দরাম মিত্র। এই মন্দিরটি ব্ল্যাক প্যাগোডা হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। কোনও হিন্দুর মন্দির কালো হয় না। মন্দিরের ছবি এঁকেছিলেন টমাস ড্যানিয়েল ওবং টমাস প্রিন্সেপ। ব্ল্যাক প্যাগোডার উচ্চতা ছিল ১৬৫ ফুট। উচ্চতায় কলকাতার শহিদ মিনারের চেয়েও তেরো ফুট বেশি। ১৭৩৭ সালে কলকাতায় প্রবল ভূমিকম্প হলে মন্দিরের চূড়াটি একেবারে ভেঙে পড়ে। মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গটি এখনও রয়েছে। রবীন্দ্র সরণিতে মন্দিরের ফলকে লেখা রয়েছে 'জোড়া রত্নেশ্বর মন্দির'। দেবী সিদ্ধেশ্বরীকে পরে সরিয়ে নিয়ে ঠিক বিপরীত দিকে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ব্ল্যাক প্যাগোডা নাম হারিয়ে এখন মন্দিরটির নাম হয়েছে 'জোড়া রত্নেশ্বর মন্দির'। গোবিন্দরামের বসত বাড়িতে কুল দেবতা গোকুলচাঁদ রয়েছেন। রাজা মান সিং এই মন্দিরটি দর্শন করেছিলেন বলে জানা যায়।

মৃত গন্ডার শাবক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ সব চেষ্টা ব্যর্থ করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া গরুমারার সেই গন্ডার শাবক। রবিবার সকালে জলদাপাড়ার হলং পিলখানায় ওই একরত্তিটির মৃত্যু হয়। শাবকটির পেটে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। মূত্রথলিও বালি ভরতি ছিল বলে জানিয়েছে বন দফতর। প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে বন দফতরের খুনিয়া ও গরুমারা সাউথ রেঞ্জের বনকর্মীরা জলঢাকা নদীর ধার থেকে ওই শাবকটিকে উদ্ধার করেন। সে সময়েই বনকর্মীরা অনুমান করেছিলেন মায়ের সঙ্গে নদী পেরোতে গিয়ে শাবকটি সম্ভবত জলের তোড়ে ভেসে যায়। যে স্থানে শাবকটিকে পাওয়া যায় সেটি গরুমারার পেছনের দিক। জলঢাকার পূর্বে নাথুয়া রেঞ্জের বিস্তীর্ণ ঘাসজমিতে সেটিকে তীক্ষ্ণ নজরদারির মধ্যে রাখা হয়। নিয়ে আসা হয় দুটি কুনকি হাতিও। অস্থায়ী ক্যাম্পও সেখানে বসিয়ে দেয় বন দফতর। ড্রোন উড়িয়ে মা গন্ডারটিকে খোঁজার চেষ্টাও চলে। শনিবার বিকেলে নিবিড় পরিচর্যার জন্য এক মাস বয়সী গন্ডার শাবকটিকে নাথুয়া রেঞ্জের জঙ্গল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিন শাবকটি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। খুদে গন্ডারটির মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বন দফতরে। কি কারনে ছানাটি মারা গেল তা বোঝার জন্য দেহ ময়নাতদন্ত করা হয়। বন দফতর জানাচ্ছে, শাবকটির পেটে প্রচুর বালি পাওয়া যায়। মূত্রথলিও বালি ভরতি ছিল। নদীতে ভেসে যাওয়ার সময়ই শাবকটির পেটে বালি ঢুকে যায় বলে ধারণা। বন্যপ্রাণ শাখার উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল রাজেন্দ্র জাখর বলেন, অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। মাকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা সহ শাবকটি যাতে ভালো থাকে সেজন্য সমস্ত রকম প্রয়াস চালানো হয়। এদিন শাবকটি মারা যায়।

চিতার মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ আগস্ট ঃ ছুটির দিন মালবাজার শহর সংলগ্ন টুনবাড়ি চা বাগান থেকে একটি চিতাবাঘের মৃতদেহ উদ্ধার করল বনদপ্তর বন্যপ্রাণ শাখার কর্মীরা। এতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল ওই চা বাগান এলাকায়। রবিবার সকালে চা বাগানের বাসিন্দারা চা বাগানের পাশ দিয়ে যাবার সময়েই দুর্গন্ধ পান। এরপর চা বাগানের ১১/১২ সেকশনের মধ্যবর্তী এলাকায় একটি চিতাবাঘের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। দেহটিতে পচন ধরেছিল বলে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল এলাকায়। এই খবর জানাজানি হতেই চিতাবাঘের দেহ দেখতে ভিড় জমে যায় এলাকায়। খবর পেয়ে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের আধিকারিক এবং কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। জানা গিয়েছে মৃত চিতাবাঘটি পুরুষ এবং পূর্ণবয়স্ক। কিছুদিন আগেই একটি ছোট চা বাগান থেকে প্রায় ২০ ফুট লম্বা এক অজগর উদ্ধার করা হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটেছিল মালবাজার মহকুমার মেটেলি ব্লকের ধুপঝোড়া এলাকার চা বাগানে।

প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে অমৃত ভারত হয়ে উঠছে শান্তিপুর-নবদ্বীপ স্টেশন

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৬ আগস্ট ঃ রবিবার সকাল আনুমানিক এগারোটায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি দেশের ৫০৮টি রেল স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়নের কাজের শুভ শিলান্যাস। এদিন নদীয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর রেল স্টেশন সহ বিভিন্ন স্টেশনে সকাল থেকেই বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। মূলত দেশের এই ৫০৮ টি স্টেশনকে অত্যাধুনিক ও উন্নত মানের করে তোলার লক্ষ্যে ও নবসাজে সাজিয়ে তুলতেই রবিবার প্রকল্পের ভার্চুয়ালি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় থাকা সকল স্টেশনের পাশাপাশি নদীয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর ধাম স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সংসদ জগন্নাথ সরকার ও রেলওয়ে দপ্তরের একাধিক আধিকারিক সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এদিন নবদ্বীপের অনুষ্ঠানের শুরুতেই অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পাশাপাশি রেল দপ্তর দ্বারা আয়োজিত হওয়া অমৃত ভারত প্রকল্প সম্পর্কিত বিভিন্ন বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এরপর ভার্চুয়ালি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করার পর রেলের আধিকারিক নবদ্বীপ ধাম স্টেশনেও ফলক উদ্বোধন করেন। রেল সূত্রে জানা যায় এই প্রকল্পের অধীনে যেমন স্টেশনগুলিকে সাজানো হবে ঢেলে, সাথে সাথে বৃদ্ধি পাবে বেশ কিছু লোকাল ও দূরপাল্লার ট্রেন। আরও জানা যায়, এই প্রকল্পের মধ্যে স্টেশনগুলোতে যাত্রী নিরাপত্তার দিকেও দেওয়া হবে বিশেষ নজর, থাকবে ছোটদের জন্য খেলার বিভাগ, থাকবে শপিং মল, অত্যাধুনিক পার্কিং লট-সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা। যে ধরনের স্টেশন এতদিন বিদেশে দেখা মিলতো তার থেকেও উন্নত ও অত্যাধুনিক পরিষেবা মিলবে এই স্টেশনগুলো থেকে। সাথে প্রতিটি শহরকে জুড়ে থাকবে যোগাযোগ ব্যাবস্থা। নবদ্বীপ, শান্তিপুর রেল স্টেশন ঢেলে সাজিয়ে তোলা নিয়ে বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, নবদ্বীপ, শান্তিপুর শহর অতি প্রাচীন, ঐতিহ্যবাহী ও বিশ্বের দরবারে গুরুত্ব অনেক বেশী। সেখানে দাড়িয়ে এই রেল স্টেশনগুলো অত্যাধুনিক মানের হবে, এর থেকে ভাল কিছু হতে পারে না। পাশাপাশি তিনি রাজ্যের শাসক দলকে খোঁচা দিয়ে বলেন, এ রাজ্যে শুধু প্রতিহিংসার রাজনীতি হয়, উন্নয়ন বলতে কিছু নেই। আগামী লোকসভা নির্বাচনে যদি বিজেপির এমপিদের সিট বাড়ে তাহলে শুধু রেল স্টেশন নয়, আরও উন্নতমানের কাজ হবে এই রাজ্যে। অন্যদিকে শান্তিপুর রেলস্টেশনের ক্ষেত্রে শান্তিপুরের রত্ন পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্রের অনেক অবদান নিয়ে সাংসদ বলেন, সত্যি শান্তিপুরের জন্য পন্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র তার অনেক কিছু দিয়ে গেছেন। রেল স্টেশনে যদি তার স্মৃতিচারণে কিছু করা যায় সেই অবেদনও করা হবে রেলমন্ত্রকের কাছে। তবে এদিনের এই কর্মসূচিতে ট্রেন যাত্রী থেকে শুরু করে বহু মানুষের সমাগম লক্ষ্য করা গেছে শান্তিপুর রেলস্টেশনে।

শঙ্কর ঘোষের বাড়ির সামনে গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ একুশের মঞ্চ থেকে হুশিয়ারি দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী ৫ আগস্ট ছোট, বড়ো সমস্ত বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করবেন তৃণমূল কর্মীরা। তবে আদালতের নির্দেশে তাতে কিছুটা বদল আনে তৃণমূল। সেই অনুযায়ী রবিবার সকাল বারোটা থেকে তরুণ তীর্থ মাঠের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিধায়ক শংকর ঘোষের বাড়ির মাত্র কিছু মিটার দূরে বিক্ষোভ সমাবেশে শামিল হলো দার্জিলিং জেলা টাউন-২ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা। এদিনের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লক্ষী পাল সহ একাধিক নেতৃত্বরা। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার অভিযোগ তুলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গৌতম দেব জানান, রাজ্যের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ব্লকে সকাল ১২ টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

সিপিএম থেকে তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েত ভোটে জয়লাভের পর বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন জয়ী প্রার্থীরা। এদিন যোগদান পর্ব চলে চিলাখানা থেকে শুরু করে মেখলিগঞ্জ দিনহাটা পর্যন্ত। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিসে চিলাখানা ১নং ব্লকের সিপিএম জয়ী প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। এর ফলে ওই ব্লকে তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড গঠন করবে। একই সাথে এদিন দিনহাটা এবং মেখলিগঞ্জে সিপিএমের জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। হলদিবাড়ি অঞ্চলের সিপিএম জয়ী প্রার্থী আলোক রায় পাটোয়ারী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। পরেশ অধিকারী আলোক রায় পাটোয়ারীর হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা তুলে দেন। দিনহাটাতে সাহেবেরহাটে জয়ী সিপিএম প্রার্থী এদিন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তার ফলে ওই এলাকার অঞ্চল পুরোপুরিভাবে বিরোধীশূন্য হয়ে পড়লো।

দই খেয়ে অসুস্থ

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ৬ আগস্ট ঃ চন্দ্রকোনার একটি মিষ্টি দোকান থেকে কেনা দই খেয়ে অসুস্থ একাধিক, বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। জানা গেছে,দই খেয়ে অসুস্থ একাধিক, একে একে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হতে থাকায় হাসাপাতালের বেড শেষ হয়ে যাওয়ায় মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসাধীন একাধিক রোগী। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয়েছে সমগ্র এলাকা জুড়ে। এমনই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনায়। স্থানীয় মানুষ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, চন্দ্রকোনার খিড়কিবাজার এলাকার একটি নামকরা মিষ্টির দোকান থেকে দই কিনে খেয়েছেন চন্দ্রকোনার একাধিক পরিবার। শনিবার থেকে সেই দই খেয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। ইতিমধ্যে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ১০। বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। ঘটনায় উদ্বেগে গোটা চন্দ্রকোনা । পাশাপাশি ঐ মিষ্টির দোকান থেকে দই খেয়ে অসুস্থ হয়েছেন শালবনী হাসপাতালের বিএমওএইচ নিজেও। ক্রমশ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, উদ্বেগে গোটা চন্দ্রকোনা। ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে তৎপরতা শুরু করা হয়েছে। কত সংখ্যক মানুষ সেদিনের দই খেয়েছেন তার খোঁজও শুরু করা হয়েছে। তবে প্রশাসনের তরফে আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বীরভূমে পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৬ আগস্ট ঃ বারুদের স্তূপে বীরভূম। ফের উদ্ধার প্রচুর জিলেটিন স্টিক। জেলার রামপুরহাটের কাছে রদিপুরের কাছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে প্রায় ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়। ওই বিস্ফোরকগুলি কে বা কারা মজুত করল, তা এখনও জানা যায়নি। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। নলহাটি বিস্ফোরক উদ্ধার কাণ্ডে শুক্রবারই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা তৃণমূল প্রার্থীর স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে বীরভূমে ফের উদ্ধার হল বিপুল বিস্ফোরক। রবিবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাটের কাছে রদিপুরের কাছে আচমকাই হানা দেয় পুলিশ। একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রায় ৬০ বাক্স জিলেটিন স্টিক উদ্ধার হয়। জানা গিয়েছে ৬০টি বাক্সের মধ্যে প্রায় ১২ হাজার জিলেটিন স্টিক রাখা ছিল। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। কে বা কারা পরিত্যক্ত বাড়িতে জিলেটিন স্টিক মজুত করে রেখেছিল, তা এখনও জানা যায়নি। বিপুল পরিমাণ জিলেটিন স্টিক মজুতের নেপথ্যে ছকই বা কী ছিল, তাও স্পষ্ট নয়। পুলিশ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। উল্লেখ্য, গত ২৮ জুন সকালে আচমকাই নলহাটির বাহাদুরপুরে মনোজ ঘোষের একটি পাথর খাদানে হানা দেয় এনআইএ আধিকারিকরা। দীর্ঘ আট থেকে দশ ঘন্টা সেখানে তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। এনআইএ সূত্রে জানা গিয়েছে, অফিসে সেই সময় মনোজ ঘোষের ম্যানেজার পার্থকুমার মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই খাদানের কাছে একটি পরিত্যক্ত ঘরে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার হয়। এরপর পুনর্নির্বাচনের দিন তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এনআইএ সূত্রে খবর, মনোজ ঘোষকে জেরা করে বীরভূমের কুশমোড়ের ইসলাম চৌধুরীর খোঁজ পান তদন্তকারীরা। ইসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধেও বিস্ফোরক মজুতের অভিযোগ রয়েছে। কুশমোড় ২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি তিনি। শুক্রবার ভোররাতে তাঁর বাড়িতে পৌঁছয় এনআইএ। ইসলাম চৌধুরীকে পাইকর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এরপর তাঁকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায়। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই রামপুরহাট থেকে জিলেটিন স্টিক উদ্ধারে চাঞ্চল্য। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেফতার না হলেয় বিস্ফোরক পাচারের অভিযোগে এখন পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। এদের মধ্যে ২ জন তৃণমূল নেতা।

তরুণীর মুন্ডুহীন অর্ধনগ্ন দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ আগস্ট ঃ অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণীর মুন্ডুহীন দেহ উদ্ধারকে ঘিরে রবিবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার বিছুর গ্রামে। গ্রামবাসীদের অনুমান ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে কেউ বা কারা দেহটি গ্রামের পাশে একটি পুকুরের ধারে ফেলে রেখে গিয়েছে। শনিবার রাত ১০ টার পর গ্রামবাসীরা দেহটি দেখতে পান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই তরুণীর পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে তার বয়স ১৭-২০ বছরের মধ্যে বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন। শনিবার রাতের বেলায় অজ্ঞাত পরিচয় ওই তরুণীকে কয়েকজন বিছুর গ্রামে এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের সাথে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিল বলে জানা গেছে। তবে নিহত ওই তরুণী এবং অজ্ঞাত ওই যুবক স্থানীয় কোনও গ্রামের বাসিন্দা নন বলেই এলাকাবাসীর বক্তব্য। শনিবার রাত দশটা নাগাদ গ্রামের কিছু যুবক হারুগাছা পুকুরের কাছে বসে যখন গল্প করছিলেন সেই সময় তাঁরা পুকুর পাড়ে রক্তের দাগ দেখতে পান। রক্তের দাগ অনুসরণ করে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পরই তাঁরা হারুগাছা পুকুরের ধারে ওই তরুণীর মুন্ডুহীন দেহটি দেখতে পান। এরপরই রাতেই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, দেহটি যখন উদ্ধার হয় তখন মৃত ওই তরুণীর উর্ধাঙ্গে একটি সবুজ রঙের টপ ছিল। কিন্তু নিম্নাঙ্গে কোনও পোশাক ছিল না। রবিবার সকালে গ্রামবাসীরা তল্লাশি চালিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের জায়গা থেকে কিছু দূরে একটি লালরঙের লেগিংস উদ্ধার করেছে। গ্রামবাসীদের অনুমান ওই লেগিংসটি মৃত তরুণীরই। তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণপুর-২ অঞ্চল সভাপতি চিন্ময় রায় বলেন, আমাদের গ্রামে এই ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি। কে বা কারা ওই তরুণীর মাথা কেটে নিয়ে চলে গেছে সে ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। নৃশংস এই খুনের পর গ্রামবাসীরা আতঙ্কে রয়েছেন। রবিবার সকালে গ্রামের বেশিরভাগ লোকই পথে নামেননি। বড়ঞা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে মৃতদেহটি উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

দেনার দায়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ আগস্ট ঃ দেনার দায়ে মানসিক অবসাদে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার ধুসরীপাড়া কলোনি এলাকায়। দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মৃত ওই ব্যক্তির নাম চণ্ডী হালদার (৫০)। ইতিমধ্যেই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস চারেক আগে ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দেন পেশায় ফুচকা বিক্রেতা চণ্ডীবাবু। তাতেই বেশ কয়েক হাজার টাকা দেনা হয়ে যায়। একদিকে শারীরিক অসুস্থতা, অন্যদিকে পাওনাদারদের চাপ। দেনার দায়ে মানসিক চাপ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বিষয়টি নিয়ে রাতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলাও হয়। ভোর রাতে রাগ করে ফরাক্কায় মায়ের বাড়ি চলে যান চণ্ডীবাবুর স্ত্রীও। সার্বিক চাপে পরিবারের লোকজনের অগোচরে বাড়ির পাশের একটি লিচু বাগানে গিয়ে গলায় ধুতি দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হতেই ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। তারপরেই ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। দেনার দায়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পরিবারে।

রেলের আশ্বাসে অবরোধ উঠল মুরারইয়ে

দীর্ঘ বিক্ষোভে যাত্রী ভোগান্তি চরমে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ আগস্ট ঃ ১৬ দফা দাবিতে মুরারই রেলওয়ে স্টেশনে নাগরিক মঞ্চের ব্যানারে রেলওয়ে নিত্যযাত্রী সহ স্থানীয় মানুষেরা রবিবার চার ঘন্টা রেল অবরোধ করেন। এরফলে বেশ কয়েকটি ট্রেন আঁটকে পড়ে বিভিন্ন স্টেশনে ভোগান্তি হয় সাধারণ যাত্রীদের। জানা গেছে, রবিবার সকাল থেকে রেল অবরোধের জেরে মুরারইয়ে বর্ধমান, সাহেবগঞ্জ, এবং নলহাটি স্টেশনে বন্দেভারত সহ বিভিন্ন স্টেশনে বেশ কয়েকটি ট্রেন দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ে। মুরারই জেলার একটি প্রান্তিক স্টেশন। এই স্টেশনের সঙ্গে ঝাড়খণ্ড সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার যোগাযোগ আছে। অথচ এই এলাকার মানুষের প্রতি অবিচার করে চলেছে রেলওয়ে দফতর। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, এই লুপ লাইনে মুরারইয়ের উপর রেলের দীর্ঘমেয়াদি বঞ্চনা আছে। বিশেষ করে করোনার পর, ছয় জোড়া ট্রেন তুলে নেওয়া হয়। সেগুলো ফিরিয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি, এক ঘন্টা অন্তর ইএমইউ ট্রেন পরিষেবা চালু করতে হবে। না হলে লাগাতার এই আন্দোলন চলতে থাকবে। রবিবার সকাল থেকে সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রেল অবরোধে সামিল হন। ছয় জোড়া বাতিল অথবা স্টপেজ তুলে নেওয়া ট্রেন পুনরায় চালু করা ছাড়াও আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, এক ঘন্টা অন্তর আপ ও ডাউনে মেমু ট্রেন চালু করতে হবে। জামালপুর সুপার, তেভাগা, কুলিক, কাঞ্চনকন্যা, উত্তরবঙ্গ, গয়া এক্সপ্রেস এবং যোগবানী এক্সপ্রেসের স্টপেজ দিতে হবে। আপ ট্রেনকে এক নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড় করানোর বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। টাইম টেবিল অনুসারে ট্রেন চলাতে হবে। আপ এবং ডাউন ট্রেনের মধ্যে গ্যাপ ৬ ঘন্টা থেকে কমিয়ে এক ঘন্টা করতে হবে। বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেনটিকে পাকুড় স্টেশন পর্যন্ত এক্সটেনশন করতে হবে। লোকাল ট্রেনে এক্সপ্রেসের ভাড়া নেওয়া চলবে না। বীরভূমের সদর শহর সিউড়িতে অবস্থিত অফিসগুলিতে ও জেলা আদালতের সঠিক সময়ে পৌঁছানো এবং কাজ শেষে ফেরার জন্য লোকাল ট্রেন অবশ্যই দিতে হবে। মুরারই স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের কোচ পজিশন বোর্ড লাগাতে হবে। স্টেশন চত্বরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বর্ধমান মালদা টাউন, বর্ধমান সাহেবগঞ্জ ও আসানসোল বারহারওয়া স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ সুগম করতে হবে। উল্লেখ্য, বীরভূম জেলার একদম উত্তরপ্রান্তে বাংলা ঝাড়খণ্ড সীমান্তে অবস্থান মুরারুইয়ের। আছে ২টি ব্লক। মুরারুই-১ ও মুরারুই-২। কিন্তু এই মুরারুই স্টেশনের ওপর শুধু এই ২টি ব্লকের প্রায় লক্ষাধিক মানুষের নির্ভরশীলতা রয়েছে তাই নয়, এই স্টেশনের ওপর নির্ভরশীল ঝাড়খণ্ড ও বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার একটা বড় অংশের মানুষ। সারাদিন এই স্টেশন থেকে ট্রেন ধরেন খুব করেও হাজার ৩ মানুষ। কোভিডের আগে থেকেই এই স্টেশন থেকে নিত্যদিন যাতায়াত করা যাত্রীদের একাধিক দাবি ছিল, যা কোনওদিন মান্যতা দেয়নি রেলমন্ত্রক। মুরারুই স্টেশনের অবস্থান পূর্ব রেলের রামপুরহাট ও পাকুড় স্টেশনের মধ্যবর্তী এলাকায়। এই লাইন ধরে সারাদিন একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন চলে। উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, বাংলা ও দক্ষিণ ভারতগামীও ট্রেন চলে এই লাইন দিয়ে। এরকক এক গুরুত্বপূর্ন স্টেশনের যাত্রীদের এই সব দাবির কিছুই কানে তোলেনি রেলমন্ত্রক। আর তার জেরেই এদিন জনরোষে থমকেছে রেলের চাকা।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বহুমুখী স্টল ইউনিটের ব্যবস্থা

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ১০ টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) ইউনিটের ব্যবস্থার জন্য ই-নিলাম আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-এমপিএস-১০। লট নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ ২৪-০৮-২০২৩ তারিখে ১১:০০ ঘন্টা; একক দর ঃ বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি, দিন: ১৮২৭;

ক্রম নং.	লট নং/ শ্রেণী	বর্ণনা
এএ/১	এমপিএস-এপিডিজে-এফএলকে-এমপিএস-১১-২৩-১	ফালাকাটা স্টেশনে পিএফ-২ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/২	এমপিএস-এপিডিজে-এমএইচবিএ-এমপিএস-১৫-২৩-১	মাথাভাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৩	এমপিএস-এপিডিজে-জিএলএমএ-এমপিএস-১৭-২৩-১	গুলমা স্টেশনে পিএফ-২ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৪	এমপিএস-এপিডিজে-বিএনকিউ-এমপিএস-১৮-২৩-১	বানারহাট স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৫	এমপিএস-এপিডিজে-ডিবিবি-এমপিএস-২২-২৩-১	ধুবরি স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৬	এমপিএস-এপিডিজে-কেসিএফ-এমপিএস-২১-২৩-১	কালচিনি স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৭	এমপিএস-এপিডিজে-এফএলকে-এমপিএস-২৩-২৩-১	ফালাকাটা প্যানেল রুমে বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা (প্রধান প্রবেশপথের ডান দিকে)
এএ/৮	এমপিএস-এপিডিজে-টিএফজিএন-এমপিএস-২৪-২৩-১	তুফানগঞ্জ স্টেশনে পিএফ-১-এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/৯	এমপিএস-এপিডিজে-জিডিএক্স-এমপিএস-১২-২৩-১	ঘোকসাডাঙ্গা স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা
এএ/১০	এমপিএস-এপিডিজে-ডিএলও-এমপিএস-১৯-২৩-১	দলগাঁও স্টেশনে পিএফ-১ -এ বহুমুখী স্টলের ব্যবস্থা

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ২৪-০৮-২০২৩ তারিখে ১৩:০০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় হল ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। টিকা ঃ সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম(সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এস কে পি সিকিউরিটিজ লিমিটেড

CIN : L74140WB1990PLC049032

রেজি অফিস ঃ ১৭০২-০৩, বায়োওয়ান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭

ফোন ঃ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ই-মেল ঃ cs@skpseceruties.com, ওয়েবসাইট ঃ www.skpseceruties.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং.		ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	বছরশেষে ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	৫৮৪.৯৫	৫৬৩.৪৫	২,২৬০.৮২
২	মোট লাভ মেয়াদে (পূর্বে কর, ব্যতিক্রমী আইটেমে)	১১৩.৭৯	৪৪.৩০	৪৯২.০৭
৩	মোট লাভ মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৮৫.২২	২২.০৩	৩১০.২৩
৪	মোট ব্যাপক আয়	(১.০৩)	০.৬৭	(১.৩০)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় মেয়াদে)	৮৪.১৯	২২.৭০	৩০৮.৯৩
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের ব্যালেন্স শিটে)	-	-	২,৬৬৯২.৬৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি)			
	১. মূল (টাকায়)	১.২৫	০.৩২	৪.৫৬
	২. মিশ্র (টাকায়)	১.২৫	০.৩২	৪.৫৬

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল সংক্ষিপ্তরূপ বিস্তারিত ফরম্যাটের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশানস অ্যান্ড ডিসক্লোসার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫ । বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpseceruties.com)।

বোর্ডের তরফে
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
স্বা /- নরেশ পাচিসিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00233768

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ৫আগস্ট, ২০২৩

PRIVATE WEALTH | BROKING | DISTRIBUTION | INSTITUTIONAL EQUITIES | INVESTMENT / MERCHANT BANKING

NSE & BSE: INZ000199335 | NSDL & CDSL: IN-DP-155-2015 | RA: INH300002902 | PMS: INP000006509 | MB: INM000012670 | AMFI: ARN 0006

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

[illegible]

... http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম(ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. KMC/EEC/VII/57/16/23-24/R
Name of the work: **Repairing of road by laying Hot-Mix at Lime Street to 18 Beliaghata and its surrounding in Ward No.-57, Br-VII.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,82,557.49**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Perod of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. KMC/EEC/VII/66/6/23-24/R
Name of the work: **Improvement of sewerage system near 47Z, G.J. Khan Road, 45 Topsia Road etc. in Ward No.-66.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,99,295.70**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Perod of Completion: **60 days**.

(3) NIT No. KMC/EEC/VII/66/9/23-24/R
Name of the work: **Improvement of sewerage system near 38/1C, C.N. Roy Road etc. in Ward No.-66.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,99,309.48**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Perod of Completion: **60 days**.

(4) NIT No. KMC/EEC/VII/57/64/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of passage at 16 Shibtala and its surrounding in Ward No.-57.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,45,562.88**. Earnest Money: **Rs. 4,950.00**. Perod of Completion: **30 days**.

(5) NIT No. KMC/EEC/VII/56/10/23-24/B
Name of the work: **Improvement of sewer line near 4/H/3, 4/H/10, 4/14, Covent Lane (Bustee Protion) in Ward No.-56.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,92,518.28**. Earnest Money: **Rs. 9,900/-**. Perod of Completion: **60 days**.

(6) NIT No. KMC/EEC/VII/56/9/23-24/B
Name of the work: **Replacement of CP R, Gully PIT Cove at Bibi Bagan, Convent Lane and different places of Bustee area in Ward No.-56**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,86,055.23**. Earnest Money: **Rs. 5,800.00**. Perod of Completion: **45 days**.

(7) NIT No. KMC/EEC/VII/56/6/23-24/R
Name of the work: **Deployment of labour for cleaning C.P.S. and G.P.S at Motijhil Lane, Pottery Road, Bibi Gagan and its surroundings in Ward No.-56**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 1,98,352.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Perod of Completion: **150 days**.

(8) NIT No. KMC/EEC/VII/56/7/23-24/B (2nd Call)
Name of the work: **Repairing of bustee concrete passage near 20, 23 Pottery Road and different portions of Motijhil Lane and its surroundings in Ward No.-56**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,82,715.57**. Earnest Money: **Rs. 9,700.00**. Perod of Completion: **120 days**.

(9) NIT No. KMC/EEC/VII/67/11/23-24/R
Name of the work: **Removal of chokage at Picnic Garden Road, Bediadanga Masjid Bari Bye Lane, B.B. Chatterjee Road and its surrounding areas in Ward No.-67**. Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 2,99,821.59**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Perod of Completion: **90 days**.

(10) NIT No. KMC/EEC/VII/59/POTHOLES/22-23 (3rd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-59, Br.-VII.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,50,000.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Perod of Completion: **365 days**.

(11) NIT No. KMC/EEC/VII/66/POTHOLES/22-23 (3rd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-66, Br.-VII.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,75,000.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Perod of Completion: **365 days**.

(12) NIT No. KMC/EEC/VII/57/POTHOLES/22-23 (3rd Call)
Name of the work: **Urgent repairing of potholes on road surface, IPS/Concrete/Paver Block Passage etc. in Ward No.-57, Br.-VII.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,75,000.00**. Earnest Money: **Rs. 9,500.00**. Perod of Completion: **365 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **17.08.2023 up to 12 noon [For Sl. No. 1 to 12]**. Tender will be opened on : **19.08.2023 at 12 noon. [For Sl. No. 1 to 12]**. The bid forms and other details are available on and from **07.08.2023 at (6.55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 12]**.

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

NIT No. KMC/XIV/132/010/23-24/R (1st Call)
Name of work : **Repairing/Maintenance of concrete passage at bye lane of B.N. Road near Premises No. 38, 38/2/3 and A.V.L. Road near Premises No. 14A, etc. in Ward No. 132.** Estimated Cost (Including GST and CESS): **Rs. 4,88,679.12**. Earnest Money: **Rs. 9,800.00**. Perod of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **18.08.2023** up to **11 a.m.** Tender will be opened on: **21.08.2023** at **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **11.08.2023 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

539/23-24

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

সতর্ক থাকলে ডেঙ্গু জ্বর আপনা-আপনিই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়

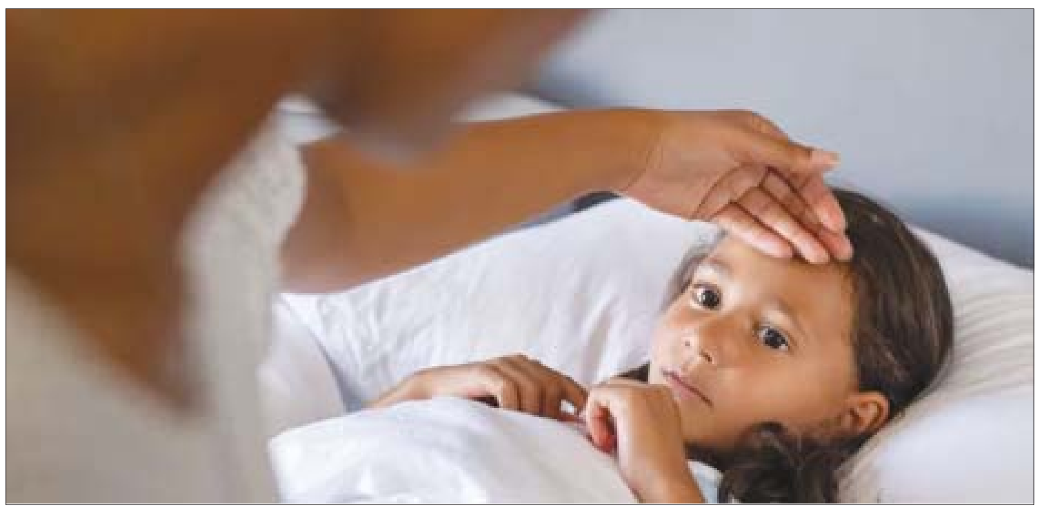

দুরন্ত বার্তা ঃ বর্ষা বাড়ার সাথে সাথে হাসপাতালে হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। চরম পর্যায় প্রতিরোধ করতে পারলে ডেঙ্গু জ্বর আপনা-আপনিই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এটা এক রকমের ভাইরাস জ্বর। সাধারণত ৪ রকমের স্ট্রেন ডেঙ্গু জ্বর (ডেন-১, ডেন-২, ডেন-৩ ডেন-৪)। স্ত্রী প্রজাতির এডিস মশা এই জীবাণু বহন করে। এডিস মশাকে বলা যায় শহুরে মশা। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন আচরণের সঙ্গে যেন মিশে আছে এডিস মশার জীবনাচরণ ও বংশ বিস্তার। এডিস মশা সাধারণত বর্ষায় জমে থাকা ফুলের টবের পরিষ্কার জল, গাড়ির গ্যারেজের পরিত্যক্ত টায়ারের মধ্যে, এসির জমে থাকা জলে জন্মে থাকে, ময়লা নর্দমাতে এডিস মশা বিস্তার লাভ করে না। এডিস মশা দিনের বেলায় সাধারণত দংশন করে থাকে এবং ডেঙ্গু ভাইরাস এক শরীর থেকে আরেক শরীরে ছড়ায়।

শরীরে ডেঙ্গুর জীবাণু প্রবেশ করলে যা হয় ঃ সাধারণত ২ থেকে ৭ দিন শরীরে এর বিস্তারকাল। রক্তের মনোসাইটকে আক্রমণ করে থাকে, শরীরের আক্রান্ত মনোসাইট ও লিম্ফোসাইটের মধ্যে এক যুদ্ধ চলে। নিঃসরণ হয় অনেক রকমের কেমিক্যাল মেডিয়েটর ও সাইটোকাইন। তারা কিনা রক্তের উপশিরা সুক্ষ্ম জালিকা শিরাকে ছিদ্রময় করে তুলে। ফলে উপশিরা, জালিকা শিরা দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। পেটে ও অন্যান্য শিরা বহির্ভূত স্থানে এসে জমে। জলীয় অংশ কমাতে রক্ত হয়ে পড়ে ঘন এবং শ্লথ। ডেঙ্গুর এই জীবাণু আবার আক্রমণ করে হাড়ের ভেতরের মজ্জার অনুচক্রিকা (প্লাটিলেট) উৎপাদক ম্যাগাকারিওসাইট সেলগুলোকে। যত বেশি মনোসাইট ও লিম্ফোসাইটের যুদ্ধ, শরীরে তত অ্যান্টিবডি, উৎপাদন, আর তত ডেঙ্গু হেমোরজিক জ্বর ও ডেঙ্গু শক সিনড্রোমের প্রকোপ। ডেঙ্গু হেমোরজিক জ্বরে শরীরের যকৃত আক্রান্ত হয় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

-নিরন্তর জ্বর, ব্যথা, সারা শরীরেই ব্যথা, চোখের ওপরে ব্যথা, পেছনে পিঠে ব্যথা, মাংসপেশিতে ব্যথা, পায়ে ব্যথা, ডেঙ্গুর আর এক নাম হাড়ভাঙ্গা জ্বর।

-সারা শরীরে লাল লাল ছোপ ছোপ র‍্যাশ। সঙ্গে চুলকানি। সাধারণত র‍্যাশ বের হয় ২ থেকে ৫ দিনের মধ্যে। জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত র‍্যাশগুলো বের হয়।

-চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ হতে পারে। হতে পারে ইনজেকশনের জায়গা থেকে। রক্তক্ষরণ হতে পারে নাক-মুখ দিয়ে। কালো রক্ত রঞ্জিত মলত্যাগ করতে পারে রোগী। মূত্রের সঙ্গেও কিন্তু রক্তক্ষরণ হতে পারে।

-কাশি ও শ্বাসকষ্ট হতে পারে। হতে পারে পাতলা পায়খানা, বমি এবং পেটের ব্যথা। পেটে জলও জমে যেতে পারে।

-কখনও কখনও রোগীর জ্ঞানও লোপ পেতে পারে।

-ডেঙ্গু জ্বর কোন লক্ষণ ছাড়াও হতে পারে। শুধুমাত্র জ্বর।

-রক্তক্ষরণসহ হতে পারে। ডেঙ্গু রক্তক্ষরণের জ্বর শক বা শক ছাড়াই নিতে আসতে পারে। ডেঙ্গুতে কমে যেতে পারে ব্লাড প্রেসার।

-শরীর হয়ে যেতে পারে ঠাণ্ডা বরফের মতো যেটা কিনা খারাপ লক্ষণ।

-কখনও কখনও ডেঙ্গুতে বুকে ও পেটে জল জমে শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

কি পরীক্ষা করবেন

-রক্তের সম্পূর্ণ গণনা যা কিনা রক্তের শ্বেতকণিকা ও অনুচক্রিকা কমে যেতে পারে। আর এই অনুচক্রিকা কমাতে রক্তক্ষরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কমে যায় রক্তের জলীয় অংশ। ফলে রক্ত লোহিত কণিকার ঘনত্ব বাড়তে থাকে।

-আর তাছাড়া ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি পরীক্ষা করা হয় সাধারণত রোগের ৫ দিন পর থেকে।

-ডেঙ্গু অ্যান্টিবডি আইজিএম পজিটিভ হলে (৫ দিন থেকে ৬ সপ্তাহ পর্যন্ত) ধরে নেওয়া হয় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ইনফেকশন। আর যদি আইজিজি বেড়ে যায় তবে ধরে নেওয়া হয় পূর্বতন ইনফেকশন।

-যকৃতের ইনজাইম এসজিপিটি ও এসজিওটিও বেড়ে যায় অল্প পরিমাণে।

-অনেক সময় বুক ও পেটের এক্স-রে ও আলট্রাসনোগ্রাম করা হয় বুক ও পেটের জলের পরিমাণ দেখার জন্য।

চিকিৎসা

-সাধারণত চিকিৎসা তেমনটি লাগে না। কোন অসুবিধা না হলে বাড়িতে চিকিৎসা নিলেই চলে।

-দরকার পর্যাপ্ত বিশ্রাম।

-শুধুমাত্র প্যারাসিটামল সেবন করতে হয়।

-অধিকতর পানীয় খাদ্য যেমন-জল, চিকেন স্যুপ, খাওয়ার স্যালাইন, ডাবের জল ইত্যাদি বেশি বেশি খাওয়া উচিত। মনে রাখবেন চিকেন স্যুপ ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে এক মহা ওষুধ। রোগীর ব্লাডপ্রেসারকে চিকেন স্যুপ কমতে দেয় না।

-যদি অনুচক্রিকা ব্যাপকভাবে কমে এবং রক্তক্ষরণ হয়ে রোগী শকে যায় তখন হাসপাতালে এনে শিরায় স্যালাইন দেওয়া হয়।

-বেশি রক্তক্ষরণ হলে এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে আমরা রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চালন করতে হবে।

-প্রাথমিক পর্যায়ে অনুচক্রিকা (প্লাটিলেট) দেওয়ার দরকার থাকে না স্বভাবত। আর অনুচক্রিকার আয়ুষ্কাল খুবই কম (৬ থেকে ৭ ঘণ্টা)। তাই অনুচক্রিকার সঞ্চালন আজকাল হয় না বলতে গেলে। তবে একেবারেই যদি অনুচক্রিকা ১০,০০০ এর নিচে কমে যায় (১,৫০,০০০ থেকে ৩,৫০,০০০ নর্মাল) তবে রক্তক্ষরণ তাৎক্ষণিক রোধ করতে আমরা অনুচক্রিকা দিতে হবে।

তবে সবচেয়ে বেশি করে দরকার এসিড মশার বংশবিস্তার রোধ করা এবং মশারি ব্যবহার করে ডেঙ্গু দমন করা।

ডেঙ্গু রোগীর খাবারের প্রতি বাড়তি যত্ন

দুরন্ত বার্তা ঃ ডেঙ্গুজ্বর হলে খাবার-দাবার ও পুষ্টির দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। বাড়িতে চিকিৎসা নিলে নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখুন। ডেঙ্গুজ্বর হলে এবার প্লাটিলেট কমে যাওয়া ছাড়াও রক্তচাপ কমে গিয়ে রোগী শকে চলে যাচ্ছে। কারও কারও ক্ষেত্রে হেমোরেজও হচ্ছে। আবার কারও ক্ষেত্রে প্লাটিলেট কাউন্ট কমলেও তা সহনীয় পর্যায়ে থাকছে। ডেঙ্গুজ্বরের কোনো ভ্যাক্সিন বা অ্যান্টিবায়োটিক নেই। তাই প্রচলিত চিকিৎসা হলো জ্বর ও ব্যথা কমাতে প্যারাসিটামল আর ফ্লুইড ব্যালেন্স করে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখা। ডেঙ্গু রোগীর খাদ্য ও পুষ্টির প্রতিও রাখতে হবে বিশেষ নজর।

-তরল খাবারের মাধ্যমে শরীরের ক্যালোরি বজায় রাখতে হবে।

-জ্বরে ক্যালোরি চাহিদা বেড়ে যায়। তাই ক্যালোরিযুক্ত খাবার বেশি করে খেতে হবে। এ সময় মুখে রুচিও থাকে না। তাই এমন খাবার দিতে হবে যা অল্প খেলেও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। যেমন- ভাতের পরিবর্তে খিচুড়ি, পায়েস, পুডিং দেওয়া যেতে পারে। ফলে একটা খাবার থেকেই সব উপাদান পাওয়া যাবে।

-মুখে ফলের রস, ডাবের জল, স্যুপ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে।

-যদি জ্বরের সঙ্গে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ও বমি হয়ে থাকে তবে শাক-সবজি, ডাল, দুধ ও দুধে তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। এই অবস্থায় ডাবের জল, মুরগির স্যুপ, চালের স্যুপ বা ভাতের মাড়, আপেলের জুস খুব ভালো কাজ করে।

-মূল খাবার হিসেবে ভাত বা জাউয়ের সঙ্গে কাঁচকলার ঝোল দিলে রোগী উপকৃত হবে।

-মাছ বা মাংস বন্ধ না করে সহজপাচ্য মাছ যেমন শিং, শোল, পাবদা ইত্যাদি লোফাইবার মাছ বা মুরগির তরকারি দেওয়া ভালো।

-গায়ে কোনো র‍্যাশ থাকলে সাধারণত এলার্জিক খাবার যেমন- খাসির মাংস, হাঁসের ডিম, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ ও বেগুন ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো।

-পেঁপে পাতার রস খাওয়া যেতে পারে। এতে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান পাওয়া যায়-যা শরীর ব্যথা কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা না করিয়ে লতাপাতা দিয়ে চিকিৎসা ঝুঁকিপূর্ণ বা প্রাণঘাতী হতে পারে। তাই জ্বরসহ অন্য উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ ছাড়া এই সময় অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার বা ভাজাপোড়া খাবেন না। কারণ ডেঙ্গু রোগীদের ডায়রিয়া বা পেট খারাপের আশঙ্কা থাকে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ব্যক্তি স্যাচুরেটেড ফ্যাটযুক্ত খাবার, চিনিযুক্ত এবং বায়ুযুক্ত পানীয় এড়ানো উচিত, কাঁচা শাকসবজি একেবারেই খাবেন না।

প্লেটলেট বাড়ানোর উপায়

দুরন্ত বার্তা ঃ প্লেটলেট হলো রক্তের কোষ, যা রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। একজন সুস্থ মানুষের প্রতি ১০০ মিলিমিটার রক্তে প্লেটলেটের মাত্রা দেড় থেকে চার লাখ থাকা উচিত। প্লেটলেটের ওপর নির্ভর করে মানুষের সুস্থ থাকা। আর তাই শরীরে প্লাটিলেটের অভাব হলে সহজে ক্লান্ত হয়ে যেতে পারেন। খুব সহজে আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। নিয়মিত ভিটামিন বি১২ খেলে শরীরে প্লাটিলেটের পরিমাণ বাড়ে। যে কোনো আমিষ খাবারেই এই ভিটামিন বি১২ প্রচুর পরিমাণে থাকে। ডেঙ্গুর কারণে এই প্লেটলেটের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যেতে পারে। জীবনযাত্রা ও খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তনের মাধ্যমে এই প্লেটলেটের মাত্রা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। রক্তে কমে যাওয়া প্লেটলেটের পরিমাণ আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কিছু খাবারের বিশেষ ভূমিকা আছে।

পেঁপে ও পেঁপের পাতা ঃ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে করা একটি গবেষণায় দেখা গেছে, পেঁপে পাতার রস ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর রক্তে কমে যাওয়া প্লেটলেটের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পাকা পেঁপের জুসও প্লেটলেটের পরিমাণ বাড়াতে পারে। এ জন্য কারও রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ কমে গেলে তাকে প্রতিদিন তাজা পেঁপে পাতা বেটে রস বের করে ১ চামচ করে দুই বেলা খাওয়ানোর পাশাপাশি পাকা পেঁপের জুসও খেতে দিতে পারেন।

মিষ্টিকুমড়া ও কুমড়ার বীজ ঃ মিষ্টিকুমড়ায় রয়েছে রক্তে প্লেটলেট তৈরির উপাদান ভিটামিন 'এ'। রক্তে প্লাটিলেটের পরিমাণ বাড়াতে তাই নিয়মিত মিষ্টিকুমড়া খেতে পারেন। মিষ্টিকুমড়ার বীজেও রয়েছে প্লেটলেট বৃদ্ধিকারী উপাদান। তাই ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার কারণে রক্তে প্লেটলেট কমে গেলে তাকে নিয়মিত মিষ্টিকুমড়া ও মিষ্টিকুমড়ার বীজ খেতে দিন।

পালংশাক ঃ ভিটামিন 'কে' সমৃদ্ধ খাবার প্লেটলেট বাড়াতে সাহায্য করে। তাই ভিটামিন 'কে' সমৃদ্ধ খাদ্য হিসেবে আপনি পালংশাককে বেছে নিতে পারেন। এতে ফোলেটও রয়েছে যা প্লেটলেট এবং কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

লেবুর রস ঃ লেবুর রসে থাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যা রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ বাড়াতে খুবই সহায়ক। এ ছাড়া এতে থাকা ভিটামিন 'সি' প্লেটলেটকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করে, রোগ প্রতিরোধেও ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। তাই ডেঙ্গু রোগীকে লেবুর শরবত খাওয়ানো উচিত।

আমলকী ঃ আমলকীতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। ডেঙ্গু রোগীরা নিয়মিত আমলকী খেলে তাদের রক্তের প্লেটলেট ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। সেই সঙ্গে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

বিটের রস ঃ বিটের রস মুক্ত র‍্যাডিকেলের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে এবং ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে দ্রুত প্লেটলেট বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তাই বিটের রস খেতে পারেন।

অ্যালোভেরা বা ঘৃতকুমারীর রস ঃ অ্যালোভেরায় রয়েছে রক্তকে বিশুদ্ধ করার ক্ষমতা। রক্তে যে কোনো জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করতেও অ্যালোভেরা কার্যকরী। তাই রক্তের প্লেটলেটের পরিমাণ বাড়াতে ডেঙ্গু রোগীকে নিয়মিত অ্যালোভেরার জুস পান করাতে পারেন।

ডালিম ঃ অনেকের কাছে ডালিম ফলটি খুবই প্রিয়। ডালিমের রস রক্তে প্লেটলেটের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কারণ এতে রয়েছে প্রচুর আয়রন। এ ছাড়া ডালিমের রসে থাকা ভিটামিন শরীরের দুর্বলতা দূরীকরণেও কাজ করে। তাই রোগীকে প্রতিদিন ১৫০ মিলিলিটার ডালিমের জুস খেতে দিন। এই অভ্যাস দুই সপ্তাহ পর্যন্ত চালু রাখুন।

খেয়াল রাখা জরুরি ঃ ডেঙ্গু রোগীর হজমশক্তি অনেকাংশে কমে যায় বলে বমি ও পেটব্যথা হতে পারে। রোগীর যকৃতে বা হার্টে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়ে রক্তে এসজিপিটির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তাই রোগীকে বাড়তি মসলা ও তেলচর্বিযুক্ত খাবার না খাওয়ানো ভালো। তবে তার খাবারে পর্যাপ্ত আমিষ উপাদান থাকা জরুরি। এ জন্য তাকে মাছ, মুরগি, দুধ, ডিম প্রভৃতি উপকরণে তৈরি বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতে দিতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ আমরা রোজ যে ধরণের সাবান ব্যবহার করি, সেটি আমাদের ত্বককে সুরক্ষিত রাখছে তো?

উত্তর ঃ মনে রাখবেন, সব সাবান সব ত্বকের জন্য উপকারী নয়। পশু এবং সবজির ফ্যাট দিয়ে মূলত তৈরি হয় সাবান, তাই প্রত্যেকদিনের ব্যবহারের সাবানের মান কতটা ভালো এবং আপনার ত্বককে কতটা সুরক্ষিত রাখছে, সে সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। ত্বকের পিএইচ স্তর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার একটু অদলবদল হলেই ত্বকের সমস্যায় ভুগতে হতে পারে আপনাকে। সাধারণত বাজার চলতি সমস্ত সাবানে পিএইচ স্তর থাকে নয় থেকে এগারোর মধ্যে, যা ত্বকের সমস্যা বাড়িয়ে দেয়। সাবান এবং ক্লিনজার কখনই একসঙ্গে বা পরপর ব্যবহার করা উচিত নয়, এতে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়। মনে রাখবেন, বিজ্ঞাপন দেখে সাবান কখনই সরাসরি ত্বকে দেওয়া উচিত নয়। জলে মিশিয়ে তারপর কোনো কাপড় তাতে ভিজিয়ে গায়ে মাখা উচিত। বাজারে একাধিক ধরণের সাবান পাওয়া যায় টিউমার হতে পারে। বায়োপসি করে নিশ্চিত হতে হবে। আপনি একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৯ বছর। ২ সপ্তাহ ধরে নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। প্রথম ৫-৬ দিন শ্বাসকষ্ট বেশি ছিল। তবে শ্বাসকষ্ট শুরু হলে নেবুলাইজার দিলে তা কমে যায়। আমার আগে কোনো শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা ছিল না। আমার কোনো জ্বর, সর্দি, কাশি নেই। তবে হালকা গলাব্যথা আছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

উত্তর ঃ বড় কোনো শারীরিক সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না। হাঁপানি বা অ্যাজমা হলে নেবুলাইজার ব্যবহার না করে ইনহেলার নিতে হবে, তবে চিকিৎসকের পরামর্শে। মানসিক চাপজনিত কারণেও এমন হতে পারে। দিনে তিনবার সপ্তাহখানেক কুলকুচি করলে গলাব্যথা সেরে যাবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ২৩ বছর। সমস্যা হলো মাথা ঘোরা। শুয়ে-বসে থাকলেও মাথা ঘোরে। এমনকি এক পাশ থেকে অন্য পাশ কাত হতেও ঘুরছে। প্রায়ই এমন সমস্যা হয়।

উত্তর ঃ বিভিন্ন কারণে মাথা ঘুরতে পারে। তবে আপনার বয়স যেহেতু কম, তাই স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কম। বরং এটি বিনাইন পজিশনাল ভারটিগো হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অনেক সময় কানের সমস্যায়ও মাথা ঘোরে। আপনি কিছুদিন সিনারন ট্যাবলেট দিনে তিনবার খেয়ে দেখুন। তার সঙ্গে মাথা ঘোরা কমানোর কিছু ব্যায়াম আছে সেগুলো করুন।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪১ বছর। অনেক বছর ধরে ঘুমের সমস্যায় ভুগছি। ঘুমের ওষুধ না খেলে সারা রাত ঘুম আসে না, পরের দিন মাথাব্যথা, হাতপা কামড়ানো, মেজাজ খিটখিটেসহ নানা সমস্যায় ভুগি। অনেক ধরনের ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, কিছুদিন কাজ হয় কিন্তু পরে আর সেটাতে কাজ হয় না। এই সমস্যার সমাধানে করণীয় কী? আর এ বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ দেখানো উচিত?

উত্তর ঃ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া ঘুমের ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। ঘুমের সমস্যা বা ঘুম কম হওয়া মানেই ইনসমনিয়া নয়। উদ্বিগ্নতা, বিষন্নতাসহ নানা কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। ঘুমের আদবকেতা (স্লিপ হাইজিন) মেনে চললে ঘুমের সমস্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কমানো সম্ভব। যেমন দিনের বেলা বিছানায় শোয়া, বসা বা খাটে বসে টিভি দেখা চলবে না। সারা দিন বিছানায় গড়াগড়ি করার অভ্যাস ত্যাগ করুন। সন্ধ্যার পর ভারী ব্যায়াম করা বা ঘুমের আগে স্নান করা পরিহার করতে হবে। ঘুমের কমপক্ষে দুই ঘণ্টা আগে থেকে মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, টিভিসহ কোনো পর্দা দেখা চলবে না। সূর্য ডোবার পর চা কফি পান করবেন না। কোনো মানসিক সমস্যা রয়েছে কি না, তা যাচাই করে প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা গ্রহণ করুন। নিজে নিজে কখনোই ঘুমের ওষুধ খাবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে কালো দাগ পড়ায় আমি হতাশ। মলম ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।

উত্তর ঃ এ সমস্যাটি দূর করা অনেক সময় দুরুহ। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রাত জাগবেন না। অ্যালার্জিক ফুড গ্রহণ পরিহার করবেন। বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে পড়ে ফর্সাকারী কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন না। ফেসিয়াল করালে ভেষজ উপাদানকে প্রাধান্য দেবেন।

মাম্পস ভাইরাসজনিত লালাগ্রন্থির সংক্রমন

দুরন্ত বার্তা ঃ মাম্পস হল ভাইরাসজনিত প্যারোটিড নামের লালাগ্রন্থির সংক্রমন। এটি অত্যন্ত সংক্রামক (ছোঁয়াচে)। হাঁচি-কাশির (ড্রপলেট) মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায়। এর ফলে জ্বর, মাথা ব্যথার সঙ্গে কানের সামনে ও নিচে বা চোয়ালের ওপরে দুই পাশে লালাগ্রন্থি ফুলে যায়, খাবার গিলতে বা চিবাতে ব্যথা হতে পারে। এটি সাধারণত শিশু-কিশোর বয়সে বেশি দেখা যায়। তবে বড়দেরও হতে পারে। শীতের শেষ ও বসন্তের শুরুতে বেশি দেখা যায়। বাজারে ভ্যাকসিন আসার আগে এটি প্রচুর দেখা যেত। প্রচলিত এমএমআর (মাম্পস, মিজেলস, রুবেলা) ভ্যাকসিনের কল্যাণে এর প্রকোপ অনেকটাই কমে গেছে। তাই প্রতিটি শিশুকে এই টিকা দেওয়া প্রয়োজন। এক ডোজ ভ্যাকসিন শতকরা ৮০ ভাগ রোগ প্রতিরোধে সক্ষম।

প্রধান লক্ষণ ও উপসর্গগুলো কী কী?

-ভাইরাস শরীরে ঢোকার ১২ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে রোগ প্রকাশ পায়।

-প্রথমে জ্বর, মাথা ব্যথা, গলা ব্যথা, অবসাদ ও ক্ষুধামান্দ্য দেখা যায়। মুখ শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড দুর্বল লাগে।

-এরপর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কানের সামনের ও নিচের অংশে অবস্থিত লালাগ্রন্থিতে ব্যথা ও ফোলা শুরু হয়।

-ফোলা প্রথমে এক পাশে শুরু হয়। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে অপর পাশে ফুলতে দেখা যায়। এই ফোলা ১০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

-কানে ও গলায় ব্যথা হতে পারে।

-১৫ থেকে ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে তেমন লক্ষণ ও উপসর্গ প্রকাশ পায় না। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে কমবেশি হয়। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে লক্ষণ ও উপসর্গ প্রকাশ পেলে সেটি শিশুদের চেয়ে মারাত্মক হয়।

কী কী জটিলতা হতে পারে ঃ সাধারণ লক্ষণ বা উপসর্গের বাইরেও কিছু জটিলতা হতে দেখা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে সাধারণত কোনো লক্ষণ-উপসর্গ ছাড়াই যেকোনো জটিলতা নিয়ে মাম্পস প্রকাশ পেতে পারে।

জটিলতাগুলো-

-অরকাইটিস সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। এতে ছেলেদের অণ্ডকোষ ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা হয়। এক পাশে বা উভয় পাশে হতে পারে। উভয় পাশে হলে পরবর্তী সময়ে বন্ধ্যত্বের আশঙ্কা থাকে। তাই এ ক্ষেত্রে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়া জরুরি।

-ওফোরাইটিস হলে মেয়েদের তলপেটে ব্যথা, জ্বর ও বমি হয়। কিছু ক্ষেত্রে স্তনে প্রদাহ হতে দেখা যায়।

-স্নায়ুতন্ত্রে প্রদাহের কারণে মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস, আর্থ্রাইটিস, নেফ্রাইটিস, থাইরয়েডাইটিস এবং হঠাৎ বধিরতা দেখা দিতে পারে। ভ্যাকসিন যুগের আগে মেনিনজাইটিস, এনকেফালাইটিস এবং শিশুর জন্মপরবর্তী বধিরতার প্রধান কারণ হিসেবে মাম্পসকে ধরা হতো।

-এ ছাড়া আর্থ্রাইটিস, পেনক্রিয়াটাইটিস, মায়োকার্ডাইটিস ইত্যাদি দেখা যেতে পারে।

প্রধান কারণগুলো ঃ প্যারামিক্সো ভাইরাস ফ্যামিলির ভাইরাসের কারণে মাম্পস হয়। এই ভাইরাসটি হাঁচি-কাশি বাতাসের মাধ্যমে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। এ ছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শ বা ব্যবহৃত জিনিসের (ফোমাইট) মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে। তাই এটিকে খুবই ছোঁয়াচে রোগ বলা যায়।

কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

-সাধারণত রোগীর লক্ষণ-উপসর্গগুলো দেখে রোগ নির্ণয় করা যায়।

-এ ছাড়া মাম্পস রোগীর সান্নিধ্যে আসা এবং একই সময় চারদিকে মাম্পস রোগীর আধিক্য এই রোগ নির্ণয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

-গলা এবং কানের পরীক্ষা করে দেখা বা অন্য কোনো কারণে ফোলা কি না দেখা।

-ভাইরাস (আরটি-পিসিআর) এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা যায়।

-ভাইরাস নির্ণয়ের জন্য মুখের বাক্কাল রস পরীক্ষা এবং প্রস্রাব পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়।

-অতীতে মাম্পসের টিকা দেওয়া হয়েছে কি না, তা দেখা।

চিকিৎসা-

-এটি একটি সনিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগ। বেশির ভাগ রোগী দু'এক সপ্তাহের মধ্যে ভালো হয়ে যায়। এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে সরাসরি নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই। রোগের উপসর্গ অনুসারে রোগীর কষ্ট লাঘবে ভাইরাসজনিত অন্য কোনো জটিলতা সৃষ্টি হলে চিকিৎসা প্রয়োজন হয়।

-এই রোগটি ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হওয়ায় অ্যান্টিবায়োটিকের তেমন কার্যকারিতা নেই। শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা ভালো থাকলে নিজে থেকে সেরে ওঠে।

চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগীরা নিচের পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করতে পারেন-

-জ্বর/ ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল বা আইবুপ্রোফেন নিতে পারেন।

-ফোলার জন্য গরম অথবা ঠাণ্ডা সেঁক।

-সেসব খাবার এড়িয়ে চলুন, যেগুলো চিবানোর প্রয়োজন। নরম খাবার খেলে ভালো হয়।

-প্রচুর পরিমাণে জল ও তরল গ্রহণ করুন।

-সংক্রমণ ছড়ানো প্রতিরোধ করতে অন্যদের থেকে আলাদা থাকা।

-খারাপ কোনো লক্ষণ দেখা দিলে বা ব্যথা ও ফোলা বেশি হলে একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

ভিটামিন ডি কেন প্রয়োজন আমাদের

দুরন্ত বার্তা ঃ আমরা সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন 'ডি' পেয়ে থাকি। ক্যালসিয়ামের মাধ্যমে শরীরের হাড় গঠন ও মজবুত শরীর গঠনে এটির ভূমিকার কথা আমরা কমবেশি সবাই জানি। কিন্তু ২০০০ সালের শুরুর দিকে শরীরে ভিটামিন 'ডি'র অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।

রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভিটামিন 'ডি'র ভূমিকা ঃ সম্পূরক ভিটামিন 'ডি' রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, শ্বাসতন্ত্রের কোষের ওপর ভিটামিন 'ডি'র প্রভাব রয়েছে, যা জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশন রোধে ভূমিকা রাখে। যেকোনো জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া আমাদের শরীরে ঢুকলে রোগ প্রতিরোধের অন্যতম উপাদান ম্যাক্রোফেজ সক্রিয় হয়ে ওঠে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে ভিটামিন 'ডি' এই ম্যাক্রোফেজকে আরও সক্রিয় করে দেয়, যাতে এটি দ্রুত সাড়া দেয়।

ম্যাক্রোফেজের পরিপূর্ণ গঠনেও সাহায্য করে ভিটামিন 'ডি' ঃ ভিটামিন 'ডি' আমাদের শরীরে ক্যাথেলিসিডিন নামের একটি প্রোটিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, যা আমাদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং শ্বাসতন্ত্রকে যক্ষ্মার জীবাণু, বিভিন্ন পজিটিভ, নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ভিটামিন 'ডি'র অভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এজাতীয় অন্যান্য রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়, যা পরবর্তী সময়ে অ্যাজমার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, যদি সম্পূরকভাবে ভিটামিন 'ডি' দেওয়া হয়, তাহলে শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের হার কমে।

বয়স্কদের ওপর ভিটামিন 'ডি'র প্রভাব ঃ দীর্ঘমেয়াদি ভিটামিন 'ডি'র অভাব বয়স্কদের যেকোনো ধরনের সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে থাকে। বিশেষ করে যাঁরা করোনাসহ বিভিন্ন শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন। হাড়ের জন্য ভিটামিন 'ডি' খুবই উপকারী। দীর্ঘমেয়াদি ভিটামিন 'ডি'র অভাবে হাড়ে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হয় এবং হাড় পাতলা হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় অস্টিওপোরোসিস।

শিশুদের ওপর ভিটামিন 'ডি'র প্রভাব ঃ বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে বাড়ন্ত শিশু-সব পর্যায়ে ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি রয়েছে। যেসব শিশু মায়ের দুধ খায় তাদের ভিটামিন 'ডি'র দৈনিক চাহিদা ৪০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট (আইইউ)। কিন্তু মায়ের দুধ খাওয়ার পরেও তাদের ঘাটতি থেকেই যায়। এসব শিশুর ভিটামিন 'ডি'র চাহিদা পূরণের জন্য ছয় মাস পর ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ ফর্মুলা দুধ দেওয়ার কথাও বলেছে গবেষণাটি। এ ছাড়া বাড়ন্ত শিশুর দৈনিক চাহিদা ৬০০ আইইউ, যা পূরণ করতে হলে তাদের দৈনিক এক হাজার মিলি দুধ খেতে হবে। এই ঘাটতি দূর করার জন্য তাদেরও ভিটামিন 'ডি' সম্পূরক ডোজের দরকার আছে।

গর্ভবতী মহিলাদের ভিটামিন 'ডি'র প্রভাব ঃ গর্ভবতী মায়েদের ওপর ভিটামিন 'ডি'র ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গর্ভবতী মায়েদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে। এ কারণে বিভিন্ন ধরনের রোগ সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকেন তাঁরা। তাঁদের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়াতে ভিটামিন 'ডি' দরকার। এ ছাড়া তাঁদের প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম দরকার। আর ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে ভিটামিন 'ডি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব গর্ভবতী মা ভিটামিন 'ডি'র অভাবে থাকেন, তাঁদের সন্তানদের জন্মের পর শ্বাসতন্ত্রের ইনফেকশনের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

ভিটামিন 'ডি' সমৃদ্ধ খাবার ঃ স্যামন বা টুনা মাছ, দুধ, ডিম, চিজ, মাশরুম, অরেঞ্জ জুস, ইয়োগার্ট ইত্যাদি খাবারে ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়।

প্রতিদিন কী পরিমাণ ভিটামিন 'ডি' দরকার ঃ নির্ভরযোগ্য তথ্য মতে, প্রতিদিন ৪০০ ওট (ওট বা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট) ভিটামিন 'ডি'র প্রয়োজন। তবে আপনার কী পরিমাণ ভিটামিন 'ডি' দরকার, সেটি নির্ভর করে রক্তে কী পরিমাণ ভিটামিন 'ডি' রয়েছে তার ওপর। গবেষণায় দেখা গেছে, দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বেশির ভাগেরই ভিটামিন 'ডি'র ঘাটতি রয়েছে। এ ছাড়া ভিটামিন 'ডি'র উৎস সহজলভ্য নয়। এ কারণে ঘাটতি পূরণে আমাদের স্বাভাবিক খাবারের পাশাপাশি এক হাজার থেকে চার হাজার আইইউ ভিটামিন 'ডি' সম্পূরকভাবে দৈনিক খাওয়ার কথা গবেষণায় প্রস্তাব করা হয়েছে।

সূর্যের আলো থেকে ভিটামিন 'ডি' ঃ ভিটামিন 'ডি'র অত্যন্ত সহজলভ্য একটি উৎস হচ্ছে সূর্যের আলো। কিন্তু এটি থেকে কিভাবে ভিটামিন 'ডি' পেতে পারি এই বিষয়ে সঠিক তথ্য অনেকেরই জানা নেই। সূর্যালোক থেকে ভিটামিন 'ডি' পেতে বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি। আমাদের ত্বকের রং, শরীরের কোন অংশ সূর্যালোকে সংস্পর্শে আসছে, কত সময় সূর্যালোকে অবস্থান করছি- এসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে।

গবেষণার তথ্য মতে, সাদা ত্বকের ক্ষেত্রে ১৫ মিনিট ও কালো বা বাদামি ত্বকের ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা দিনের মধ্যভাগে এবং প্রখর সূর্যালোকে অবস্থান করলে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'ডি' পাওয়া যায়। শরীরের পিঠের অংশ উন্মুক্ত থাকলে বেশি ভিটামিন 'ডি' পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

আধুনিক বোলপুর

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ আগস্ট ঃ রবীন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য মনীষী স্মৃতি বিজড়িত স্টেশন ঢেলে সাজাবে রেল দপ্তর। ১৮৬০ সালে স্থাপিত বোলপুর শান্তিনিকেতন রেলওয়ে স্টেশন থেকে স্টেশন যাত্রা করেন রবীন্দ্রনাথ। সেই কামরা স্টেশন সংলগ্ন গীতাঞ্জলী মিউজিয়ামে রাখা আছে। মহাত্মা গান্ধী এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মনীষীরা এই স্টেশন ব্যবহার করেন। রবিবার বোলপুর স্টেশনেরও শিলান্যাস করেন প্রধানমন্ত্রী। রেল দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বোলপুরের বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ২১.১০ কোটি টাকা। বর্ধমান - সাহেবগঞ্জ লুপ লাইনে রামপুরহাট স্টেশন সব থেকে ব্যস্ততম স্টেশন। সব দিক বিবেচনা করেই রামপুরহাট স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানান রেলওয়ে আধিকারিকেরা। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের জন্য ৩৮.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ২০২৪ সালের ৩০ মার্চের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা হবে। অত্যাধুনিক এই স্টেশনে থাকছে দ্বিতীয় বিলাসবহুল প্রবেশদ্বার। থাকছে একাধিক লিফট এবং চলমান সিঁড়ি। যানবাহন রাখার জন্য পারকিং এরিয়া করা হবে। অত্যাধুনিক শৌচালয় নির্মাণ করা হবে এই প্রকল্পে। এছাড়া এলাকার সৌন্দর্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা হবে। স্টেশন চত্বরে থাকছে সবুজায়ন প্রকল্প। উল্লেখ্য, রবিবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এই স্টেশনের পুনর্বিকাশ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশাপাশি প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা প্রমুখ।

চিতার হামলায়

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ৬ আগস্ট ঃ নাগরাকাটার চ্যাংমারি চা বাগানে কাঁচা চা পাতা তোলার সময় চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক মহিলা চা শ্রমিক। রবিবার চ্যাংমারি চা বাগানের আপার ডিভিশনে চিতাবাঘের হামলার এই ঘটনাটি ঘটে। জখম মহিলার নাম শশীকলা পান্না। তাঁর বাড়ি আপার চ্যাংমারির ডিপা লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলা বাগানের পিডি ৯৩ বি নামে একটি সেকশনে কাঁচা পাতা তুলছিলেন। অতর্কিতে সেখানে আগে থেকেই ঘাঁটি গেড়ে থাকা একটি চিতাবাঘ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অল্প কিছুক্ষণের জন্য মানুষ-চিতাবাঘের ধ্বস্তাধস্তিও হয়। পরে চিতাবাঘটি চম্পট দেয়। অন্য শ্রমিকরা শশীকলা দেবীকে উদ্ধার করে বাগানের হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ তাঁকে সুলকাপাড়া গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যায়। চ্যাংমারি চা বাগানের সহকারী ম্যানেজার সঞ্জীব দেবনাথ বলেন, শ্রমিকদের কাজের সময় সবসময়ই সতর্ক থাকতে বলা হয়। এদিনের ঘটনাটি নিমেষের মধ্যে ঘটে যায়। খুনিয়ার রেঞ্জার সজল দে বলেন, আহতর চিকিৎসার খরচ বন দপ্তরই বহন করছে।

অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৬ আগস্ট ঃ কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সারা রাজ্যের সাথে সাথে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ। কোলাঘাট ব্লকের দেউলিয়া বাজার সংলগ্ন ৬ নম্বর জাতীয় সড়কের সামনে চলে ওই বিক্ষোভ। উপস্থিত ছিলেন মৎস্য মন্ত্রী বিপ্লব রায়চৌধুরী, জেলা পরিষদের মেন্টর অসিত ব্যানার্জি, তমলুক সাংগঠনিক জেলা ছাত্র যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রসেনজিৎ দে। এদিন গোপালনগর অঞ্চলের সিপিএমের গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী প্রার্থী জাহেদুল মন্ডল সিপিএম ছেড়ে যোগদান করেন তৃণমূল কংগ্রেসে।

তৃণমূলের মঞ্চ থেকেই নিজের কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরলেন বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, গঙ্গারামপুর, ৬ আগস্ট ঃ তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভ মঞ্চের সামনে গিয়ে বক্তব্য রাখলেন বিজেপি বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তৃণমূলের দাবি মত নিজের কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরেন বিজেপি বিধায়ক। তিনি বলেন, বাংলার মানুষের জন্য টাকা আসুক আমি চাই। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার বসে আলোচনা করুক। ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়েছে। হাইকোর্টের আপত্তিতে ঘেরাও ও কর্মসূচির বদলে রবিবার রাজ্যজুড়ে ব্লকে ব্লকে বিজেপি নেতাদের বাড়ির অদূরে অবস্থান বিক্ষোভে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, রবিবার গঙ্গারামপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে বাতাসকুড়ি মোড়ে মঞ্চ তৈরি করা হয়। বেলা ১২টা নাগাদই তৃণমূল নেতা-কর্মীরা অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। অবস্থান বিক্ষোভ থেকে বিজেপি বিধায়কের কাছের বঞ্চনার কারণ জানতে চায় তৃণমূল। এমনকি বাংলার মানুষের জন্য তিনি কি করেছেন তাও জানতে চাওয়া হয়। অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গারামপুর থেকে বাতাসকুড়ির বাড়ি ফিরছিলেন বিজেপির বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। সেসময় সতেন বাবু তৃণমূলের কর্মীদের কাছ থেকে মাইক্রো ফোন নিয়ে বক্তব্য রাখেন যে, তিনি কি কি কাজ করেছেন। সে বিষয়গুলি তুলে ধরেন। তৃণমূলের অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি বিধায়ক তার উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরায় কিছুটা ক্ষুব্ধ হন তৃণমূলীরা। এতে বিধায়ক সতেন বাবু বলেন, বাংলার মানুষের জন্য টাকা আসুক আমি চাই। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার বসে আলোচনা করুক। স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে এনিয়ে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, একুশের মঞ্চ তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। বিজেপি নেতাদের বাড়ি ঘেরাও অভিযান। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী ৫ আগস্ট কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ যত বিজেপি নেতা-কর্মী আছেন, তাঁদের বাড়ির বাইরে ঘেরাও অভিযান করবেন তৃণমূল কর্মীরা। ব্লক স্তর থেকে শুরু করে বুথ স্তর পর্যন্ত, ছোট, বড়, মেজো সব বিজেপি নেতার বাড়ি ঘেরাও করা হোক। অভিষেকের বক্তব্য ছিল, ওই বিজেপি নেতার বাড়ির কোনও বয়স্ক সদস্য থাকলে তাঁরা যাতায়াত করতে পারবেন। কিন্তু ওই বিজেপি নেতা যেন বাড়ি থেকে বেরোতে না পারে। কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ৩৪১ ব্লকের সব বুথে এই কর্মসূচি চেয়েছিলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক। যদিও পরে সেই কর্মসূচি কিছুটা শুধরে দেন তৃণমূল সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানান, অভিষেক যে কর্মসূচির কথা বলেছে, সেটা আমি বলব শুধু ব্লক স্তরেই করো। কিন্তু বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে অন্তত ১০০ মিটার দূরত্ব রেখে করো। যাতে যাতায়াতে অসুবিধা হয়। যাতে কেউ বলতে না পারে আমাদের হ্যারাস করা হয়েছে। মমতার কথায়, ওটা প্রতীকী ঘেরাও হোক। জল গড়ায় আদালতে। আদালতের ভর্ৎসনার পর দিন বদলে ৬ আগস্ট অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল নেতৃত্ব। আজ ব্লকে ব্লকে সেই কর্মসূচিই পালন করছে তৃণমূল।

নদীর জল বাড়ায় ভাঙনের আতঙ্ক ঝাড়গ্রাম জেলায়

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৬ আগস্ট ঃ প্রতি বর্ষায় নদী ভাঙনই ভবিতব্য বাংলার কিছু কিছু জনপদের। একই অবস্থা ঝাড়গ্রামেও। প্রতিবছরই বর্ষায় এখানে সুবর্ণরেখা নদীতে জলস্তর বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই ভাঙন শুরু হয়ে যায়। তবে সেই ভাঙনের গ্রাসে সবচেয়ে বেশি পড়তে হয় ঝাড়গ্রামের সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী এলাকার মানুষজনদেরই। এবছরও এর কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। নদীর জলস্তর বৃদ্ধি পেতেই ভাঙন শুরু হয়ে গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের গড়ধোরা এলাকার সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী গ্রামগুলিতে। নদী গিলে খাচ্ছে ঘরবাড়ি থেকে চাষের জমি। কার্যত নিরাশ্রয় বহু মানুষ। প্রতি বছরের একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভ বাড়ছে ওই সমস্ত এলাকার মানুষের মধ্যে। ওখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, ২০০৭ সালে এলাকার সব থেকে বড় বন্যায় পাঁচটি বাড়ি ও প্রায় তিন একর জমি নদীর গর্ভে চলে গিয়েছিল। নদীর পাড়ে এখনও কিছু বাড়ি রয়েছে যেগুলি বেশি বৃষ্টি হয়ে নদীতে জল বাড়লেই নদীগর্ভে চলে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে তাঁরা আতঙ্কেই রয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও কোনও রকম সুরাহা এখনও হয়নি। গত কয়েকদিনের এই বৃষ্টিতে যদি সুবর্ণরেখা নদীতে জল বাড়ে তাহলে নদীর পাড় ভেঙে বন্যাকবলিত হয়ে পড়তে হবে এলাকার বাসিন্দাদের। তাঁরা তাই দ্রুত কংক্রিটের পাড় বাঁধার দাবি জানাচ্ছেন। এ বিষয়ে সাঁকরাইল ব্লকের বিডিও রোহন ঘোষ বলেন, আমি শুনেছি ঘটনাটা, ব্যাপারটা আমাদের নজরেও আছে। আমরা অঞ্চলের সঙ্গে কথা বলে মানুষ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার যথাযথ ব্যবস্থা আমরা করছি। যদিও প্রশাসনিক আশ্বাস মেলার পরও আশ্বস্ত হতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। তারা এখন নদীর জল যাতে কমে যায় সেই প্রার্থনা করছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনায় প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ আগস্ট ঃ পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ১০০ দিনের টাকা আটকে রাখা সহ রাজ্যের প্রতি বিভিন্ন বঞ্চনার প্রতিবাদে সারা রাজ্যের সাথে পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে রবিবার বিভিন্ন ব্লকে ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিনের বিধায়ক স্বপন দেবনাথের নেতৃত্বে হেমাতপুর মোড়, ধাত্রীগ্রাম মোড় প্রভৃতি জায়গায় অবস্থান বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। এদিন স্বপন বাবু, ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা আটকানো ও দেশ জুড়ে অস্থিরতার সৃষ্টি করার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। রাজ্যের পাওনা টাকা কেন্দ্র সরকার না দিলে এর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুশিয়ারী দেন। এদিন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাসের নেতৃত্বে কার্জন গেট চত্বরে একটি বিক্ষোভ সভার আয়োজন করা হয়। বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি রাসবিহারী হালদার, শহর সভাপতি তন্ময় সিংহ রায়, জেলা পরিষদের মেন্টর উজ্জ্বল প্রামাণিক, সাধারণ সম্পাদক আজিজুর রহমান সহ অরুপ দাস, সনৎ বক্সি, ইন্তেখাব আলম, স্বীকৃতি রায় সহ বিভিন্ন তৃণমূল নেতৃত্বগন। এদিন একই ইস্যুতে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জামালপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন সিধু কানু মূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান,কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি শাহাবুদ্দিন মন্ডল সহ তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি প্রধান উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য, জেলা পরিষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি দেবু টুডুর নেতৃত্বে বর্ধমান ২ ব্লকের উল্লাস মোড় এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভে বসেন ওই ব্লকের তৃণমূল নেতৃত্বরা। রাজ্য সরকারের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বঞ্চনার প্রতবাদে দেবু টুডু এদিন তীব্র ভাষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমন করেন। এদিন মেমারি শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মেমারি চকদিঘী মোড়ে মঞ্চ বেঁধে অবস্থান-বিক্ষোভ সামিল হন শহর তৃণমূলের নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি স্বপন ঘোষাল, সহ-সভাপতি আশীষ ঘোষ দস্তিদার, আইএনটিটিইউসি সভাপতি শেখ আশরাফ, যুব সভাপতি সৌরভ সাঁতরা, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ, ছাত্র নেতা মুকেশ শর্মা, মেমারি ১ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি অজিত কুমার সিং সহ সমস্ত ওয়ার্ডের সভাপতি সহ কর্মী-সমর্থকবৃন্দ।

ফের পুকুরে উদ্ধার ব্যালট বাক্স

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ আগস্ট ঃ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও এলাকায় পুকুরের মধ্যে পড়ে রয়েছে ব্যালট বাক্স। স্থানীয় বাসিন্দারা আজ পুকুর থেকে উদ্ধার করেছে তিনটি ব্যালট বাক্স। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের জিরানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমপুর এলাকায় ২৭৭ নাম্বার বুথে স্থানীয় একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় এই ব্যালট বাক্সগুলি। গত ৮ জুলাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ২৭৭ নম্বর বুথে ব্যালট বাক্স লুটের অভিযোগ উঠেছিল। প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলে সেই বাক্সের কোন হদিশ মেলেনি। অবশেষে আজ স্থানীয় বাসিন্দারা পুকুরে স্নান করতে নামলে এই ব্যালট বক্স তিনটি উদ্ধার হয়। সেই ব্যালট বাক্স উদ্ধার করার পর স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে খবর দিলেও এখনও পর্যন্ত পুলিশ সেই ব্যালট বাক্স উদ্ধার করতে কোনরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দা সুজন দেব জানান, নির্বাচনের দিন দুষ্কৃতীরা এই ব্যালট বাক্স তিনটি লুট করে পুকুরে ফেলে দেয়। নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রায় এক মাস পেরিয়ে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই ব্যালট বক্স তিনটি পুকুর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তিনি বলেন আজ তার দাদার সঙ্গে তিনি পুকুরে নামলে পুকুর থেকে ব্যালট বাক্স তিনটি উদ্ধার হয়। কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের বিডিও নৃপেন বিশ্বাস জানান, ২৭৭ নাম্বার বুথে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৭৭, ২৭৯, ২৮০ নম্বর বুথে পুনঃনির্বাচন হয়েছিল। আজ ২৭৭ নাম্বার বুথে তিনটি ব্যালট বাক্স উদ্ধার হয়েছে। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, পুলিশ ব্যালট বাক্স তিনটি নিয়ে আসবে।

আক্রান্তের বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৬ আগস্ট ঃ কোচবিহার শহরে একের পর এক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। কোচবিহার পৌরসভার ৮ নম্বর এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের পর এবার ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কোচবিহার পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের এক মহিলা। গত ১৬ দিন ধরে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত ওই মহিলা বাড়িতেই তার চিকিৎসা করছিলেন। রবিবার কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ওই মহিলার বাড়িতে যান। স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে তিনি পরিবারের সকলের রক্ত পরীক্ষা করার পরামর্শ দেন। কোচবিহারে একের পর এক ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় দুশ্চিন্তায় রয়েছে কোচবিহার বাসী। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, পৌরসভার পক্ষ থেকে ওই মহিলার বাড়ির আশেপাশের সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করা হয়েছে। এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

নদীয়া জেলাজুড়ে বিক্ষোভ-সমাবেশ করল তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ আগস্ট ঃ একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে প্রকাশ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতাদের বাড়ির ঘেরাও তথা বিজেপি নেতাদের বাড়ির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিলেন। অবশেষে আদালতের নির্দেশে সেই কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য হয় তৃণমূল। পরবর্তীকালে সেই তৃণমূল সুপ্রীমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০ দিনের কাজের টাকা না দেওয়া সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে রবিবার অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচীর ডাক দেয়। সেইমতো রবিবার নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর সহ নদীয়ার বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের তরফে আয়োজিত হয় এই বিক্ষোভ কর্মসূচী। এদিন শান্তিপুর বি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে শান্তিপুরে, আড়পাড়া গ্রামের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকারের বাড়ির কিছুটা দূরত্বে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করে তৃণমূল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সহ জেলা স্তরের একাধিক নেতৃত্ব। পাশাপাশি কৃষ্ণনগরের পৌরসভার সামনেও একই কর্মসূচী পালন করে তৃণমূলের তরফে। তেমনি নবদ্বীপ শহর ও ব্লক জুড়েও পালিত হলো এই কর্মসূচী তৃণমূলের তরফে। এদিন নবদ্বীপ শহরের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র রাধাবাজার এলাকায় শহর তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে অনুষ্ঠিত হয় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচী। উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, ছিলেন নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, শহর তৃণমূলের সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ পাল, শহর যুব তৃণমূলের সভাপতি সুজিত সাহা-সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও অসংখ্য কর্মী-সমর্থক। তৃণমূলের দাবী মণিপুরে যে ধরনের হিংসার ঘটনা ঘটেছে সেই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে আমরা এদিন বিক্ষোভ সমাবেশ করছি। শুধু তাই নয়, এই অপদার্থ কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করে সাধারণ মানুষের আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের সাধারণ গরীব মানুষের হকের পাওনা টাকা আটকে রেখেছে। অবিলম্বে সেই টাকা আমরা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী আগামী দিনে মানুষ এই নীতিহীন, জনবিরোধী, গরীব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া বিজেপিকে ছুড়ে ফেলে দেবে। আর জন্য মানুষ এখন থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। নয় বছরে এই মোদি সরকার সাধারণ মানুষের জন্য কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করেনি, তাই আগামী দিনে এই সরকারের পতন নিশ্চিত। আর এটা বুঝতে পেরেই মোদি বিরোধীদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার সহ কন্ঠরোধের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে জয় ইন্ডিয়ার হবে।

খুনের হুমকি চিঠি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ আবারও প্রধান হলে সপরিবারে খুন! হুমকির চিঠি তৃণমূলের নব নির্বাচিত জয়ী প্রার্থী তথা প্রাক্তন প্রধান সীমা রায় ও তার স্বামীকে। প্রধান হয়েও শান্তি হয়নি? সোনা, জমিবাড়ি করার পরেও শান্তি হচ্ছে না? এবার ছাদের বাড়ি ও গাড়ি লাগবে। ক্ষমতার বলে প্রধান হবে, হও। কিন্তু মনে রেখো তোমার দুটি শিশু আছে, তাদের দিকে তাকাও। ধাপে ধাপে প্রধান ও তাঁর স্বামীকে এবং পরে সন্তানদের মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনই হুমকির চিঠি পেয়ে পুলিশ দ্বারস্থ প্রাক্তন প্রধান সীমা রায়। ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। জানা যায়, বিদায়ী প্রধান সীমা রায়কে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে এমনই চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে প্রেরক হিসেবে নাম রয়েছে ধূপগুড়ি পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনীতা রায়ের। চিঠি হাতে পেয়েই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সীমার পরিবার।

শত্রুঘ্নকে কটাক্ষ করলেন অগ্নিমিত্রা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৬ আগস্ট ঃ রেলের তরফে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। আসানসোলে ছিলেনও। তবু অমৃত ভারত প্রকল্পে স্টেশন আধুনিকীকরণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির হলেন না আসানসোলের তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। অনুষ্ঠানস্থল থেকেই এই নিয়ে কটাক্ষ করেন আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল সরকারের রাজনৈতিক সৌজন্যবোধ নেই। রাজ্যের সরকারি অনুষ্ঠানে বিজেপি বিধায়ক বা সাংসদদের আমন্ত্রণ করা হয় না। কিন্তু কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিধায়ক বা সাংসদদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও সেখানে হাজির থাকার সৌজন্যও দেখালেন না। পালটা তৃণমূল সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা জানান, ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের থেকেও অনেক জরুরি কাজ ছিল, তাই যাননি। তবে অনুষ্ঠানে না থাকলেও অমৃত ভারত প্রকল্পের রেল স্টেশন আধুনিকীকরণের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন শত্রুঘ্ন সিনহা। তাঁর অভিযোগ, সরকারি অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী। ইন্ডিয়া জোট তৈরি হওয়ার পর সরকারি-বেসরকারি সব অনুষ্ঠানেই এরকম কথা বলে যাচ্ছেন। শত্রুঘ্ন সিনহার বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী নিজেও জানেন, তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছে। বলেছিলেন, কালা ধন ফিরিয়ে আনবেন, আসেনি। বলেছিলেন, দু'কোটি বেকারের চাকরি দেবেন, হয়নি। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, কৃষকদের আয় দু'গুণ হবে বলেছিলেন, উলটো হয়েছে। যেখানেই যাচ্ছেন আসল ইস্যু থেকে দিকভ্রান্ত করতে উলটোপালটা কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর ৫০৮টি রেল স্টেশনের আধুনিকীকরণের শিলান্যাস করা প্রসঙ্গে কটাক্ষ করেন তিনি। তৃণমূল তারকা সাংসদের শ্লেষ, প্রধানমন্ত্রীর আর কি কোনও কাজ নেই? এটা তো রেলমন্ত্রীর করার কথা। তাঁকেই সব কাজ করতে হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য বিরোধীদের বা ইন্ডিয়া জোটের অনেক যোগ্য ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। কিন্তু মোদিজি এনডিএ জোটের একটাই মুখ। ওঁর কিছু হয়ে গেলে গোটা দলটা সামাল দেবার লোক নেই। উল্লেখ্য, অমৃত ভারত স্টেশন আধুনিকীকরণ স্কিমে বিশ্বমানের স্টেশন হবে আসানসোল। আসানসোল রেল ডিভিশনের ৫টি স্টেশনকে আধুনিকীকরণ করা হবে। আসানসোল, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বর, শিমুলতলা, কুমারডুবি স্টেশনের জন্য ১১৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র আসানসোলের জন্যই বরাদ্দ ৪৩১ কোটি টাকা। অত্যাধুনিক যাত্রীনিবাস, শপিং মল, ফুডকোর্ট, ক্যাফেটেরিয়া প্রতিটি প্ল্যাটফর্মে এসকেলেটের, লিফট থাকবে। সারা দেশের ৫০৮ টি স্টেশনের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আসানসোল স্টেশনের মঞ্চে রয়েছেন ডিআরএম চেতনানন্দ সিং, আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, কুলটির বিধায়ক ডাক্তার অজয় পোদ্দার ও রেলের আধিকারিকরা। এদিনের মঞ্চে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, কেন্দ্রের স্কিম থেকে রাজ্যের মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এ রাজ্যের সরকার মানুষকে বঞ্চিত করছেন কেন্দ্রের স্কিমগুলি থেকে। এ রাজ্যে বন্দে ভারতকে পাথর ছোঁড়া হচ্ছে। যা খুব দুঃখজনক।

পথনাটিকায় সাইবার সচেতনতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ আগস্ট ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় অনুষ্ঠিত হলো সাইবার সচেতনতামূলক একটি পথনাটিকা। নিজের দাযিত্বে সাইবার সুরক্ষা শীর্ষক ওই পথনাটিকার বিষয়বস্তু ছিল আইনি মাধ্যমে সাইবার সচেতনতা ও সুরক্ষা। কি কি অপরাধ সাইবার বুলিং-এর মধ্যে পড়ে, সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে কি করণীয়, সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার সেই বিষয়ে শিক্ষামূলক বার্তা দেওয়া হয় ওই পথনাটিকার মাধ্যমে। এই সাইবার সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানটিতে 'ইন্টারনেটের গলদ, ধরতে না পারলেই বলদ' এই আকর্ষনীয় ট্যাগলাইনটি দেওয়া হয়েছিল পথচারীদের কৌতুহল জাগানোর উদ্দেশ্যে। বর্ধমানের পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুপ্রভাত চক্রবর্তী, প্রবেশনার আইপিএস শ্রীনিবাস এম পি এবং বর্ধমান পৌরসভার ২১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্যামাপ্রসাদ ব্যানার্জি সহ অন্যান্যদের বিশেষ সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানটি পূর্ণমাত্রা পায়। পথনাটিকাটিতে অংশগ্রহন করেন অয়ন রায়, দেবলীনা নাথ, নম্রতা মুখার্জী, রুপাঞ্জনা সামন্ত, শুক্লা দাস, শ্রেষ্ঠা মুখার্জী, শাঁওলি সিংহ রায়, সায়ম কৃষ্ণ দেব। এরা প্রত্যেকেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিনিউকেশন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রছাত্রী। পথনাটিকাটির তত্ত্বাবধনা করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের প্রধান ডঃ রাজেশ দাস। প্রগতির সাথে তাল মেলাতে এখন ইন্টারনেট ছাড়া কোন রাস্তা নেই। আর অসচেতনভাবে কিম্বা অজ্ঞানতার কারনে ইন্টারনেটে ব্যবহার করে সাইবার ক্রাইমের শিকার হচ্ছেন বহু মানুষ। তাই মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই তারা সাইবার সুরক্ষার বিষয়টি বেছে নিয়ে এই পথনাটিকাটি আয়োজন করেছেন। আগামি দিনে মেমারি, জামালপুর ও রায়নাতে এই অনুষ্ঠান করবেন বলে জানিয়েছেন মাস কমিনিউকেশন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী নম্রতা মুখার্জী।

কোচবিহারে ধল্লানদীর ধারে মহিলার দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মাথাভাঙ্গায়। রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা জোরপাটকি অঞ্চলের হাসানের ঘাটে শ্মশানের পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয়ের মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তারা খবর দেয় পুলিশকে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে মৃত মহিলার বয়স ৩০-৩২ হবে।

বনকর্মীদের 'গাছে বেঁধে' শাস্তি

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৬ আগস্ট ঃ রাতের অন্ধকারে এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দাঁতাল। বারবার ফোন করলেও এলাকায় আসেননি বিট অফিসার কিংবা বনকর্মীদের কেউ। তাই সকালে বনকর্মীদের দেখা পেয়ে 'শাস্তি' দিলেন আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা। পুরুলিয়া বনবিভাগের আড়ষা বনাঞ্চলের বিট অফিসার-সহ তিন বনকর্মীকে গাছে বেঁধে রাখলেন ঘাটিয়ালির বাসিন্দারা। পুরুলিয়া বনবিভাগের আড়ষা বনাঞ্চলের অন্তর্বর্তী অযোধ্যা পাহাড় লাগোয়া ঘাটিয়ালি গ্রাম। ওই গ্রামে বুনো দাঁতাল হাতি গ্রামে ঢুকে যায়। বাড়ি ভাঙে। আড়ষা রেঞ্জে জানান গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, হাজারবার হাতি হানার খবর জানানো হলেও কোনও বনকর্মী বা বিট অফিসার আসেননি। এরপর রবিবার সকালে বিট অফিসার-সহ ৩ বনকর্মী গ্রামে যান। তাঁদের দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীরা। তাঁদের গাছে বেঁধে রাখেন স্থানীয়রা। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত দু'ঘণ্টা বেঁধে রাখা হয় তাঁদের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় আড়ষা থানার পুলিশ। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা কথা বলেন। বিট অফিসার-সহ বনকর্মীদের বাঁধনমুক্ত করা হয়। আড়ষা রেঞ্জ আধিকারিক গিরিধন রায় তাঁর দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করেন না বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। যদিও বনদপ্তরের দাবি, কোথায় হাতি ঢুকছে, তা এসএমএসের মাধ্যমে সতর্ক করা হয়। দাঁতাল গ্রামে ঢুকেছে বনদপ্তরের কাছে এমন খবর ছিল না। পুরলিয়া বনবিভাগের ডিএফও কার্তিকায়েন এম কয়েকদিন ছুটিতে রয়েছেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন এক্সটেনশন ডিএফও নিতাই সাহা। তিনি বলেন, গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন বনকর্মীরা যাননি দেখা হচ্ছে। লোকালয়ে হাতি যাতে না ঢোকে, সে বিষয়ে পুরুলিয়া বনবিভাগ সতর্ক। কীভাবে কী হল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বর্তমানে ওই দাঁতাল হাতিটি অযোধ্যা পাহাড় লাগোয়া বামনিতে রয়েছে। মাঠা রেঞ্জের ঢাকা মৌজায় একটি, ঝালদার খামার মৌজায় ৩টি, বাঘমুণ্ডির পিরোরগরিয়া এবং পেরেতোরাংয়ে ১টি হাতি রয়েছে।

১৩ বছরের ছেলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ আগস্ট ঃ এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাহীপাড়া এলাকায়। মৃত কিশোরের নাম প্রতীক বর্মন(১৩)। সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র ছিলো সে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির উঠানে খেলা করছিলো প্রতীক। তারপর হঠাৎই বাড়ির একটি মন্দিরের পাশে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান বাড়ির সদস্যরা। খেলার ছলেই এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে অনুমান।

OFFICE OF THE COUNCILLORS
DHULIYAN MUNICIPALITY
Address:- Dhuliyan Main Road, PO-Dhuliyan, Dist-Murshidabad, Pin-742202
E-mail: dhuliyanmunicipality@gmail.com //
Chairman: +91 9733054333
Memo No:- 1599/DM, Date:- 2/08/2023

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে ধুলিয়ান পৌরসভার নাগরিকবৃন্দদের জানানো যাইতেছে যে ধুলিয়ান পৌরসভার কর্তৃপক্ষের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শহর সার্বিক ভাবে উন্মুক্ত শৌচ ও উন্মুক্ত মুত্রত্যাগ বিহীন(Open Defecation free+ & Open Urination Free) রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। নাগরিকবৃন্দদের নিকট স্বচ্ছতার এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সহযোগিতা আহ্বান জানানো হইল।

উন্মুক্ত স্থানে কোনও ব্যক্তি শৌচত্যাগ করিলে ১০০ টাকা ও উন্মুক্ত স্থানে কোনও ব্যক্তি মূত্রত্যাগ করিলে ৫০ টাকা জরিমানা করা হইবে।

আদেশানুসারে,
পৌরপিতা
ধুলিয়ান পৌরসভা

NAME CHANGE

I Monali Roy, W/o Bilas Chandra Roy, R/o 72/31 K.N.MUKHERJEE ROAD P.O. Talpukur, Barrackpore P.S.-Titagarh ,Dist North 24 parganas,through affidavit No 1321 Dt 25.04.23 before the court of Ld 1st class judicial magistrate Barasat , do hereby declare that my name is MONALI ROY. Henceforth, Monali Roy and Sonali Roy is one & same identical person.

Name Change

I BANU BIBI W/O NIZAMUDDIN R/O 23 GALI GHAT ROAD, KAMARHATI, BARRACKPORE -700058, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUNNI KHATUN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023. BANU BIBI AND MUNNI KHATUN ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I GULZAR AHMED, S/O SK NASIB, R/O 16/1D, TOPSIA ROAD SOUTH, P.O GOBINDA KHATICK ROAD, P.S. TOPSIA, DIST-KOLKATA, PIN-700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK GULZAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023.GULZAR AHMED AND SK GULZAR ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD MOHIBUR RAHAMAN & MD MAHIBUR RAHAMAN KHAN, S/O MONOWAR ALI KHAN, R/O VILL - SAMLA, P.O. RAYKHAN, P.S. HAROA, BASIRHAT-743425, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOHIBUR RAHAMAN KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023.MD MOHIBUR RAHAMAN & MD MAHIBUR RAHAMAN KHAN & MD MOHIBUR RAHAMAN KHAN ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I JUNGOO, S/O SAIKH SAUKAT HOSSAIN, R/O 6, RIFLE RANGE ROAD, PALM AVENUE, BALLYGUNGE, KOLKATA-700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JUGNOO, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1 CLASS JUDICIAL MAGISTRATE ALIPORE COURT ON 04/08/2023.JUNGOO AND JUGNOO ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SUJOY KUMAR GHOSHAL, S/O LATE SWAPAN GHOSHAL, R/O 269, KOTRUNG, G.T. ROAD, HINDMOTOR, UTTARPARA, HOOGHLY, P.S. UTTARPARA, PIN- 712233, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUJOY GHOSHAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023. SUJOY KUMAR GHOSHAL AND SUJOY GHOSHAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD ASIF IQBAL, S/O GHOLAM ROSOOL, R/O 92, WEST CHOWBAGA GULSHAN COLONY, VTC- VIP NAGAR, P.O VIP NAGAR, DISTRICT - SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700100, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASIF IQBAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023.MD ASIF IQBAL AND ASIF IQBAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD KUTUBUDDIN MONDAL, S/O ABDUL RASID MONDAL, R/O VILL - NALDI MAJHERPARA, P.O. RAJENDRAPUR, P.S. BASIRHAT, BASIRHAT-743291, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUTUBUDDIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/08/2023.MD KUTUBUDDIN MONDAL AND KUTUBUDDIN MONDAL ALL ARE SAME AND INDENTICAL PERSON.

ফুটবলার জট কাটাতে আসরে নামল ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ ভারতীয় ফুটবলে ক্লাব বনাম দেশের দ্বন্দ্ব নতুন কোনও বিষয় নয়। আই লিগ থেকে আইএসএল সময় পাল্টেছে। কিন্তু সমস্যা রয়েই। এশিয়ান গেমস, কিংস কাপ, এএফসি এশিয়া কাপ, অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব। চলতি মরসুমে একাধিক টুর্নামেন্ট রয়েছে ভারতীয় দলের। ফলে একাধিকবার জাতীয় দলের জন্য ফুটবলারদের ছাড়তে হবে আইএসএল দলগুলিকে। কিন্তু এতগুলি টুর্নামেন্টের জন্য কোনও ভাবেই ফুটবলার ছাড়তে রাজী নয় ক্লাবগুলি। এশিয়া কাপ এবং তাঁর প্রস্তুতির জন্য ফুটবলারদের ছাড়তে রাজী হলেও এশিয়ান গেমস এবং অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়া কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য জাতীয় দলে ফুটবলার ছাড়তে নারাজ আইএসএল দলগুলি। ফেডারেশনকে তাঁরা ইতিমধ্যেই নিজেদের বক্তব্য জানিয়েছে ক্লাবগুলি। সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই আইএসএলের দলগুলি সমবেতভাবে ফেডারেশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে দুটি টুর্নামেন্টের জন্য ফুটবলারদের ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও এআইএফএফ সচিব সাজী প্রভাকরণ একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই ধরণের কোনও চিঠি আসেনি। তবে কিছু আইএসএল ক্লাব ফুটবলার ছাড়ার বিষয়ে সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা বুঝতে পারছি সমস্যার কথা। কিন্তু ভারতীয় ফুটবলের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের সংঘবদ্ধভাবেই কাজ করতে হবে। ভারতীয় ফুটবলকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে হলে সবাইকে একহয়েই কাজ করতে হবে। ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চীনের দালিয়ানে অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইপর্ব অনুষ্ঠিত হবে। ১২ আগস্ট ভুবনেশ্বরে প্রস্তুতি ক্যাম্প শুরু হবে। তারপর আবার আছে কিংস কাপ। এশিয়া কাপের জন্য ১ মাসের প্রস্তুতি শিবির চান জাতীয় কোচ। এই পরিস্থিতিতে সমাধান সূত্রের খোঁজে ফেডারেশন। সাজী প্রভাকরণ বলেন, আমরা একটি মাঝামাঝি জায়গা খুঁজছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্লাবগুলির সঙ্গে আলোচনা করব। ক্লাবগুলো এখন পর্যন্ত অনেক সহযোগিতা করেন। শনিবার জাতীয় কোচ ইগর স্টিমাচ জানিয়েছেন, আমি সমস্ত ক্লাব এবং তাদের কোচদের ধন্যবাদ জানাতে চাই ভারতীয় ফুটবলের বিকাশে যে বিশাল ভূমিকা পালন করেছে তার জন্য। বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব এবং এএফসি এশিয়ান কাপের আগে নভেম্বর এবং ডিসেম্বর জুড়ে দীর্ঘ শিবিরের জন্য আমাদের অনুরোধকে সমর্থন করার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা কোচরা ভাল করেই জানেন যে অল্প সময়ের প্রস্তুতির আমাদের এই বড় টুর্নামেন্টে ভাল করার আশাকে নষ্ট করে দিতে পারে।

শেষ আটে উঠলেন ডাচ মহিলারা

সিডনি, ৬ আগস্ট ঃ দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছে নেদারল্যান্ডস। রবিবার সিডনিতে অনুষ্ঠিত শেষ ষোলর লড়াইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডস। কোয়ার্টার ফাইনালে শক্তিশালী স্পেনকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছেন ডাচ মহিলারা। জয় পেলেও আজ সিডনির ৪০ হাজার দর্শকের সামনে দারুন বেগ পেতে হয়েছে নেদারল্যান্ডস দলকে। প্রথমার্ধে আফ্রিকান চ্যাম্পিয়নদের ঠেকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকাটি পালন করেছেন গোলরক্ষক ড্যাফনে ফন ডোমসেলার। ম্যাচের নবম মিনিটেই গোল করে ডাচদের এগিয়ে দেন জিল রুর্ড। ফলে প্রথমবারের মতো নকআউটে খেলতে আসা ৪৫ তম র‍্যাঙ্কের নীচের দলের বিপক্ষে কোন রকমে লিড রেখে বিরতিতে যায় নেদারল্যান্ডস। দ্বিতীয়ার্ধে ডাচদের আরও এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য বড় ভূমিকা ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার গোলরক্ষক কাইলিন সোয়ার্টের। ৬৮ মিনিটে রিনথ বিয়ারেনস্টেইনের একটি সাধারন শটের বল নিজের বোকামির জন্য আটকে দিতে ব্যর্থ হন তিনি। এই জয়ে আগামী শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে স্পেনের মোকাবিলা করবেন ডাচরা। ওই ম্যাচেও গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে ফন ডোমসেলারকেই। তিনি বলেন, এটি আমাদের সেরা পারফরম্যান্স নয়। তবে গোল হজম থেকে দলকে বিরত রাখতে পেরে আমি খুশি। অ্যাস্টন ভিলার ওই তারকাকে ম্যাচ সেরা নির্বাচিত করা হয়। তিনি বলেন, এই ম্যাটিই আমার সেরা কিনা জানি না। তবে গর্ব করার মতো আরো কিছু করে দেখাতে চাই।

এগিয়ে থেকেও পয়েন্ট হারাল ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ ডিফেন্সের বোঝাপড়ার অভাবেই শেষ পর্যন্ত ডুবল ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাতের একটা পরিবর্তনই তাঁর গলায় ফাঁস হয়ে গেল। আর এই পরিবর্তনের হাত ধরেই ডুবল ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচের ৮৭ মিনিটে গুরসিমরতকে তুলে জর্ডন এলসেকে নামিয়েছিলেন কুয়াদ্রাত। কিন্তু যে ছেলেটি দলের সঙ্গে সে অর্থে কোনও প্র্যাক্টিসই করেননি, তাঁর পক্ষে হঠাৎ মাঠে নেমে মানিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। তাঁর সঙ্গে পুরো টিমের কোনও বোঝাপড়াই যে নেই, তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এতে লাল-হলুদের রক্ষণে বিশাল ফাঁক তৈরি হয়। সেই সুযোগ কাজে লাগাল বাংলাদেশ আর্মি। এলসে নামার পরেই হল দুই গোল। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে ৬৭ মিনিটে নিশুর লালকার্ড দেখার আগেও নিষ্প্রভ ছিল ইস্টবেঙ্গল। গোলের ব্যবধান তারা বাড়াতে পারেনি। তার উপর ১০ জন হয়ে যাওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল শুধুই সময় নষ্টের খেলার মেতেছিল। যার খেসারতই পয়েন্ট নষ্ট করে দিতে হল লাল-হলুদকে। ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম ম্যাচেই আটকে গেলেন কার্লোস কুয়াদ্রাত। ডুরান্ড কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই বাংলাদেশ আর্মির সঙ্গে ড্র করল লাল হলুদ ব্রিগেড। ম্যাচের প্রথমার্ধেই দুই গোল দেয় ইস্টবেঙ্গল। যদিও দ্বিতীয়ার্ধে একাধিকবার গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি মহেশ, সিভেরিওরা। ৬৭ মিনিটে লাল কার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যান ডিফেন্ডার নিশু কুমার। একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে পরপর দুই গোল দেয় বাংলাদেশ আর্মি। ২-২ ফলে ম্যাচ ড্র করে টুর্নামেন্ট শুরু লাল হলুদ ব্রিগেডের। পুরো শক্তির দল নিয়েই ডুরান্ড কাপ খেলার কথা জানিয়েছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। যদিও গত মরশুমে দলের সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্লেটন সিলভাকে ছাড়াই রবিবারের ম্যাচে খেলতে নামে ইস্টবেঙ্গল। তবে প্রথম থেকেই মাঠে ছিলেন দলের নতুন সদস্য সল ক্রেসপো, জেভিয়ার সিভেরিওরা। অন্যদিকে, আগের ম্যাচেই মোহনবাগানের কাছে পাঁচ গোল খেয়েছিল বাংলাদেশ আর্মি। রবিবারের ম্যাচেও সেভাবে দাপট দেখাতে পারেনি তারা। কিন্তু শেষের দিকে দশজন হয়ে যাওয়া ইস্টবেঙ্গলকে কুপোকাত করে দিল বাংলাদেশ আর্মি। রবিবারের ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল ইস্টবেঙ্গলের। প্রথমার্ধে একের পর এক আক্রমণে ঝড় তোলেন মহেশ সিংরা। পাঁচ মিনিটের মাথায় ক্রেসপোর প্রথম গোল বাতিল হয় হ্যান্ডবলের কারণে। তারপর থেকে দাপট দেখালেও গোল করতে পারেনি লাল হলুদ ব্রিগেড। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে প্রথম গোল করেন ক্রেসপো। প্রথমার্ধের সংযুক্ত সময়ে গোল করেন সিভেরিও। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই গোল পার্থক্য আরও বাড়াতে চেষ্টা করে ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু বারবার সুযোগ পেলেও গোল আসেনি। তারমধ্যেই ৬৭ মিনিটে নিশু কুমার লাল কার্ড দেখার পর থেকেই কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়ল ইস্টবেঙ্গল। ৮৮ মিনিটে লাল হলুদের খারাপ পাস থেকে প্রথম গোল করেন বাংলাদেশ আর্মির শাহরিয়র। ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে অভিজ্ঞ খাবরার মিসপাস থেকে মিরাজের গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ আর্মি। ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচ থেকে এক পয়েঃট আর একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। ধোঁয়াশা ছিল, বিদেশি ফুটবলারদের মধ্যে যাঁরা এই কিছু দিন হল দলের সঙ্গে অনুশীলন শুরু করেছেন, তাঁদের খেলানো হবে কিনা। সেই ধোঁয়াশা মিটিয়ে ডুরান্ডে বিদেশি ফুটবলারদের নামান কুয়াদ্রাত। ডুরান্ড অভিযান শুরুর আগে কার্লেস বলছিলেন, একটা টিম নতুন করে গড়ে তুলতে অনেকটা সময় প্রয়োজন। সমর্থকরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন এবং তাঁরা চান দলের ট্রফি জয় দেখতে। আমরা চাইছি, একটা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত গড়তে। কিন্তু প্রথম ম্যাচেই ধাক্কা খেয়ে গেলেন কুয়াদ্রাত। উল্লেখ্য, এ বার একেবারে যেন নতুন ইস্টবেঙ্গল। কোচিং স্টাফ থেকে স্কোয়াড, ঢেলে সাজানো হয়েছে। গত কয়েক মরশুমে নানা পরিবর্তন করেও সাফল্য আসেনি। এ বার আইএসএলের অন্যতম সফল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলে বিদেশি থেকে দেশি ফুটবলার বেছে বেছে নেওয়া হয়েছে। আর নতুন দল নিয়ে কুয়াদ্রাতের পরীক্ষা শুরু হল আজ থেকেই। ডুরান্ড কাপে ইস্টবেঙ্গল বনাম বাংলাদেশ আর্মি ম্যাচ তাই স্প্যানিশ কোচের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তবে ডুরান্ড অভিযান শুরুর আগে এই টুর্নামেন্ট নিয়ে বিশাল কোনও প্রত্যাশার কথা শোনানি কুয়াদ্রাত। বরং বাস্তবটাকেই বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তিনি। নতুন দল, কোচিং স্টাফও নতুন। বোঝাপড়া তৈরি হতে অনেকটাই সময় লাগবে। পরিষ্কার করে দিয়েছেন স্প্যানিশ কোচ। কার্লোসের প্রাথমিক লক্ষ্য, লড়াকু একটা দল তৈরি করা। তবে এদিন প্রথমার্ধ দেখে তাঁর কৌশল যতটা সফল বলে মনে হচ্ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে যেন সবকিছু উবে যায়।

ফাইনালে হেরে রূপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে প্রণয়কে

মেলবোর্ন, ৬ আগস্ট ঃ ২০২৪ সালের প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ভালো পারফরম্যান্স করে দেশকে একাধিক পদক এনে দেবেন বলেই আশায় সমর্থকেরা। এই তালিকায় থাকা অন্যতম নাম এইচএস প্রণয়। ভারতীয় পুরুষ এই শাটলার দেশকে অলিম্পিক্স পদক এনে দিতে পারেন বলেই আশা করছেন অনেকে। আর এই মুহূর্তে দুরন্ত ফর্মেও রয়েছেন তিনি। তাঁর ধারাবাহিক পারফরম্যান্স জারি রেখে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ান সুপার ৫০০ সিরিজের ফাইনালেও। সেখানে চিনা শাটলারের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করেও হার স্বীকার করতে হয়েছে প্রণয়কে। যার নিটফল, শেষ পর্যন্ত রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল তাঁকে। ফাইনালে পৌঁছেও স্বপ্নভঙ্গ হল প্রণয়ের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেন না তিনি। ফাইনালে তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন চিনের ওয়েং হং ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ২৪ নম্বরে রয়েছেন চিনের ওয়েং হং ইয়াং। তাঁর বিরুদ্ধে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও হারলেন প্রণয়। ভারতের এক নম্বর শাটলারের বিপক্ষে ম্যাচের ফল ৯-২১, ২৩-২১, ২০-২২। প্রথম গেমে একেবারে উড়ে যান প্রণয়। তাঁকে দাঁড়াতেই দেননি ইয়াং। তবে দ্বিতীয় গেমে দুরন্ত কামব্যাক করে গেম জিতে ম্যাচে সমতা ফেরান প্রণয়। তৃতীয় গেমেও চলে প্রচন্ড লড়াই। তবে শেষ রক্ষা করতে পারেননি প্রণয়। লড়াই করেও হার স্বীকার করতে হয় তাঁকে। প্রসঙ্গত, এই প্রথম বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন ভারতীয় শাটলার। প্রথম বারেই শিরোপা জয়ের দোড়গোড়াতে পৌঁছে গিয়েও শেষরক্ষা করতে পারলেন না তিনি। একটা সময়ে তৃতীয় গেমে ১৯-১৪ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন প্রণয়। সেখান থেকেই মনোঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে তাঁর। ইয়াং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেন। এর আগে প্রণয় একবার ইয়াংয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন। সেবার অবশ্য তিন গেমের লড়াইতে জিতেছিলেন প্রণয়ই। মালয়েশিয়া মাস্টার্সে সেই ম্যাচ জিতেছিলেন প্রণয়। উল্লেখ্য, শনিবার অপর ভারতীয় প্রিয়াংশু রাজাওয়াতের বিরুদ্ধে জিতেই ফাইনালে গিয়েছিলেন প্রণয়। ফাইনালে এদিন বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে ৯ নম্বরে থাকা প্রণয়কে হারতে হল ১ ঘণ্টা ২ মিনিটের লড়াইয়ে।

ছিটকে গেল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আমেরিকা

মেলবোর্ন, ৬ আগস্ট ঃ মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপের 'রাউন্ড অফ ১৬' থেকে ছিটকে গেল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আমেরিকা। রবিবার মেলবোর্নে নাটকীয় পেনাল্টি শ্যুট-আউটে মেগান রাপিনো, অ্যালেক্স মর্গ্যানদের হারিয়ে দিল সুইডেন। নির্ধারিত ৯০ মিনিট এবং ৩০ মিনিটের অতিরিক্ত সময়ের পরও খেলার ফলাফল গোলশূন্য ছিল। পেনাল্টি শ্যুট-আউটে চরম নাটকীয়তার সাক্ষী থাকে মেলবোর্নের রেকট্যাঙ্গুলার স্টেডিয়াম। একটা সময় গোল করতে পারলেই কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে যেত বিশ্বের এক নম্বর দল আমেরিকা। কিন্তু সেটা হয়নি। উলটে ৫-৪ ব্যবধানে পেনাল্টিতে জিতে যান সুইডিশরা। পেনাল্টি এতটাই নাটকীয় হয় যে আমেরিকার গোলকিপারের অ্যালিসা নাহরেরে শটে গোল (ষষ্ঠ শট) হয়েছে কিনা, তা দেখার জন্য ভারের সাহায্য নেওয়া হয়। যা গোল হিসেবে দেন রেফারি। আর যে শটে বিশ্বের তিন নম্বর সুইডেন জেতে, সেই শটটা প্রায় বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন অ্যালিসা। কিন্তু বলটা ঘুরে গোললাইনে ঢুকে যায়। যা গোল হয়েছে বলে জানিয়ে দেন রেফারি। আর আমেরিকার স্বপ্ন যে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে, সেটার বেশিরভাগ কৃতিত্ব প্রাপ্য সুইডিশ গোলকিপার জেকিরা মুসোভিচের। যিনি আমেরিকার ২২টি শটের মধ্যে ১১টি শটই রুখে দিয়েছেন। ১২০ মিনিটে যে আমেরিকার নামের পাশে কোনও গোল যুক্ত হয়নি, সেটার পুরো কৃতিত্ব প্রাপ্য তাঁর। দ্বিতীয়ার্ধে দুটি দুর্দান্ত সেভ করেন। ৮৯ মিনিটে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে মর্গ্যানের হেডার রুখে দেন। ৫৩ মিনিটে দুরন্ত প্রতিক্রিয়ায় লিন্ডসে হুরানের নীচু শট বাঁহাত দিয়ে রুখে দেন। যে দুটি কার্যত অবরাধিত গোল ছিল। সেখানে সুইডেন কার্যত কোনও গোলের সুযোগ পায়নি। আমেরিকার গোলকিপারকে ম্যাচের একমাত্র সেভ করতে হয় ৮৫ মিনিটে। ১০ গজ দূর থেকে সোফিয়া জেকবসনের শট রুখে দেন অ্যালিসা। সবমিলিয়ে পুরো ম্যাচে মাত্র একটি শট তেকাঠিতে রাখতে পারেন সুইডিশরা। পুরো ম্যাচেই আধিপত্য ছিল মর্গ্যানদের আমেরিকার। কিন্তু পেনাল্টিতে সব অঙ্ক উলটে যায়। আমেরিকাকে হারিয়ে কোয়ার্টারে উঠে যায় সুইডেন। আগামী শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড জাপানের বিরুদ্ধে কোয়ার্টারে নামবেন সোফিয়ারা।

চার্চিলে বিলাল

পানাজি, ৬ আগস্ট ঃ ভালো দল গঠন করার দিকে মনোনিবেশ করেছে চার্চিল ব্রাদার্স। লিওনেল মেসির ছেলেবেলার কোচকে নিয়োগ করা হয়েছে ইতিমধ্যে। সেই সঙ্গে চলছে ফুটবলার চূড়ান্ত করার কাজ। প্রায় এক দশক পর ঘরের ছেলেকে ফিরিয়ে আনল চার্চিল ব্রাদার্স। গোলকিপার বিলাল খানকে দলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন চার্চিল ব্রাদার্স। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই সই সংবাদ। এক সময় দেশের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক হিসেবে বিলালের নাম উচ্চারণ করা হতো। ২০১৮-১৯ মরসুমে আই লিগের সেরা গোলকিপার হয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের এই ফুটবলার। চার্চিল ব্রাদার্সের হাত ধরে নিজের সিনিয়র কেরিয়ার শুরু করেছিলেন বিলাল খান। ২০১৩ সালে শুরু করেছিলেন সিনিয়র পর্যায়ের পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার। তখন চার্চিল ব্রাদার্সের হয়ে খেলেছিলেন প্রায় দশটি ক্লাবে। ক্রমে যুক্ত হয়েছেন হিন্দুস্তান এফসি, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, পুনে সিটিতে। লোনে গোকুলাম কেরালা ফুটবল ক্লাবের হয়ে প্রায় তেরোটি ম্যাচে অংশ নিয়েছিলেন। রিয়াল কাশ্মীরের হয়ে জিতেছিলেন সেরা গোলকিপারের সম্মান। ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও দল পেয়েছিলেন বিলাল। কেরালা ব্লাস্টার্সের হয়ে অভিষেক ম্যাচে তিনি রুখে দিয়েছিলেন এটিকে-কে। শুরুটা ভালো করলেও পরে আর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারেননি। নতুন মরসুমে খেলবেন চার্চিল ব্রাদার্সের হয়ে।

শ্রেয়সকে নিয়ে আশাবাদী রোহিত শর্মা

নিউইয়র্ক, ৬ আগস্ট ঃ শ্রেয়স আইয়ারের ফিটনেস নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই চলছে জল্পনা কল্পনা। এনসিএতে পুরো দমে ব্যাটিং শুরু করলেও ভারতীয় দলের কবে ফিরবেন শ্রেয়স? সেটা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। গত ২১ জুলাইয়ের পর বোর্ডের পক্ষ থেকে শ্রেয়সের ফিটনেস আপডেট কিছু দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে সতীর্থকে নিয়ে বড় বয়ান দিলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা। আমেরিকায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিলে সেখানে শ্রেয়সকে নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় রোহিতকে। ভারত অধিনায়ক কিন্তু সতীর্থকে নিয়ে আশার বাণীই শুনিয়েছেন। হিটম্যানের কথায়, শ্রেয়াস আইয়ার সম্পূর্ণ ফিটনেসের পথে রয়েছে, তাই বিশ্বকাপের আগেই ওকে নিয়ে ফিঙ্গার ক্রশ করতেই পারি আমি। শ্রেয়স এবং রাহুল নেটে নিয়মিত স্বাভাবিক অনুশীলন করছেন। আগস্টের শেষ দিকে তাঁরা ম্যাচ খেলার মতো ফিট হয়ে যাবেন বলে মনে করা হচ্ছে। সব কিছু ঠিক থাকলে এশিয়া কাপে তাঁদের ভারতীয় দলে দেখা যেতে পারে। এদিকে আবার এশিয়া কাপ শেষ হতে না হতেই পরের মাসে একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে। আশা করা হচ্ছে, বিশ্বকাপের আগে রাহুল এবং শ্রেয়সকে আগের ফর্মে ফিরে যেতে পারবেন। প্রসঙ্গত, সেপ্টেম্বর মাসেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের ক্রিকেট সিরিজ খেলতে নামবে ভারতীয় ক্রিকেট দল। তার আগে এই দুই ক্রিকেটার ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। কিন্তু টি-২০ সিরিজে বিশ্রাম নিয়েই আমেরিকায় গেলেন রোহিত শর্মা। ছুটি নিয়ে এশিয়া কাপের আগে হঠাৎ কেন আমেরিকায় গেলেন রোহিত শর্মা তা নিয়ে তৈরি হয় কৌতুহল। তবে জানা যায় আমেরিকায় যাওয়ার কারণ হল রোহিত শর্মার ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। সেখানে অ্যাকাডেমি এখনও তৈরি হয়নি। উদ্বোধনের আগেই একটি অনুষ্ঠান যোগ দিয়েছিলেন হিটম্যান। সম্প্রতি আমেরিকায় প্রথম বারের মতো ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-২০ লিগ আয়োজিত হয়েছিল। তার নাম মেজর লিগ ক্রিকেট। এই টুর্নামেন্টের প্রথম খেতাব জিতেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি এমআই নিউ ইয়র্ক। ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজনের দায়িত্বে রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও আমেরিকা। তাই তার আগে সে দেশে ক্রিকেটকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজ করল এমএলসি। আপাতত দুই সপ্তাহ ছুটিতে থাকবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। এরপরি এনসিএ-তে যোগ দেবেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও প্রাক্তন অধিনায়ক। আগস্টের শেষেই এশিয়া কাপের মঞ্চে নামতে চলেছে ভারতীয় দল। বিশ্বকাপের আগে এই মঞ্চই যে ভারতীয় দলের কাছে প্রস্তুতির প্রধান মঞ্চ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বকাপের জন্য পাস একানা স্টেডিয়াম

নয়াদিল্লি, ৬ আগস্ট ঃ একদিবসীয় বিশ্বকাপ আয়োজনের জন্য সবুজ সঙ্কেত পেয়ে গেল লক্ষ্ণৌর একানা স্টেডিয়াম। আইসিসি ও বিসিসিআইয়ের ১৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল ভারতের বিশ্বকাপ ভেনুগুলির পরিদর্শনে এসেছে। শুক্রবার সবার প্রথমে লক্ষ্ণৌর অটল বিহারী বাজপেয়ী স্টেডিয়ামে (একানা) পৌঁছয় টিম। স্টেডিয়ামের ৯টি পিচ পরিদর্শন করে আইসিসির প্রতিনিধিদল। সূত্রের খবর, একানার সবকটি পিচই ম্যাচের উপযোগী বলে জানিয়েছে আইসিসি। স্টেডিয়ামের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইসিসির পরামর্শমতো কাজ হচ্ছে কি না সেটাও দেখা হয়। স্টেডিয়ামে পৌঁছে কভার সরিয়ে সবকটি পিচ খুঁটিয়ে দেখেন টিমের সদস্যরা। এর পাশাপাশি কিউরেটরকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন তাঁরা। ৫০ হাজার দর্শকাসন বিশিষ্ট স্টেডিয়ামে বসার জায়গা-সহ বাকি সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখা হয়। জ্বালিয়ে দেখা হয় ফ্লাডলাইট। বিশ্বকাপের সময় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় অত্যাধুনিক ড্রেনেজ সিস্টেম আছে কি না তা দেখে গিয়েছেন আইসিসির প্রতিনিধিরা। স্টেডিয়াম এবং ইউপিসিএ-র কর্তারা আইসিসির প্রতিনিধিদলকে জানিয়েছেন, বৃষ্টির পর আধঘণ্টার মধ্যে ম্যাচ শুরু করে দিতে সক্ষম তাঁরা। পিচ দেখার পর চার তলা স্টেডিয়ামের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যে মেডিকেল এবং আম্পায়ারদের রুম রয়েছে সেটিও ঘুরে দেখে আইসিসির টিম। দ্বিতীয় তলায় রয়েছে ড্রেসিংরুম, তৃতীয় তলায় প্ল্যাটিনাম লাউঞ্জ এবং ওনার্স লাউঞ্জ এবং কর্পোরেট বক্স রয়েছে। চতুর্থ তলায় রয়েছে সাউথ প্রেসিডেন্সিয়াল গ্যালারি। গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে টিমগুলির থাকার ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখা হয়। একানা স্টেডিয়ামের পর চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, কলকাতা এবং তিরুবনন্তপুরমেও পরিদর্শনে যায় প্রতিনিধিদল। তিরুবনন্তপুরম স্টেডিয়াম নিয়ে খুব একটা খুশি নন আইসিসির প্রতিনিধিরা। গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামের কর্পোরেট বক্সসহ বেশ কিছু জায়গায় পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছে আইসিসি।

ডুরান্ড কাপে মোহনবাগানের সামনে পাঞ্জাব এফসি

সোমবার ডাগ আউটে ফিরছেন ফেরান্দো

কলকাতা, ৬ আগস্ট ঃ প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছিল ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট দলের কোচিং করাবেন বাস্তব রায়। কিন্তু প্রথম ম্যাচের পরই সিদ্ধান্ত বদল টিম ম্যানেজমেন্টের। সোমবার ডুরান্ডের দ্বিতীয় ম্যাচে পাঞ্জাব এফসির মুখোমুখি হচ্ছে সবুজ মেরুন। সদ্য আইএসএলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এই দলটির বিরুদ্ধে বেশ সতর্ক বাগান শিবির। তাই সোমবারের ম্যাচে বাস্তবের ডাগ আউটে সঙ্গে থাকবেন জুয়ান ফেরান্দোও। চলতি মরসুমে প্রথমবার মোহনবাগানের ডাগআউটে বসে চলেছেন জুয়ান ফেরান্দো। কলকাতা লিগ হোক হোক বা ডুরান্ড কাপের প্রথম ম্যাচ। বাস্তব রায়ই ছিলেন ডাগ আউটের দায়িত্বে। কিন্তু ফেরান্দোকে মূলত দেখা যেত ভিআইপি বক্সে। দলের খেলা দেখতে আসলেও ম্যাচে তাঁর কোনও ভূমিকা থাকত না। কিন্তু পাঞ্জাব এফসির মত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নাবার আগে সতর্ক সবুজ মেরুন শিবির। সোমবারের ম্যাচে ভিআইপি বক্স থেকে সোজা ডাগ আউটে আনা হচ্ছে স্প্যানিশ কোচকে। একদিকে কলকাতা লিগ অন্যদিকে ডুরান্ড কাপ। পরপর ম্যাচ খেলতে হচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে ফলে ফুটবলারদের চোট-আঘাত কিছুটা হলেও ভাবাচ্ছে। পাঁচ দিনে খেলতে হচ্ছে তিনটি ম্যাচ। বর্ষার ভারী মাঠে খেলায় স্বাভাবিকভাবেই চোট-আঘাতের সংখ্যা মরসুমের শুরুতেই বাড়ছে সবুজ মেরুন দলে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে ম্যাচে আরও বেশ কিছু সিনিয়র দলের ফুটবলারকে প্রথম একাদশে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে কোন ফুটবলারদের নামানো হবে সেটা সোমবার সকালেই চূড়ান্ত করতে পারে বাগান টিম ম্যানেজমেন্ট। গত বৃহস্পতিবার ডুরান্ড কাপের উদ্বোধনী ম্যাচে বাংলাদেশ আর্মি দলের বিরুদ্ধে সিনিয়র দলের দুই ফুটবলার লিস্টন কোলাসো এবং মনবীর সিংকে দেখা গিয়েছিল প্রথম একাদশে। এবার সেই সংখ্যাটা আরও বাড়তে চলেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন সিনিয়র দলের ফুটবলারকে ডুরান্ড কাপে রেজিস্ট্রেশন করানো হয়েছে। সোমবারের ম্যাচের আগে কোচ জুয়ান ফেরান্দো বলেন, পাঞ্জাব আইএসএল এর ক্লাব। গতবার আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল খেলবে। এবার ওদের আক্রমণ থাকবে বেশ শক্তিশালী। গতবার ওদের কয়েকটা ম্যাচ দেখেছি। তবে এবারের দলটি একেবারেই অচেনা। নিশ্চয়ই আরও শক্তিশালী দল হয়েছে। ফলে আমাদের বিরুদ্ধে খেলতে আবার আগে আরো শক্তি বাড়িয়ে নামবে। একইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, পাশাপাশি মাথায় রাখতে হবে কয়েক সপ্তাহ পরই ঘরের মাঠে এএফসি কাপের ম্যাচ রয়েছে। আমাদের কাছে যা এবার আইএসএল-এর মতই এবার গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি স্প্যানিশ কোচ বলেন, আমাদের টিমে যুব ফুটবলাররা ভালো খেলছে। সাতটা ম্যাচ খেলেছে এখনও অপরাজিত। বাস্তব রায় টিমটাকে ভালোভাবে তৈরি করেছেন এর জন্য ওকে কৃতিত্ব দিতেই হবে যুবদলের সব ম্যাচই আমি দেখেছি। এই টিমটার বেশ কিছু সিনিয়র ফুটবলারকে রেখে দল নামাবো।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,

Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615